প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

চূড়ান্ত প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪

জুন ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সমীক্ষা দল

ড. মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
টিম লিডার ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ

এস. এম. আলাউদ্দীন
আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ

কে. এম. শরিফুর রহমান
আইসিটি বিশেষশজ্ঞ

মোঃ আব্দুল লতিফ
পরিসংখ্যানবিদ

আইএমইডির কর্মকর্তাবৃন্দ

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর
মহা-পরিচালক, আইএমইডি

মোসাঃ তাজকেরা খাতুন
পরিচালক, আইএমইডি (যুগ্ম সচিব)

মোঃ ওয়াহিদ হোসেন
সহকারী পরিচালক, আইএমইডি

মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনায়ঃ

ক্রিয়েটিভ কনসালটেন্টস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ

দিপ্তি প্যালেসঃ ১৫১/১-ডি, আহম্মদনগর, জোনাকী রোড
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
মোবাইলঃ ০১৭১৫০০৮১৯১ / ০১৬৭৬০৯৯৯৬০
ই-মেইলঃ creativeconsulting.bangladesh@gmail.com
www.creativeconsulting-bd.com

শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)

AD	Assistant Director
AICC	Agricultural Information and Communication Centre
AIS	Agricultural Information Services
CCIL	Creative Consultants International Limited
CV	Curriculum Vitae
DAE	Department of Agricultural Extension
DPD	Deputy Project Director
DPP	Development Project Proposal
EOI	Expression of Interest
FBS	Fixed-Budget Selection
FGDs	Focus Group Discussions
FS	Field Supervisor
GCC	General Condition of Contract
GoB	Government of Bangladesh
ICT	Information and Communication Technology
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
ITC	Instructions to Consultants
KIIs	Key Informant Interviews
M&E	Monitoring and Evaluation
MOA	Ministry of Agriculture
NGO	Non-Government Organization
PAD	Project Appraisal Document
PCC	Particular Conditions of Contract
PCR	Project Completion Report
PD	Project Director
PDS	Project Data Sheet
PEC	Proposal Evaluation Committee
PIU	Project Implementation Unit
QCBS	Quality and Cost Based Selection
RFP	Request for Proposal
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
TOR	Terms of Reference
WB	The World Bank

সূচিপত্র

শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms) ..... রর
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ.....ারর

অধ্যায় ১: প্রকল্পের বিবরণ ১
১.১ প্রকল্পের পটভূমি ১
১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ১
১.৩ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা..... ২
১.৪ প্রধান প্রধান কার্যক্রম ৩
১.৫ প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন..... ৩
১.৫.১ প্রকল্প বাস্তবান সময়কাল এবং ব্যয় ৩
১.৫.২ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়..... ৪
১.৫.৩ প্রকল্পের প্রধান আউটপুট..... ৫
১.৫.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ৫
১.৫.৫ প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন ও অগ্রগতি..... ৭
১.৫.৬ প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ..... ৮

অধ্যায় ২: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্যপদ্ধতি.....৯
২.১ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি..... ৯
২.২ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষারউদ্দেশ্য ১০
২.৩ সমীক্ষার প্রভাব মূল্যায়ন.....১১
২.৩.১ প্রভাব মূল্যায়ন পদ্ধতি ১১
২.৩.২ বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা ১১
২.৩.৩ সমীক্ষার নির্বাচিত নির্দেশকসমূহ (indicators) ১২
২.৪ তথ্য সূত্র.....১৩
২.৫ নমুনা চয়ন পদ্ধতি ১৩
২.৬ প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষার এলাকা নির্বাচন.....১৩
২.৭ নমুনা উত্তরদাতাদের ধরন ১৬
২.৮ নমুনার আকার ১৬
২.৯ উপাত্ত সংগ্রহের ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরী.....১৭
২.১০ মাঠ তথ্যসংগ্রহকারী নিয়োগ, পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ.....১৭
২.১১ তথ্য সংগ্রহ..... ১৮
২.১১.১ কৃষকের খানা জরিপ ১৮
২.১১.২ দলগত আলোচনা (FGD)..... ১৮
২.১১.৩ মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (KII)..... ১৮
২.১১.৪ প্রাথমিক মাঠ পরিদর্শন ১৮
২.১১.৫ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা ১৯
২.১২ ডাটা প্রসেসিং এবং বিশ্লেষণ ১৯
২.১৩ সমীক্ষার প্রতিবেদন ১৯

২.১৩.১ খসড়া প্রতিবেদন ২০
২.১৩.২ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ২০
২.১৪ কর্মপরিকল্পনা ২০

অধ্যায় ৩: প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ২১

অধ্যায় ৪: প্রকল্প সমীক্ষার ফলাফল ২৫
৪.১ আঞ্চলিক আইসিটি ল্যাব ২৫
৪.২ জেলা অফিস পরিদর্শন ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ২৭
৪.৩ এআইসিসি (AICC) পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ২৭
৪.৩.১ এআইসিসির বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন ২৮
৪.৩.২ এআইসিসির সেবা (service delivery) বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ . ২৯
৪.৩.৩ এআইসিসির সংঙ্গে কৃষকের সম্পৃক্ততা ৩০
৪.৩.৪ এআইসিসি সেবা সম্পর্কে কৃষকের মতামত ৩১
৪.৩.৫ এআইসিসির সেবার মানের উপর সন্তুষ্টি ৩২
৪.৩.৬ এআইসিসি হতে প্রদত্ত তথ্যের গুণমান ৩২
৪.৩.৭ এআইসিসি-ও অপারেটরদের কৃষি বিষয়ে জ্ঞান এবং তথ্যের ব্যবহার ৩২
৪.৩.৮ কৃষকের মোবাইল ফোনের ব্যবহার ৩৩
৪.৪ কৃষি ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব ৩৩
৪.৪.১ ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ, সুরক্ষা এবং বাজারে প্রবেশাধিকার বিষয়ক পরিবর্তন ৩৩
৪.৬.২ নির্বাচিত ফসল ফলনের প্রভাব ৩৪
৪.৬.৩ পরিবারের বার্ষিক কৃষি আয়ের প্রভাব ৩৫
৪.৭ ফোকাস গ্রুপ আলোচনার (FGD) তথ্য পর্যালোচনা ৩৭
৪.৮ কেআইআই (KII) এবং consultative meeting এর তথ্য পর্যালোচনা ৩৯
৪.৯ আঞ্চলিক কর্মশালার তথ্য বিশ্লেষণ ৪০
৪.১০ ছাপানো এবং ডিজিটাল তথ্য সেবা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ৪১
৪.১১ প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ৪১
৪.১২ ডিজিটাল নলেজ ব্যাংকের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ৪৩
৪.১৩ ক্রয়কৃত যানবাহনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ৪৩
৪.১৪ প্রকল্পের কেইস স্টাডি ৪৫

অধ্যায় ৫: প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ ৪৭

অধ্যায় ৬: উদ্দেশ্য অনুযায়ী ফলাফল পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ৪৯

অধ্যায় ৭: সাধারণ পর্যবেক্ষণ ৫৩

অধ্যায় ৮: সুপারিশমালা ৫৫

সারণীর তালিকা

সারণী ১ : প্রকল্প বাস্তবায়নকাল এবং ব্যয় (ডিপিপি এবং আরডিপিপি অনুযায়ী) ৩
সারণী ২ : সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং অগ্রগতি ৪
সারণী ৩ : প্রকল্পের আরডিপি অনুযায়ী প্রধান প্রধান আউটপুট ৫
সারণী ৪ : কম্পোনেন্ট অনুযায়ী লক্ষ্য ও অগ্রগতি (অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী) ৭
সারণী ৫ : কৃষক মাঠ জরিপ এলাকা ১৪
সারণী ৬ : এফজিডি (FGD) নমুনা এলাকা নির্বাচন ১৫
সারণী ৭ : KII এবং পরামর্শ সভার স্থান ১৬
সারণী ৮ : নমুনার আকার ১৭
সারণী ৯ : আইসিটি সরঞ্জাম, এক্সেসরিজ এবং আসবাবপত্রের তালিকা ২১
সারণী ১০ : আইসিটি সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র কেনার জন্য প্রযোজ্য পদ্ধতি ২২
সারণী ১১ : ১০টি আইসিটি ল্যাবের যন্ত্রপাতির সংখ্যা ও বর্তমান অবস্থা ২৬
সারণী ১২ : ৬৮টি এআইসিসির যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থা ২৯
সারণী ১৩ : এআইসসির মাধ্যমে প্রদান করা কৃষক সেবার ধরন ৩১
সারণী ১৪ : এআইসিসির তথ্য ব্যবহারের সুবিধা সম্পর্কে কৃষকের মতামত ৩৪
সারণী ১৫ : প্রকল্প এবং কন্ট্রোল এলাকায় নির্বাচিত ফসলের ফলনের পার্থক্য ৩৫
সারণী ১৬ : প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকার প্রধান উৎস থেকে আয় পার্থক্য ৩৬
সারণী ১৭ : বিভিন্ন উৎস থেকে পরিবারের শতকরা আয় পার্থক্য ৩৭
সারণী ১৮ : আইসিটি ল্যাব হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ৪২
সারণী ১৯ : আইসিটি ল্যাব হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকের মতামত ৪২
সারণী ২০ : ক্রয়কৃত যানবাহনের বর্তমান অবস্থা ৪৩

চিত্রের তালিকাঃ

চিত্র ১ : প্রকল্পের বরাদ্দ ও প্রকৃত অগ্রগতি ৪
চিত্র ২ : আইসিটি ল্যাবের যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থা ২৫
চিত্র ৩ : আইসিটি ল্যাবের সেবার বর্তমান অবস্থা ২৭
চিত্র ৪ : এআইসিসির যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থা ২৮
চিত্র ৫ : এআইসিসির সেবার বর্তমান অবস্থা ৩০
চিত্র ৬ : এআইসিসির সেবার ব্যাপারে কৃষকের সন্তুষ্টি ৩২
চিত্র ৭ : কৃষকের মোবাইল ফোন ব্যবহার ৩৩
চিত্র ৮ : কৃষকের পরিবারের বার্ষিক আয়ের পরিবর্তন ৩৫
চিত্র ৯ : এআইসিসির সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা ৪১

সংযুক্তিসমূহ

সংযুক্তি ১: প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট
ফরম ক: মাঠ জরিপ প্রশ্নপত্র
ফরম খ: এফজিডি (FGDs) নির্দেশনা
ফরম গ: কেআইআই (KII) চেকলিস্ট - আইসিটি (ICT) ল্যাব
ফরম ঘ: কেআইআই (KII) চেকলিস্ট - এআইসিসি (AICC)
ফরম ঙ: কেআইআই (KII) চেকলিস্ট - উপজেলা ডিএই অফিস (DAE)
ফরম চ: কেআইআই (KII) চেকলিস্ট - ক্রয় সংক্রান্ত

সংযুক্তি ২: প্রকল্পের যন্ত্রপাতির তালিকা

সংযুক্তি ৩: নমুনার আকার

সংযুক্তি ৪: ৫টি এআইসিসির প্রোফাইল

সংযুক্তি ৫: ২টি ডিজিটাল তথ্যকেন্দ্রের বর্ণনা

সংযুক্তি ৬: পরামর্শক ও সাপোর্ট স্টাফের তালিকা

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন, কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) **'কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)'** শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল চাহিদাভিত্তিক, সময়োপযোগী কৃষি ও কৃষি ব্যবসা বিষয়ক তথ্যে কৃষকদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং আইসিটি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম জোরদার করে কৃষকের ফসলের ফলন ও আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা। আইএমইডি (IMED) চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উপরিল্লিখিত প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা বাস্তবায়ন করার জন্য ক্রিয়েটিভ কনসালট্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (CCIL) কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ করেছে। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী (ToR) মেনে প্রভান মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সমীক্ষার প্রতিটি প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য টেকনিক্যাল, স্টিয়ারিং কমিটি ও জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে। টেকনিক্যাল, স্টিয়ারিং ও জাতীয় কর্মশালা হতে প্রাপ্ত মন্তব্য ও পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধন/পরিমার্জন করে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের প্রস্তাবনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি, সম্পাদিত ক্রয়কাজ, নমুনায়িত এলাকায় স্থাপিত কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র ও আইসিটি ল্যাব ইত্যাদি স্থাপনার সেবা ও কার্যক্রম কি পর্যায়ে আছে তা পর্যালোচনা করা; এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অভীষ্ট কৃষকের ফসলের ফলন, অর্থনৈতিক ও জীবনযাত্রার মানের কি পরিবর্তন হয়েছে তা তুলে ধরা।

এই সমীক্ষার কার্যক্রমে প্রাথমিক এবং সেকেন্ডারি উভয় ধরনের তথ্যই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রকল্প এবং কন্ট্রোল এলাকায় নমুনা কৃষকের খানা জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প প্রস্তাবনা, অগ্রগতি প্রতিবেদন, প্রকল্প সমাপ্তী প্রতিবেদন, আইএমইডি কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন ইত্যাদি সেকেন্ডারি তথ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য অবস্থার তুলনামূলক (প্রাক ও প্রকল্পত্তোর) দ্বৈত পার্থক্য (double difference methodology) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য, উপাদানসমূহ, উপকারভোগী ও স্টেকহোল্ডারের বিবেচনায় এ সমীক্ষায় বহুস্তর বিশিষ্ট বিন্যাস (multi-stage sampling procedure) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত পারপাসিভ নমুনায়ন পদ্ধতি ৩৪ টি জেলা হতে ৬৮ টি উপজেলা নির্বাচিত করা হয়েছিল। দ্বিতীয় স্তরেও একই পদ্ধতি ব্যবহার করে AICC অথ্যাৎ প্রকল্প এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে সর্বশেষ তৃতীয় স্তরেও সাধারণ দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকা হতে উপকারভোগী কৃষক নির্বাচন করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস (ডিএই) হতে প্রত্যেকটি এআইসিসির আওতাভুক্ত কৃষকদের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। জরিপে সর্বমোট নমুনা-উত্তরদাতার আকার ছিল ১৪২৫। এর মধ্যে প্রকল্প এলাকার ১০৫০ কৃষক পরিবার এবং কন্ট্রোল এলাকার ১০০ কৃষক পরিবার ছিল। এ ছাড়া ১২১ জন কী ইনফরমেন্ট তথ্যদাতা বিভিন্ন সংস্থা থেকে নির্বাচন করা হয়। এর সাথে ১০টি উপজেলায় ১০টি এফজিডি পরিচালিত করা হয়।

ডিপিপি এবং আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মূল এবং সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১,৮৮০.১২ লক্ষ টাকা। প্রকৃত প্রকল্প ব্যয় অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে ৩.৪৮% কম। মোট ছাড়কৃত তহবিলের (১,৮২০.০০ লক্ষ টাকা) মধ্যে প্রকৃত ব্যয়ের অগ্রগতি হয়েছে ৯৯.৭১% । প্রকল্পটি সমাপ্ত হতে মূল প্রস্তাবনার চেয়ে ১২ মাস অতিরিক্ত সময় লেগেছে।

প্রকল্পটি উপজেলা পর্যায়ে ১৫০টি এআইসিসি, জেলা পর্যায়ে ১০টি আঞ্চলিক অফিস এবং ১০টি আইসিটি ল্যাব স্থাপনাসহ ২৫টি ব্যাচে ৭৫০ জন এআইসিসি এবং আইসিটি ল্যাবের অপারেটরকে হাতে-কলমে তিন দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ১৫০টি এআইসিসিতে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মুদ্রিত ও ডিজিটাল

সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। আইসিটি ল্যাব ও এআইসিসি হতে প্রায় ৪৫ হাজার কৃষক পরোক্ষভাবে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন মর্মে তথ্য প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের নথিপত্র পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী প্রকল্পের মালামাল/সরঞ্জাম ক্রয়কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ১০টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হয়েছিল এবং এতে আইসিটি সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছিল। কিন্তু জেলা পর্যায়ে সেগুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি। জানা গেছে যে প্রকল্প সমাপ্তির পরেই আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো বিলুপ্ত হয়ে যায় **(বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ৪.২)**। সমীক্ষা ফলাফলে দেখা যায়, ১০টি আইসিটি ল্যাবের অস্তিত্ব আছে; কিন্তু বর্তমানে এসবের নিজস্ব কোন কার্যক্রম বা কর্মসূচি চালু নেই। কিন্তু সার্বিকভাবে এসব ল্যাবের প্রায় ৯২% সরঞ্জাম/মালামাল মোটামুটি কার্যক্ষম আছে। অকার্যকর ডিজিটাল সরঞ্জাম মেরামত বা পরিবর্তন করার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই বলে জানা গেছে **(অনুচ্ছেদ ৪.৩)**।

প্রকল্পটি তৃণমূল পর্যায়ে কৃষকদের দ্বারা পরিচালিত ১৫০টি আইসিটিভিত্তিক তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) প্রতিষ্ঠা করেছিল। মূল্যায়ন দল ৬৮টি এআআইসিসি পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে এআইসিসির মোট যন্ত্রাংশের ৯০% সম্পূর্ণ কার্যকরী এবং বাকি ১০% কার্যকরী নয়। এআইসিসিগুলো AICC নামে পরিচিতি পায় নি। বরং কৃষক সংগঠন/ক্লাব/সমিতি/সংগঠন হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে **(বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ৪.৩)**। এআইসিসি হতে কৃষকগণ কৃষি প্রযুক্তিগত তথ্য প্রকল্প চলাকালে পেয়েছিলেন তা কৃষকের খানা জরিপের ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, সর্বাধিক সংখ্যক কৃষক (৭৫%) কৃষি সেবা ও কৃষি বিষয়ে আলোচনার জন্য কেন্দ্রের বিভিন্ন সভায় যোগদান করেছেন। ৬৬.৭% কৃষক আধুনিক কৃষি তথ্য ও বই, লিফলেট, ফোল্ডার পেয়ে প্রযুক্তি সহায়তা পেয়েছেন। এছাড়া, ৬৫.৯% কৃষক কৃষির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার উপর (যেমন রোগ, কীটপতঙ্গ আক্রমণ, উন্নত চাষ পদ্ধতি, সমন্বিত চাষ কৌশল ইত্যাদি) ভিডিও, সিনেমা দেখার মাধ্যমে সেবা পেয়েছেন। অনেক কৃষক (৫৯%) এআইসিসির কর্মরত ব্যক্তিদের কাছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান পেয়েছেন। প্রায় ৯১% উত্তরদাতা জানান, উন্নত ফসল সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তথ্য ব্যবহার করে তারা উপকৃত হয়েছেন **(বিস্তারিত সারণী ১৯ পৃস্টা ৫২)**। এখানে ফলাফলে দেখা যায়, প্রকল্প এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি সেবা ব্যবহার করার কারণে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কন্ট্রোল এলাকার তুলনায় প্রকল্প এলাকায় ফলনের আপেক্ষিক পরিবর্তন খুবই সামান্য হলেও একেবারে নেতিবাচক হয় নাই অর্থাৎ ধানে ২.৫১, গমে ২.৭, ভুট্টায় ২.০৮ এবং সবজিতে ৩.৮৯ শতাংশ অতিরিক্ত ফলন হয়েছে। আর কন্ট্রোল এলাকার তুলনায় প্রকল্প এলাকায় পারিবারিক আয়ের আপেক্ষিক পরিবর্তন হয়েছে ৪.৬ শতাংশ। এগুলো প্রকল্পের প্রভাব হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে সেখানে অন্যান্য বিভিন্ন প্রকল্প ও কৃষি বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রমের ও অবদান রয়েছে। কিন্তু সমীক্ষার আওতায় পরিচালিত জরিপের অন্যান্য তথ্য ও গবেষণা দল কর্তৃক প্রকল্পের বিভিন্ন স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে, এসমস্ত স্থাপনাগুলোতে প্রদানকৃত সরঞ্জাম (৯০%) ব্যবহারযোগ্য থাকলেও প্রকল্প বন্ধ হওয়ার কারণে বর্তমানে এগুলো আর কাঙ্খিত সেবা প্রদান (service delivery) করতে পারছে না। এ কারণে স্থাপিত এআইসিসিগুলোর আওতাভূক্ত কৃষকগণ তাদের চাহিদামাফিক তথ্যসেবা হতে বর্তমানে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রকল্পের কিছু সবল ও দুর্বল দিক রয়েছে। প্রকল্পের সবল (Strength) দিক ছিল প্রকল্প কর্মকর্তা, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ এবং জনগণের প্রতিনিধিদের সহযোগিতা, প্রকল্প প্রোগ্রাম সম্পর্কে সাধারণ কৃষক ও জনগনের চাহিদা, প্রয়োজনীয় আর্থিক বাজেট, সঠিক সময়ে তহবিল বরাদ্দ, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রকল্প কর্মী এবং মাঠ কর্মীদের মধ্যে সমঝোতামূলক সমন্বয় ও ঘনিষ্ঠ সংযোগ। প্রকল্পের দুর্বল দিক (Weakness) ছিল এআইসিসি প্রকল্পটির বেসলাইন স্টাডির (baseline study) অনুপস্থিতি ও চাহিদা নিরূপণ না করা, দুর্বল পরিবীক্ষণ/পর্যবেক্ষণ ও Sustainable Plan ছাড়াই প্রকল্পের কর্মকান্ড বন্ধ করে দেওয়া, জেলা বা আঞ্চলিক, এমনকি আইসিটি ল্যাবের স্থায়ী স্থাপনার ব্যাপারে দুর্বল পরিকল্পনা, মুদ্রিত এবং ইলেক্ট্রনিক উপকরণগুলির পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকা, গ্রামীণ পর্যায়ে দুর্বল গতিসম্পন্ন ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্যের অকার্যকর প্রবাহ ব্যবস্থা, আইসিটি ল্যাব কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ততা ও দুর্বল ব্যবস্থাপনা, আইসিটি

সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য কর্মীদের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব, ডিএই অফিসার ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের সমন্বয়ের অনুপস্থিতি, এআইসিসি কর্মীদের জন্য বেতন ভাতার সুযোগ না থাকা ও শুধুমাত্র স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এগুলো পরিচালনা, প্রকল্পে backstop সেবার ব্যবস্থা না থাকা, এআইসিসিগুলির বৈধ রেজিষ্ট্রেশন না থাকা ইত্যাদি। প্রকল্পের ঝুঁকি (Threat) ছিল সরবরাহকৃত সরঞ্জাম ও পণ্যগুলির দীর্ঘদিন অনিয়মিত ব্যবহারের কারণে বিদ্যমান ঝুঁকি, সরঞ্জাম এবং পণ্য অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণগত ঝুঁকি, সরঞ্জামগুলি অকার্যক্ষম হয়ে গেলে তা বদলানোর জন্য AICC তে কোন ব্যবস্থা না থাকা, পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ব্যবস্থা না থাকা, আইসিটি সরঞ্জামের ট্রাবল শুটিং এর অভাবে কর্মকান্ড থেমে থাকা, প্রকল্প বন্ধ করার পর প্রতিষ্ঠিত AICC এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের অভাবে প্রতিষ্ঠানগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি। প্রভাব সমীক্ষায় এগুলোর সবই সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৫০ টি উপজেলায় এআইসিসি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্য সেবা প্রদানের যে ব্যবস্থা চালু হয়েছিল তা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলেও, এসবের সাথে যুক্ত লোকজনের অভিজ্ঞতা ও তাদের আগ্রহ কাজে লাগিয়ে স্থাপিত আইসিটি ল্যাব ও এআইসিসিগুলোকে কিভাবে পুনরায় কার্যকরী করা যায় তার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এআইসিসিগুলোকে স্থানীয় কল সেন্টারে রুপান্তরিত করার জন্য এআইএস কেন্দ্রীয় কল সেন্টারের সাথে লিংক করা যেতে পারে। তবে এ কাজগুলো কৃষি মন্ত্রণালয় তথা ডিএই এর যৌথ উদ্যোগে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই করা সম্ভব। যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষক সংগঠন দ্বারা পরিচালিত AICC গুলোকে ডিএই এর মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সহায়তায় ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন বিভাগের বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটি পুনরায় চালু করার বাস্তবসম্মত ব্যবস্থাই AICC গুলোকে কার্যকর করে কৃষকদের কাঙ্খিত কৃষি ও কৃষি প্রযুক্তি সেবার মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন সম্ভব। এক্ষেত্রে AICC এর স্থান ও অপারেটরদের যথাযথ নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান জরুরী। তাহলেই কেবল AICC গুলোকে পুনরায় কার্যকর করা সম্ভব।

ভবিষ্যতে এ ধরনের নতুন প্রকল্প করার ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে সহযোগিতামূলক যৌথ উদ্যোগে প্রকল্প গ্রহইের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। নতুন প্রকল্প তৈরীর ক্ষেত্রে অবশ্যই সাসটেইনেবিলিটির (sustainability) কথ্য চিন্তা করে প্রকল্পের Base line, Sustainabile Plan, সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাবনা থাকার প্রযোজনীয়তা বিবেচনা করা জরুরী। বাংলাদেশের বৃহৎ কৃষক জনগোষ্ঠীর জন্য ১৫০টি এআইসিসি (AICC) যথেষ্ট নয়। একটি পরিপূর্ণ কৃষি তথ্যকেন্দ্র প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে হওয়া উচিৎ। এক্ষেত্রে DAE এর ইউনিয়ন অফিস যেখানে কৃষি উপসহকারী কর্মকর্তাগন বসেন, সেটি AICC-র জন্য উপযুক্ত কেন্দ্র বা স্থান হতে পারে। AIS ও DAE এর যৌথ উদ্যোগের কথাও ভাবা যেতে পারে। এ ধরনের আইসিটি ভিত্তিক কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি সেবার জন্য প্রকল্প দীর্ঘমেয়াদী (কমপক্ষে পাঁচ বছরের) হওয়া প্রয়োজন বলে বিশেষজ্ঞ দল মনে করেন ।

তথ্যকেন্দ্র একটি সুনির্দিষ্ঠ কাঠামো (standard design) অনুযায়ী হতে পারে যাতে এর সেবা ও অবস্থান সব সেবা গ্রহীতার কাছে দৃশ্যমান হয়। প্রত্যন্ত গ্রামে অস্বাস্থ্যকর এবং অব্যবস্থাপনায় এধরণের সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ নয়। একটি এআইসিসিগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষি প্রযুক্তি লিফলেট, ফোল্ডার, পোস্টার ইত্যাদি রুচিসম্মতভাবে সাজিয়ে রাখা উচিৎ। তথ্যকেন্দ্রের অপারেটর প্রশিক্ষিত ও আইসিটি এবং কৃষি বিষয়ে মৌলিক জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা কৃষকের কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে সঠিক সেবা দিতে পারে। কৃষি প্রযুক্তি, কৃষি বিশেষজ্ঞের নাম ও মোবাইল নং, পন্য সরবরাহকারীদের যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল নং ইত্যাদি তথ্যসম্বলিত গাইডলাইন/ম্যানুয়াল প্রত্যেকটি এআইসিসির জন্য সরাবরাহ করা উচিৎ। কেন্দ্রীয় নলেজব্যাংক ওয়েব পোর্টাল (online agriculture information bank/hub) তৈরী করা ও তা আইসিটি ল্যাব ও এআইসিসির সাথে লিংক করা ও এর ব্যবহার সম্পর্কে এআইসিসি অপারেটরকে প্রশিক্ষণ দেয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল বলে পরামর্শক দল মনে করেন। SAAO দের জন্যও এ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় নলেজব্যাংক ওয়েব পোর্টাল কমপক্ষে ১০ বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশন কওে প্রকল্প সমাপ্তির পর AIS-ICT Cell এর হাতে এর ব্যবস্থাপনার দায়ীত্ব অর্পন করা দেয়া যেতে পারতো বলে পরামর্শক দল মনে করেন।

অধ্যায় ১: প্রকল্পের বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশ সম্প্রতি খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন করলেও খাদ্য উৎপাদন ও কৃষি উন্নয়নে বহুবিধ সমস্যা বিরাজমান রয়েছে। এসব সমস্যা মোকাবেলা করে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে কৃষিকে আধুনিকায়নের পথে এগিয়ে নিতে হবে। কৃষকের দোরগোড়াঁয় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কোন বিকল্প নেই। তাই বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার দেশের সকল স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। সরকারের ভিশন ২০২১ কে বাস্তরায়ন করতে হলে টেকসই ও লাগসই আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিরক্ষরতা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সর্ম্পকে কৃষকের স্বল্প জ্ঞান আমাদের কৃষি উন্নয়নের অন্তরায়। আমাদের কৃষিকে ঢেলে সাজাতে হলে ও খাদ্য নিরাপত্তাকে ধরে রাখতে হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। কেননা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারে কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব।

তাই কৃষি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ধরে রেখে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে হলে শহর নগর হতে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষি প্রযুক্তি পৌঁছানোর প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীতে (২০২১) বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করতে হলে কৃষি ও কৃষককে ডিজিটাল প্রযুক্তির আওতায় আনতে হবে। তাই বর্তমান সরকার কৃষকের দোরগোড়াঁয় কৃষি তথ্য পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ডিজিটাল এক্সটেনসন কর্মসূচির আওতায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৭৫টি কৃষক সংগঠনকে "কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র" এ (এআইসিসি) রূপান্তরিত করেছে। এ সব কেন্দ্র কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন পূর্ব হতে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল পর্যায়ের তথ্য সেবা, নতুন নতুন টেকসই ও লাগসই প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করছে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করছে যা খাদ্য নিরাপত্তাকে ধরে রাখতে সহায়তা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় এআইসিসি এর মাধ্যমে ডিজিটাল এক্সটেনসন কর্মসূচির সফলতাকে দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সরকার কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক "কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৩৪টি জেলার ১৫০টি উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১৫০টি এআইসিসি স্থাপন করা হয়েছে।

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্যসমূহ:

- চাহিদাভিত্তিক, সময়োপযোগী কৃষি ও কৃষি ব্যবসা বিষয়ক তথ্যে (উৎপাদন, সুরক্ষা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, আবহাওয়া) কৃষকদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;
- সম্প্রসারণ, গণমাধ্যম ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম জোরদার করে দারিদ্র বিমোচন, আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:

- দেশের বাছাইকৃত এলাকায় 'ই-কৃষি' সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৫০টি আইসিটিভিত্তিক কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন যা পরিচালনা করবে এআইএস;
- কৃষকের কথা বলার সুযোগ নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন দল/ক্লাব (আইপিএম, সিআইজি ক্লাব, এফএফএস, খাদ্য নিরাপত্তা দল) কৃষকের নিজের সংগঠনে পরিণত করা;
- অধিকতর উৎপাদন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দক্ষতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে কৃষকের সামর্থ্য বৃদ্ধি;
- প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং আইসিটির মাধ্যমে কৃষি তথ্য ছড়িয়ে দেয়ার কাজ জোরদার, নিবিড় ও আধুনিকায়ন নিশ্চিত করা;
- জেলা পর্যায়ে দশটি অফিস স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকদের গুণমানসম্পন্ন সেবা দানের কাজ জোরদার করা;
- সম্প্রসারণ কর্মী, মিডিয়া কর্মী, বিজ্ঞানী এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা।

১.৩ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

'কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি তথ্য সার্ভিস (AIS) বাস্তবায়ন করে (জানুয়ারি ২০১২-জুন ২০১৫)। কৃষকের দোরগোঁড়ায় কৃষি তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রকল্পটি তৃণমূল পর্যায়ে কৃষকদের দ্বারা পরিচালিত ১৫০টি আইসিটিভিত্তিক তথ্যসেবা কেন্দ্র (এআইসিসি) প্রতিষ্ঠা করেছে। ১০টি কৃষি অঞ্চলে যাবতীয় আইসিটি উপকরণসহ ১০টি আইসিটি ল্যাবও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকালসহ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

(১) প্রকল্পের নাম	'কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প'	
(২) মন্ত্রণালয়	কৃষি মন্ত্রণালয়	
(৩) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)	
(৪) প্রকল্প এলাকা	জেলা: ৩৪	উপজেলা: ১৫০টি
(৫) প্রকল্পের বাজেট (লাখ টাকায়)	**মূল অনুমোদিত ব্যয়**	**সংশোধিত ব্যয়**
ক) মোট	১৮৮০.১২	১৮৮০.১২
খ) টাকা (জিওবি)	১৮৮০.১২	১৮৮০.১২
(৬) প্রকল্পের মেয়াদকাল	**প্রকল্প শুরুর তারিখ**	**প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ**
ক) মূল অনুমোদিত মেয়াদ	জানুয়ারি ২০১২	জুন ২০১৪
খ) সংশোধিত মেয়াদ	জানুয়ারি ২০১২	জুন ২০১৫
খ) চূড়ান্ত মেয়াদ	জানুয়ারি ২০১২	জুন ২০১৫
(৭) অর্থায়নে	বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)	

তথ্যসুত্র: আরডিপিপি

১.৪ প্রধান প্রধান কার্যক্রম

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ:

- ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, চট্রগাম, রাঙামাটি, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা এবং বরিশালে ১০টি আইসিটি (ICT) ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা;
- ঢাকা, গোপালগঞ্জ, শেরপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, মৌলভীবাজার, চাঁদপুর, কক্সবাজার এবং বান্দরবনে ১০টি আঞ্চলিক কৃষি তথ্য কেন্দ্র (AIS) প্রতিষ্ঠা করা;
- ৩৪টি জেলায় এবং ১৫০টি উপজেলায় কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (AICC) প্রতিষ্ঠা করা;
- ২৩টি মোটরবাইক ও ১০টি ছোট রিপোর্টিং ভ্যান, ১টি মোবাইল সিনেমা ভ্যান এবং একটি ডাবল কেবিন পিক-আপ ভ্যান ক্রয় করা;
- একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল কৃষি নলেজ ব্যাংক এবং ১০টি ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;
- আইসিটি ইন এগ্রিকালচালচার (১৩টি ব্যাচ), ইনকাম জেনারেশন থ্রু ই-এগ্রিকালচার (৪টি ব্যাচ), ই-কৃষি ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (৪টি ব্যাচ) এবং আইসিটি ফর সাসটেইনেবল এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (৪টি ব্যাচ) প্রশিক্ষণ দেয়া ।

১.৫ প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

১.৫.১ প্রকল্প বাস্তবান সময়কাল এবং ব্যয়

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় **১৮৮০.১২ লক্ষ** টাকা। প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী পুরো প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন অর্থ বছরে (২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত) প্রকল্পের অনুকূলে **১৮২০.০০ লক্ষ** টাকা বরাদ্দ ও ছাড় করা হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত মোট খরচকৃত অর্থের পরিমাণ ১৮১৪.৬৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তি (জুন ২০১৫) পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭১%। পিসিআর অনুযায়ী ফিজিক্যাল অগ্রগতি শতভাগ (১০০%) করা হয়েছে। কম্পোনেন্ট অনুযায়ী আরডিপির আন্ত:খাত সমন্বয়কৃত খাতসমূহের ব্যয় বিভাজন ও অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো:

সারণী ১: প্রকল্প বাস্তবায়নকাল এবং ব্যয় (ডিপিপি এবং আরডিপিপি অনুযায়ী)

অনুমোদিত সময়সূচি			অনুমোদিত অর্থ বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)			বর্ধিত সময় (%)	বর্ধিত অর্থ (%)
মূল	সংশোধিত	প্রকৃত	মূল	সংশোধিত	অবমুক্ত		
১.১.২০১২ থেকে ৩০.৬.২০১৪	১.১.২০১২ থেকে ৩০.৬.২০১৫	১.১.২০১২ থেকে ৩০.৬.২০১৫	১৮৮০.১২	১৮২০.০০	১৮২০.০০	১২ মাস	বরাদ্দ বা খরচ বর্ধিত হয় নাই বরং খরচ কমেছে ৩.৪৮%

তথ্যসূত্র: পিসিআর, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরইবাংলা নগর, ঢাকা

১.৫.২ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়

সারণী-২ এ এডিপি অনুযায়ী প্রকল্পের তহবিল বরাদ্দ ও ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। চিত্র ১ এ প্রকল্পের প্রকৃত বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় দেখানো হয়েছে। প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় **১৮৮০.১২ লক্ষ** টাকা। প্রকল্পের সংশোধিত প্রস্তাবনা অনুযায়ী পুরো প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন অর্থ বছরে (২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত) প্রকল্পের অনুকূলে **১৮২০.০০ লক্ষ** টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত মোট প্রকৃত খরচের পরিমাণ ১৮১৪.৬৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তি (জুন ২০১৫) পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭১%। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী ভৌত অগ্রগতি শতভাগ (১০০%) করা হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থ সরকারের তহবিলে ফেরত দেয়া হয়েছে বলে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে।

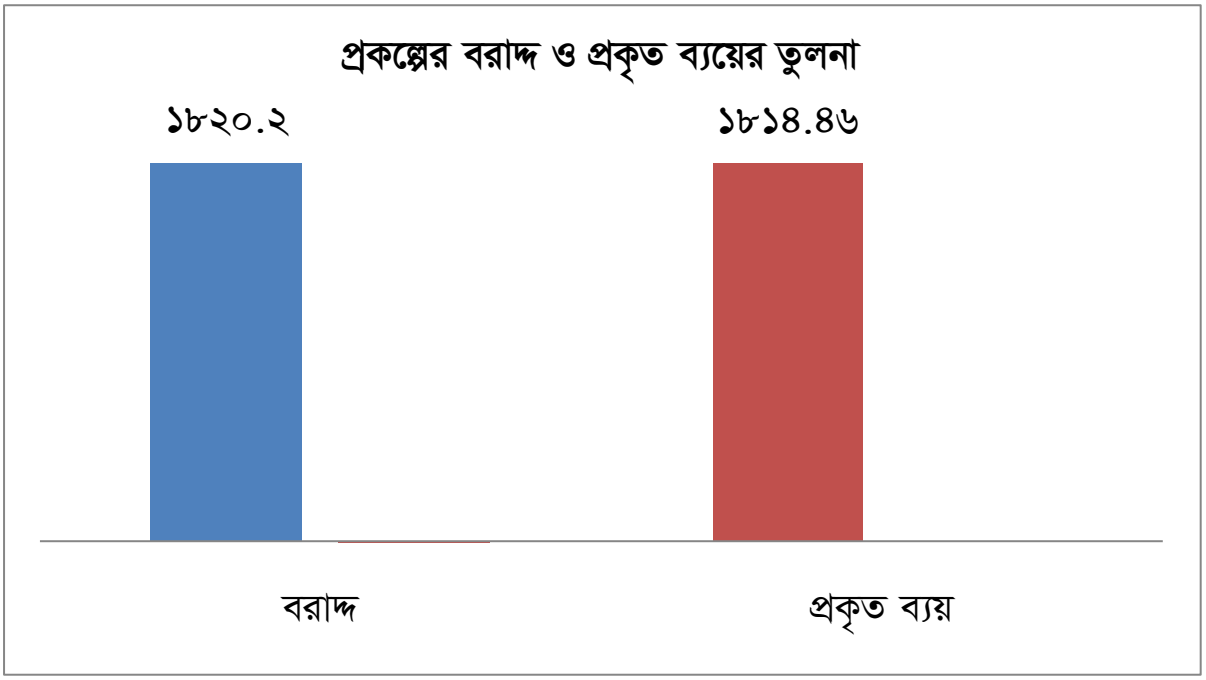

চিত্র ১: প্রকল্পের বরাদ্দ ও প্রকৃত অগ্রগতি

সারণী ২: সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ এবং অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	অর্থ বরাদ্দ এবং অগ্রগতি			প্রকৃত ব্যয়		
	মোট	টাকা	ছাড়কৃত অর্থ	মোট	জিওবি	অগ্রগতি (%)
২০১২-১৩	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৯৬.২৪	৪৯৬.২৪	৯৯.২৫
২০১৩-১৪	৮৫০.০০	৮৫০.০০	৮৫০.০০	৮৪৯.১১	৮৪৯.১১	৯৯.৯০
২০১৪-১৫	৪৭০.০০	৪৭০.০০	৪৭০.০০	৪৬৯.৩১	৪৬৯.৩১	৯৯.৮৫
মোট	**১৮২০.০০**	**১৮২০.২০**	**১৮২০.০০**	**১৮১৪.৬৬**	**১৮১৪.৬৬**	**৯৯.৭১**

তথ্যসূত্র: পিসিআর, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরইবাংলা নগর, ঢাকা

১.৫.৩ প্রকল্পের প্রধান আউটপুট

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি নিম্নের সারণী ৩-এ উপস্থাপিত হল।

সারণী ৩: প্রকল্পের আরডিপি অনুযায়ী প্রধান প্রধান আউটপুট

আউটপুট আইটেম	লক্ষমাত্রা (সংখ্যা/LS)	অগ্রগতি (সংখ্যা/LS)
১. উপজেলা পর্যায়ে এআইসিসি প্রতিষ্ঠা	১৫০	১৫০
২. আঞ্চলিক পর্যায়ে আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা	১০	১০
৩. ডিজিটাল নলেজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা	১	১
৪. আঞ্চলিক ডিজিটাল ইনফরমেশন ব্যাংক	১০	১০
৫. বিভিন্ন মুদ্রণ উপকরণ	LS	LS
৬. প্রশিক্ষণ (ব্যাচ)	২৫	২৫
৭. কর্মশালা/সেমিনার	১০	১০
৮. এআইএস এর কার্যপরিধি জেলা পর্যায়ে বাড়ানো	১০	১০
৯. মোবাইল সিনেমা ভ্যান	১	১

তথ্যসূত্র: পিসিআর, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরইবাংলা নগর, ঢাকা

১.৫.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন

'কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১২ সাল থেকে জুন ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। পিসিআর ও আইএমইডি-র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী যে সমস্ত কার্যাদি সম্পাদিত হয়েছে তা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
১. দেশের বাছাইকৃত এলাকায় 'ই-কৃষি' সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৫০টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন যা পরিচালনা করবে এআইএস।	কৃষকের দোরগোঁড়ায় কৃষি তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য ৩৪টি জেলায় প্রকল্পটি তৃণমূল পর্যায়ে কৃষকদের দ্বারা পরিচালিত ১৫০টি আইসিটিভিত্তিক তথ্যসেবা কেন্দ্র (এআইসিসি) প্রতিষ্ঠা করেছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে কৃষি পরামর্শ গ্রহীতাদের অনলাইনে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে প্রান্তিক জনগণের মাঝে তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকরা সব জায়গা থেকে নতুন উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তির তথ্য ছাপানো এবং ডিজিটাল আকারে পাচ্ছে।
২. কৃষকের কথা বলার সুযোগ নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন দল/ক্লাব (আইপিএম, সিআইজি ক্লাব, এফএফএস, খাদ্য নিরাপত্তা দল এবং	১০০টি IPM ক্লাব, ১০টি ICM ক্লাব, ২০টি CIG ক্লাবের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ICT সামগ্রী, যেমন -

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
অন্যান্য) কৃষকের নিজের সংগঠনে পরিণত করা।	কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, মডেম, আইপিএস, ক্যামেরা, প্রজেক্টর, স্ক্যানার, জেনারেটর, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। এটি এখন কৃষকের প্রতিষ্ঠান। এখানে কৃষকগণ প্রশিক্ষণ, মিটিং এবং দলগত আলোচনা করতে পারে।
৩. প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং আইসিটির মাধ্যমে কৃষি তথ্য ছড়িয়ে দেয়ার কাজ জোরদার, নিবিড় ও আধুনিকায়ন নিশ্চিত করা।	কৃষি তথ্য সেবার প্রয়োজন মিটানোর জন্য ১০টি আঞ্চলিক তথ্য ভান্ডার, ১৮টি ভিডিও ডকুমেন্টারী, সেই সাথে বিভিন্ন ধরণের ছাপানো তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। হাতে-কলমে শিক্ষার উপকরণ ধারণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং তা ব্যবহার করে ২৫টি ব্যাচে ৭৫০ জন এআইসিসি এবং আইসিটি ল্যাবের অপারেটরকে হাতে-কলমে তিন দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও আইসিটি ল্যাব ও এআইসিসি হতে প্রায় ৪৫ হাজার কৃষক পরোক্ষভাবে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন মর্মে তথ্য প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে যন্ত্রপাতিসজ্জিত ১টি মোবাইল ভ্যান, ১০টি রিপোর্টিং ভ্যান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে।
৪. জেলা পর্যায়ে দশটি অফিস স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকদের গুণমানসম্পন্ন সেবা দানের কাজ জোরদার করা।	কৃষি ও আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং আইসিটির মাধ্যমে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রচার আরো বিস্তারলাভ ঘটানোর জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত ১০টি আঞ্চলিক অফিসে (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, চট্রগাম, রাঙামাটি, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা এবং বরিশালে) ১০টি আইসিটি (ICT) ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
৫. সম্প্রসারণ কর্মী, মিডিয়া কর্মী, বিজ্ঞানী এবং কৃষকদের কর্মশালার আয়োজন করা।	বিভিন্ন ধরণের সভা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে যেখানে মিডিয়া ব্যক্তিবর্গ, বিজ্ঞানী, ডিজিটাল বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন।
৬. অধিকতর উৎপাদন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দক্ষতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে কৃষকের সামর্থ্য বৃদ্ধি।	ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে কৃষকরা প্রতিনিয়ত সমস্যার দ্রুত সমাধান পাচ্ছে। প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ জন কৃষক তথ্য কেন্দ্রে আসছে এবং তারা প্রয়োজনীয় সেবাসহ ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ করছে। মোটকথা ডিজিটাল তথ্যসেবার মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে বেশ ভূমিকা রাখছে।

তথ্যসূত্র: পিসিআর, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরইবাংলা নগর, ঢাকা

১.৫.৫ প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন ও অগ্রগতি

১ম সংশোধিত ডিপিপির আন্ত:খাত সমন্বয় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যয় বিভাজন ও অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেখানো হল।

সারণী ৪: কম্পোনেন্ট অনুযায়ী লক্ষ্য ও অগ্রগতি (অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী):

কোডের নাম	অংগভিত্তিক বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা (আরডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি	
		ভৌত	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত	আর্থিক (লক্ষ টাকা)
১		৩	৪	৫	৬
(ক) রাজস্ব					
৪৫০০	কর্মকর্তাদের বেতন	২০ জন	৬৫.৫৮	২০ জন	৫৭.১৭
৪৬০০	কর্মচারীদের বেতন	৩২ জন	৭২.২১	৩২ জন	**৭১.৮২**
৪৭০০	ভাতাদি	৫২ জন	৮২.২৩	৫২ জন	৭৭.৬৯
	বেতন এবং ভাতা		**২২০.০২**		**২০৬.৬৮**
৪৮০০	**সরবরাহ ও সেবা**				
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৩৮.০০	থোক	৩৮.০০
৪৮০৬	অফিসভাড়া	থোক	৪০.০০	থোক	৩৪.০৪
৪৮১৬	টেলিফোন বিল	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০
৪৮১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স বিল	থোক	৪২.২০	থোক	৩৪.৬০
৪৮১৮	রেজিস্ট্রেশন ফি (যানবাহন)	থোক	৭.৬০	থোক	৭.৫৬
৪৮২১	বিদ্যুৎবিল	থোক	৫.০০	থোক	১.১৮
৪৮২৩	পেট্রোল, লুব্রিকেন্ট এবং সিএনজি	থোক	৪০.০০	থোক	৪০.০০
৪৮২৪	ইন্সুরেন্স/ব্যাংকচার্জ	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০
৪৮২৮	স্টেশনারী, সীল, স্ট্যাম্প ইত্যাদি	থোক	৪.০০	থোক	৪.০০
৪৮৩২	প্রোডাকশন অফ ভিডিও ম্যাটেরিয়ালস	থোক	৭৫.০০	থোক	৭৪.৮৬
৪৮৩৩	প্রচার, বিজ্ঞাপন ও কৃষি প্রযুক্তি মেলা	থোক	৭৪.০০	থোক	৭৩.৪৬
৪৮৩৫	প্রকাশনা	থোক	২৫.০০	থোক	২৪.৯৯
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ	২৫ ব্যাচ	৩২.৪০	২৫ ব্যাচ	৩২.৩০
৪৮৪২	সেমিনার ও ওয়ার্কশপ	১২ ব্যাচ	১২.৪৮	১২ ব্যাচ	১২.৪৮
৪৮৮৩	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০
৪৮৯৯	অন্যান্য	থোক	১৮.০০	থোক	১৮.০০
	সরবরাহ ও সেবা		**৪৩০.৬৮**		**৪১৩.১০**
৪৯০০	মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষন	থোক	১২.০০	থোক	১২.০০
মোট রাজস্ব কম্পোনেন্ট (ক)			**৬৬২.৭০**		**৬৩১.৭৮**
(খ) মূলধন					
(১) মেশিনারী এবং যন্ত্রপাতি					
৬৮১২	ডিজিটাল স্টীল ক্যামেরা	১৬২টি	২৪.৩০	১৬২টি	২৩.৭৫
৬৮১২	ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরা	১টি	১.০	১টি	১.০০
৬৮১২	ডিজিটাল এইচডিডি হ্যান্ডি ক্যামেরা	১১টি	৩.৮৫	১১টি	৩.৮৫
৬৮১২	ভিডিও ক্যামেরা (প্রফেশনাল এইচডি উইথ এক্সেসরিজ)	৩টি	২৪.০০	৩টি	২৪.০০
৬৮১৩	সাউন্ড সিস্টেম	**১৭১টি**	**৪৪.৩০**	**১৭১টি**	**৪৩.৫৪**
৬৮১৩	ল্যামিনেটিং মেশিন	১৫০টি	১২.০০	১৫০টি	১২.০০
৬৮১৩	ফটোকপিয়ার	১২টি	১২.০০	১২টি	১১.২৯
৬৮১৩	স্ক্রীনসহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১৭১টি	১০৭.৭০	১৭১টি	১০৫.৫৭
৬৮১৩	স্পাইরাল মেশিন	১৫০টি	১২.০০	১৫০টি	১২.০০
৬৮১৩	ডিজিটাল ফটোফ্রেম	২টি	০.৫০	২টি	০.০০
৬৮১৩	ডিভিক্যাম ক্যাসেট ১৮৪ মি.	৫০টি	১.৭৫	৫০টি	১.৭৫

কোডের নাম	অংগভিত্তিক বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা (আরডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি	
		ভৌত	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত	আর্থিক (লক্ষ টাকা)
১		৩	৪	৫	৬
৬৮১৩	মিনি ডিভিক্যামক্যাসেট ৬০মি.	৩০০টি	০.৫০	৩০০টি	০.৫০
৬৮১৩	সলভেন্ট মেশিন	১টি	৩৫.০০	১টি	৩২.৭০
৬৮১৩	অন্যান্য যন্ত্রপাতিসমূহ	থোক	১৬.০০	থোক	১৬.০০
৬৮১৫	সিডি	১০০০টি	১.০০	১০০০টি	০.৯০
৬৮১৫	ডিভিডি	২০০০টি	২.০০	২০০০টি	২.০০
৬৮১৫	ডেস্কটপ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	৪১৫টি	২২৮.২৫	৪১৫টি	২২৮.২৫
৬৮১৫	ল্যাপটপ	১৭৫টি	৮৭.৫০	১৭৫টি	৮৭.৫০
৬৮১৫	স্ক্যানার	১৭১	১৩.৬৮	১৭১টি	১১.৬৮
৬৮১৫	মডেম উইথ কানেকটিভিটি	১৭৩টি	৫.১৯	১৭৩টি	৪.২৭
৬৮১৫	প্রিন্টার (কালার)	১৫১টি	৩০.৪০	১৫১টি	৩০.৪০
৬৮১৫	প্রিন্টার (ব্ল্যাক)	২৩টি	৪.১৪	২৩টি	৩.৮০
৬৮১৫	ওয়েব ক্যামেরা	২১২টি	৬.৩৬	২১২টি	৫.৪৩
৬৮১৫	প্লটার মেশিন (লার্জ ফরমেট)	১টি	১৬.৮০	১টি	১৬.৪০
৬৮১৫	নেটওয়ার্কিং রাউটার	১০টি	৭.৫০	১০টি	৩.৩৭
৬৮১৫	ডিভিডি মাল্টিকপিয়ার	১টি	১.০০	১টি	১.০০
৬৮১৫	সেন্ট্রাল ডিজিটাল এগ্রি নলেজ ব্যাংক	১টি	১০.০০	১টি	৭.০৪
৬৮১৫	ডিজিটাল এগ্রি ইনফরমেশন ব্যাংক	১০টি	৩৫.০০	১০টি	৩২.৭৬
৬৮২৩	ফ্যাক্স মেশিন	১১টি	১.৬৫	১১টি	১.৬৫
৬৮২৩	টেলিফোন	১৩টি	০.৬৫	১৩টি	০.১৫
৬৮২৩	মোবাইল ফোন	১৫০টি	১২.০০	১৫০টি	১১.৯৫
৬৮২৭	ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্ট/এক্সেসরিজ	থোক	১৬.০০	থোক	১৬.০০
৬৮২৭	জেনারেটর	১৭০টি	৬৮.০০	১৭০টি	৬৭.৫৮
৬৮২৭	এলসিডি প্রজেকশন টিভি	২টি	৫.০০	২টি	৫.০০
৬৮২৭	অনলাইন আইপিএস	১১টি	১১.০০	১১টি	৭.৭৩
৬৮২৭	আইপিএস	১১টি	৬.৬০	১১টি	৫.৫৮
৬৮২৭	এয়ারকুলার	২২টি	২২.০০	২২টি	১৭.৫৩
মেশিনারিএবংযন্ত্রপাতি উপ-মোট			**৮৮৬.৬২**		**৮৫৫.৯২**
(২) যানবাহন					
৬৮০৭	মোবাইল সিনেমা ভ্যান	১টি	৪৫.০০	১টি	৪৫.০০
৬৮০৭	মোটরসাইকেল	২৩টি	৩৬.৮০	২৩টি	৩৬.৮০
৬৮০৭	রিপোর্টিং স্মল ভ্যান	১০টি	১৫০.০০	১০টি	১৫০.০০
৬৮০৭	ডাবল কেবিন পিকআপ	১টি	৫০.০০	১টি	৫০.০০
৬৮২১	অফিস আসবাবপত্র এবং অন্যান্য	থোক	৫০.০০	থোক	৫০.০০
মোট মূলধন কম্পোনেনট (খ)			**১২১৮.৪২**		**১১৮২.৮৮**
সর্বমোট মোট (রাজস্ব + মূলধন)			**১৮৮০.১২**		**১৮১৪.৬৬**

তথ্যসূত্র: আরডিপি

১.৫.৬ প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ

উপরিল্লিখিত সারণী অনুযায়ী প্রকল্পের অনুমোদিত কম্পোনেন্ট ও খাত ভিত্তিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনুমোদিত খাত ভিত্তিক ব্যয় (অগ্রগতি) প্রকল্পের অনুমোদিত লক্ষ্য অনুযায়ী সমঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপিতে প্রকল্প ব্যয় মোট ১২১৮.৪২ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত অগ্রগতি (ব্যয়) হয়েছে ১১৮২.৮৮ লক্ষ টাকা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কম্পোনেন্ট ও খাত ভিত্তিক সর্বমোট ১৮৮০.১২ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত অগ্রগতি (ব্যয়) হয়েছে ১৮১৪.৬৬ লক্ষ টাকা (৯৭%), যা প্রকৃত অর্থের চেয়ে ৬৫.৪৬ লক্ষ (৩%) কম।

অধ্যায় ২: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্যপদ্ধতি

২.১ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি

চলতি অর্থবছরে (২০১৭-১৮) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালনা করার কার্যক্রম গ্রহণ করে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)-কর্তৃক বাস্তবায়িত **'কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি** তন্মধ্যে একটি। এ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা বাস্তবায়ন করার জন্য ক্রিয়েটিভ কনসালট্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (CCIL)-কে যথাযথ প্রক্রিয়ায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়। চূড়ান্ত নির্বাচনের পর গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে আইএমইডির পক্ষে মহাপরিচালক মূল্যায়ন সেক্টর-৪ এবং ক্রিয়েটিভ কনসালট্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী (ToR) মেনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের কাজ শেষ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।

নিম্নে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যপরিধি (TOR) উল্লেখ করা হলো:

- প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, বছরভিত্তিক বরাদ্দ, বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়সহ প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য) পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের সার্বিক এবং বিস্তারিত অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজে (পণ্য, নির্মাণ কাজ ও সেবা) যেসব ক্রয়কাজ করা হয়েছে (দরপত্র ডাকা, মূল্যায়ন করা, অনুমোদন প্রক্রিয়া) সেগুলোতে যথাযথ ক্রয় বিধিমালা ও নির্দেশনা (পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা দেখা;
- প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পন্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TORগুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা এবং অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলী যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্প পরিচালকের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন সভা আহ্বান ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তৎপরতা, প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মকাল ইত্যাদি তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের তথ্য, যেমন প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধিত (যদি থাকে), অর্থ ছাড়করণ ও পরিশোধ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

- প্রকল্পের অধীনে নির্মিত/মেরামত পরিকাঠামোগত সুবিধাগুলোর স্থায়িত্বের বিষয়ে পরামর্শ দেয়া;
- প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি(SWOT) বিশ্লেষণ এবং দুর্বলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;
- গবেষণা ফলাফল ভিত্তিতে সামগ্রিক পর্যালোচনা; এবং
- গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।

২.২ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষারউদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যানের প্রধান উদ্দেশ্যঃ

- প্রকল্পের প্রস্তাবনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। সেইসাথে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজে সম্পাদিত ক্রয়কাজ যথাযথ ক্রয় বিধিমালা ও নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;
- সমীক্ষার নমুনায়িত এলাকায় স্থাপিত কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র ও আইসিটি ল্যাব এর ক্রিয়াশীলতা কি পর্যায়ে আছে এবং ডিজিটাল তথ্যপ্রবাহ কতটা জোরদার হয়েছে তা যাচাই ও পর্যালোচনা করা; এবং
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অভীষ্ট কৃষকের উৎপাদনশীলতা, অর্থনৈতিক এবং জীবনযাত্রার মানের কি পরিবর্তন হয়েছে তা যাচাই করা।

প্রভাব মূল্যায়নের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

- প্রকল্পের প্রস্তাবনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজে (পণ্য, নির্মাণ কাজ ও সেবা) যেসব ক্রয়কাজ করা হয়েছে (দরপত্র ডাকা, মূল্যায়ন করা, অনুমোদন প্রক্রিয়া) সেগুলোতে যথাযথ ক্রয় বিধিমালা ও নির্দেশনা (পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;
- এআইসিসিগুলোতে আধুনিক কৃষি তথ্য উপকরণ ও সেবার প্রাসঙ্গিকতা ও ব্যবহারযোগ্যতা যাচাই করা;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের মাঝে উৎসাহব্যঞ্জকরূপে ‘ই-কৃষি’ বিস্তার হয়েছে বা হচ্ছে কিনা তা দেখা;
- এআইসিসির মাধ্যমে চাহিদাভিত্তিক সময়োপযোগী কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট তথ্য (ফসল উৎপাদন, সুরক্ষা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, আবহাওয়ার সতর্ক বার্তা, ইত্যাদির আধুনিক প্রযুক্তি) পাওয়ার ক্ষেত্রে কৃষকের সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা তা নিরূপন করা;
- প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকের ক্ষমতায়ন ও সুয়োগ সৃষ্টির ফলে কৃষক কেমন সুফল পাচ্ছে তা পর্যালোচনা করা;
- এআইসিসি ‘ই-কৃষি’র মাধ্যমে কৃষকের দোরগোঁড়ায় মানসম্পন্ন সেবা পৌঁছে দেওয়ার ফলে কি মাত্রায় কৃষকের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, ফসলহানি হ্রাস, বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তার জীবনমান উন্নত হয়েছে তা খতিয়ে দেখা;

- প্রকল্প প্রস্তাবনায় ধারণাগত দিক ও গ্রহণযোগ্য নকশার আলোকে প্রকল্পের সবল, দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত করা;
- এআইসিসির মাধ্যমে পরিচালিত 'ই-কৃষি' কার্যক্রম ও সেবা প্রদান অধিকতর দক্ষ ও টেকসই করতে এবং অনুরূপ নতুন প্রকল্প তৈরির জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।

২.৩ সমীক্ষার প্রভাব মূল্যায়ন

২.৩.১ প্রভাব মূল্যায়ন পদ্ধতি

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, ইনপুট-আউটপুট, আউটকাম, ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাপ্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন/নথিপত্র, যেমন- ডিপিপি, পিসিআর, ইত্যাদি বিশ্লেষন করা হয়। উপরন্তু, প্রকল্প আওতায় স্থাপিত স্থাপনা সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য সমীক্ষা দল নির্বাচিত প্রকল্প এলাকা (যেমন- গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলা) পরিদর্শন করেন। এ কাজগুলো ধারণাসংগত সমীক্ষা কাঠামো পরিচালিত করতে এবং সমীক্ষার যথাযথ নকশা এবং সমীক্ষায় প্রভাব মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ ও সমীক্ষা উপকরণ তৈরী (প্রশ্নপত্র, চেকলিস্ট ইত্যাদি), বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রনয়ণে ভূমিকা রাখে।

আলোচ্য প্রভাব মূল্যায়ণ সমীক্ষায় প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী কৃষক (project beneficiaries) এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার কৃষকেরা (non beneficiaries) অন্তর্ভূক্ত ছিল। সমীক্ষায় প্রাক-প্রকল্প ও প্রকল্পোত্তর অবস্থার তুলনামূলক দ্বৈত পার্থক্য (double difference methodology) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তুলনাতে প্রকল্প এলাকা এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকার একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে।

একটি প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য নির্বাচিত সূচকগুলোর তুলনীয় ভেরিয়েবলের মানগুলোর মধ্যে তুলনা করা হয়, অর্থাৎ প্রাক প্রকল্পের অবস্থায় বেসলাইন তথ্যের মানের সাথে সাধারণত: প্রকল্পোত্তর অবস্থার সংগৃহীত একই ধরনের তথ্যের মানের তুলনা করে প্রভাবের ফলাফল খুঁজে বের করা হয়। প্রকল্পের যেহেতু কোন বেসলাইন তথ্য ছিল না, তাই আমরা প্রকল্পের প্রাক-প্রকল্প পরিস্থিতি উত্তরদাতার স্মরণক্ষমতার উপর নির্ভরশীল (recall basis) হয়ে তথ্য সংগ্রহের পথ বেছে নিয়েছি। বেসলাইন তথ্যের অনুপস্থিতিতে এটি আমাদের নিকট সর্বোত্তম সম্ভাব্য বিকল্পগুলোর একটি বলে মনে হয়েছে। রিকল (recall) পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের সীমাবদ্ধতার বিষয়ে চিন্তা করে **পরিমাণগত** ও **গুণগত উভয় প্রকার** তথ্য সংগ্রহের উপর জোর দেয়া হয়েছে। এজন্য সম্পূরক/পরিপূরক হিসেবে কী-ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ, দলগত আলোচনা (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন) ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

২.৩.২ বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা

নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পরিস্থিতি আলোচনা এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে। পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয়সংক্রান্ত প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

২.৩.৩ সমীক্ষার নির্বাচিত নির্দেশকসমূহ (indicators)

প্রধান সূচক দুটি ভাগে বিভক্ত: ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন সফলতা এবং খ) প্রকল্পের উদ্দ্যেশ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের প্রভাব নির্দেশক ।

(ক) **প্রকল্প কর্মক্ষমতা নির্দেশক:**

১. প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ফলাফল (Outcome) নির্দেশক:

- বর্তমানে AICC এবং আইসিটি ল্যাবগুলোর মধ্যে সন্তোষজনক বা খারাপ পর্যায়ে কাজ করছে তার শতকরা (%) হার
- AICC এর তথ্যসেবা গ্রহণকারী (কৃষকদের) শতকরা (%) হার
- AICC হতে কৃষি এবং কৃষি ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্যে সহজে প্রবেশাধিকার পান এমন কৃষকের শতকরা (%) হার;
- AICCথেকে নিয়মিত বিভিন্ন প্রকার তথ্য সেবা গ্রহণকারী কৃষকের শতকরা (%) হার
- AICC থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের শতকরা (%) হার
- AICC এর তথ্য পরিষেবা প্রদানের সক্ষমতা আছে (প্রশিক্ষিত) বলে মনে করেন এমন উত্তরদাতাদের (কৃষক) (%) হার;
- AICC দ্বারা লব্ধ তথ্য প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিক মনে করেন এমন উত্তরদাতাদের (কৃষক) (%) হার;
- মুদ্রণ, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করে AICC দ্বারা সরবরাহকৃত তথ্যে কৃষক সন্তুষ্ট এমন কৃষকের (%) হার;
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান পেয়েছেন এমন কৃষকের (%) হার;
- এআইসিসি হতে কৃষকরা বর্তমানে সেবা পাচ্ছে বা পাচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;
- AICC ও ICT ল্যাব ও জেলা অফিসের মাধ্যমে বর্তমানে সেবা প্রদান করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা;
- AICC ও ICT ল্যাব এর ভৌত/অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাদি যেমন AICC এর অফিস কক্ষ, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ক্যামেরা প্রজেক্টর ইত্যাদির বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষন করা;
- AICC ও ICT ল্যাব এর সেবা প্রদান (service delivery) সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা প্রদান করা।

(খ) প্রকল্প প্রভাব নির্দেশক

AICC এর তথ্য পরিষেবা গ্রহণ করে উন্নততর কৃষি প্রযুক্তি অনুশীলনের ফলে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে:

- উন্নত ফসল সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে উপকার পেয়েছেন এমন কৃষকেরশতকরা হার (%);
- উন্নত পদ্ধতিতে ফসল সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করে উপকার পেয়েছেন এমন কৃষকের শতকরা হার (%);
- উন্নত গুদামজাতকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করে উপকার পেয়েছেন এমন কৃষকের শতকরা হার (%);

- উৎপাদন উপকরণ ক্রয় ও ফসল বিক্রয় করার জন্য উন্নত বাজারে সুবিধা/ সংযোগ লাভ করে উপকার পেয়েছেন এমন কৃষকের শতকরা হার (%);
- প্রধান প্রধান ফসলের (ধান, গম, ভুট্টা, সবজি ইত্যাদি) বর্ধিত ফলনের তুল্যমান;
- উত্তরদাতা কৃষকের গড় বার্ষিক আয় বৃদ্ধির তুল্যমান।

২.৪ তথ্য সূত্র

এই মূল্যায়ন পদ্ধতিতে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উভয় তথ্যই ব্যবহার করা হয়েছে। সেকেন্ডারি তথ্য উৎসগুলো RDPP, PCR এবং IMED কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন। উপযুক্ত নমুনা নকশা অনুসরণ করে এবং গবেষণা টুলস্ (প্রশ্নাবলী) ব্যবহার করে নমুনা জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য উৎসের মধ্যে সাধারণ উত্তরদাতা (কৃষক) এবং কী-ইনফরমেন্ট ছিল। সাধারণ উত্তরদাতারা প্রত্যেকে প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত, প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সরবরাহকৃত অফিস সরঞ্জামাদি ও কৃষি বিয়য়ে তথ্য দিয়েছে। কি-ইনফরমেন্টরা এই সমীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উত্তরদাতা বা তথ্য সরবরাহকারী। তারা এলাকায় বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বা অবস্থার নিরিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করেছেন। এখানে, কী-ইনফরমেন্ট উত্তরদাতাদের মধ্যে সাধারণ কৃষকদের মাঝে অনুসরণীয় ব্যক্তি, উপজেলা কৃষি কর্মকতা, AICC কর্মী (সভাপতি এবং সেক্রেটারী), আইসিটি ল্যাব কর্মী, কৃষি তথ্য সার্ভিসের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা রয়েছেন। আরেকটি প্রাথমিক তথ্য উৎস (প্রধানত: গুণগত তথ্য) ছিল নির্দিষ্ট ফ্যাসিলিটেটর দ্বারা পরিচালিত দলীয় আলোচনা (FGD), যাদের মধ্যে স্থানীয়ভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এমন ব্যক্তিবৃন্দ এবং আঞ্চলিক কর্মশালা থেকে।

২.৫ নমুনা চয়ন পদ্ধতি

প্রকল্পের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য, উপাদানসমূহ, উপকারভোগী ও স্টেকহোল্ডারের বিবেচনায় এ সমীক্ষায় বহুস্তর বিশিষ্ট বিন্যাস (multi-stage sampling procedure) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত: পারপাসিভ নমুনায়ন পদ্ধতিতে ৩৪ টি জেলা হতে ৬৮ টি উপজেলা নির্বাচিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরেও একই পদ্ধতি ব্যবহার করে AICC অর্থ্যাৎ প্রকল্প এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে। সর্বশেষ তৃতীয় স্তরেও সাধারণ দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকা হতে উপকারভোগী কৃষক নির্বাচন করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস (ডিএই) হতে প্রত্যেকটি এআইসিসির আওতাভুক্ত কৃষকদের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই তালিকা থেকে প্রকল্প এলাকার জন্য নমুনা কৃষক উত্তরদাতা (পরিবারের) হিসেবে নির্দিষ্ট সংখ্যক কৃষক দৈবচয়ন ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয়। কন্ট্রোল এলাকায় প্রতিটি উপজেলার একটি ইউনিয়ন (সদর ইউনিয়ন) থেকে কৃষকদের তালিকা সংগ্রহ করা হয় এবং নির্ধারিত সংখ্যক কৃষককে দৈবচয়ন ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয়। স্থানীয় SAAO- এর পরামর্শক্রমে কৃষক পর্যায়ে মূল তথ্যদাতা নির্বাচিত করা হয়েছিল। ডিএই এর প্রতিটি উপজেলা থেকে UAO বা তার মনোনীত অফিসারকে ডিএই এর কী-ইনফরমেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এছাড়াও আইসিটি ল্যাব, এআইএস আঞ্চলিক কার্যালয়, কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং অন্যান্য উল্লিখিত কর্মকর্তাদের তথ্যদাতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

২.৬ প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষার এলাকা নির্বাচন

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার TOR অনুযায়ী এবং আইএমইডি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে ৩৪টি জেলা এবং প্রতিটি জেলা থেকে কমপক্ষে ২টি করে উপজেলা নিয়ে মোট ৬৮টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়। চারটি

কন্ট্রোল উপজেলাও সমীক্ষার আওতায় আনা হয়। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ের উপকারভোগী (কৃষক) তালিকা তৈরি করে তার মধ্য থেকে দৈবচয়ন (random) পদ্ধতিতে নমুনা উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। নিম্নে নমুনা এলাকার তালিকা দেয়া হল:

সারণী ৫: কৃষক মাঠ জরিপ এলাকা

জেলা	নির্বাচিত উপজেলা	নির্বাচিত এআইসি (AICC)
ঢাকা	কেরানিগঞ্জ	কোমলী ভিটা কৃষক সমবায় সমিতি লি.
	নবাবগঞ্জ	মেলেং আইপিএম ক্লাব
নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁও	হাড়িয়া চৌধুরীপাড়া আইপিএম ক্লাব
	আড়াইহাজার	চরপাড়া আইপিএম ক্লাব, আড়াইহাজার
	রূপগঞ্জ	বাড়িয়ারটেক আইপিএম ক্লাব, রূপগঞ্জ
গাজীপুর	সদর	সোনার বাংলা আইসিএম কৃষক ক্লাব, কাপাসিয়া
	কাপাসিয়া	সিআইজি কৃষি সমবায় সমিতি
	কালিয়াকৈর	বাংগুরী চলন্তিকা পরিষদ
	কালিগঞ্জ	মরাশ অগ্রনীপল্লী সংসদ
রাজশাহী	গোদগাড়ী	দিলশাদপুর আইসিএম কৃষক সমবায় সমিতি
	তানোর	হেডদিল্লী আইপিএম ক্লাব
বগুড়া	শেরপুর	শেরপুর আইপিএম কৃষক সমবায় সমিতি
	ধুনট	বিশ্বহরিগাছা আইপিএম ক্লাব
নওগাঁ	মান্দা	খুদিয়াডাঙ্গা আইসিএম কৃষক ক্লাব
	মহাদেবপুর	কালনাবিষ্ণপুর সবুজ বিপ্লব আইসিএম কৃষক ক্লাব
পাবনা	সদর	দিয়ার রাজাপুর আইসিএম কৃষক ক্লাব
	ঈশ্বরদী	মিরকামারী বাংলাদেশ কৃষক উন্নয়ন সমিতি লি
	বেড়া	বেড়া কৃষি ক্লাব, বেড়া, পাবন
জয়পুরহাট	আক্কেলপুর	গভরপুর আইসিএম ক্লাব
	ক্ষেতলাল	মোহাব্বতপুর আইপিএম ক্লাব
দিনাজপুর	পার্বতীপুর	যশাইহাট আইসিএম কৃষক ক্লাব
	ফুলবাড়ি	বারাই ঝাউপাড়া আই সি এম কৃষক ক্লাব
নীলফামারী	ডোমার	দুহুলী আই পি এম কৃষি সমবায় সমিতি
	সদর	চিকনমাটি হুজুরপাড়া আই সি এম কৃষক ক্লাব
রংপুর	কাউনিয়া	ঠাকুরদাস আইসিএম ক্লাব, নাজিরদ
	পীরগঞ্জ	গাড়াবেড় এফ এফ এস কৃষক দল
হবিগঞ্জ	বানিয়াচং	শ্যামপুর উত্তর আইপিএম ক্লাব
	বাহুবল	পশ্চিম ভাদিশ্বর আইপিএম ক্লাব
মৌলভীবাজার	রাজনগর	কর্নিগ্রাম আইপিএম ক্লাব
	শ্রীমঙ্গল	পাইকপাড়া সিআইজি ক্লাব
সুনামগঞ্জ	দোয়ারাবাজার	পুরাণ লক্ষণশ্রী কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র
	সদর	গিলাতলী আইপিএম কৃষক ক্লাব
রাঙ্গামাটি	বাঘাইছড়ি	দক্ষিণ পুরাাতন মারিশ্যা কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র
	সদর	ডুলুছড়ি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র
কুষ্টিয়া	খোকশা	লক্ষীপুর পুরুষ সিআইজি সমবায় সমিতি লি
	সদর	খাগড়বাড়ীয়া আই পি এম ক্লাব

	মিরপুর	কাকিলাদহ সেন্টার পাড়া আইসিএম সমবায় সমিতি
বরিশাল	সদর	দিয়াপাড়া আইসিএম কৃষক ক্লাব
	ভেদরগঞ্জ	কাচিয়া আইসিএম কৃষি সমবায় সমিতি
শরীয়তপুর	সদর	সন্ধীসার আইপিএম ক্লাব
	সদর	ভেদরগঞ্জ কৃষক সমিতি
ফরিদপুর	সালথা	সাচিয়া কৃষক সিআইজি সমিতি
	সদর	ঝুনাখালী আইপিএম ক্লাব
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আখাউড়া	৮ নং বঙ্গের চর সিআইজি ক্লাব
	কসবা	অন্তপুর আইপিত্রম মবায় সমিতি
নড়াইল	সদর	ধোপাখোলা রেনেসা আইপিএম ক্লাব
কক্সবাজার	সদর	মুক্তারকুল এআইসিসি ক্লাব
	রামু	পূর্বদ্বীপ ফতেখাঁরকুল নয়াপাড়া এআইসিসি
লক্ষীপুর	রায়পুর	পশ্চিম কামতা আইপিএম ক্লাব
	রায়পুর	চরবংশী হাওলাদারবাড়ি আইপিএম ক্লাব
নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ	পূর্ব হাজীপুর আইপিএম ক্লাব
	সেনবাগ	দক্ষিণ বাতানিয়া আইসিএম কৃষক ক্লাব
বান্দরবন	রুমা	হাতি মাথা পাড়া কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ
পিরোজপুর	কাউখালী	মরিচাল আইসিএম কৃষক ক্লাব, মরিচা
	সদর	উত্তর সুবিদপুর আইসিএম ক
চাদঁপুর	হাজীগঞ্জ	বলাখাল উত্তরপাড়া আইপিএম ক্লাব
	লাকসাম	ঠাকুরচর আইপিএম ক্লাব
কুমিল্লা	বুড়িচং	কৌরপাই আইপিএম ক্লাব
	লাকসাম	এলাইচ পূর্বপাড়া আইপিএম ক্লাব
কিশোরগঞ্জ	ভৈরব	রাজনগর সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ
	হোসেনপুর	দক্ষিন গোবিন্দপুর আইপিএম ক্লাব
ময়মনসিংহ	ত্রিশাল	গুজিয়াম আইপিএম ক্লাব
	গৌরিপুর	চরশ্রীরামপুর সিআইজি সমবায় সমিতি
শেরপুর	সদর	মধ্য পশ্চিম শেরী আইসিএম ক্লাব
নেত্রকোনা	সদর	অগ্নিবীনা ক্ষুদ্র কৃষক আইপিএম ক্লাব

সারণী ৬: এফজিডি (FGD) নমুনা এলাকা নির্বাচন

জেলা	উপজেলা
নারায়নগঞ্জ	রূপগঞ্জ
ময়মনসিংহ	গৌরিপুর
রাজশাহী	তানোর
নওগাঁ	মান্দা
পাবনা	বেড়া
দিনাজপুর	ফুলবাড়ি
চাঁদপুর	মতলব
রাঙ্গামাটি	সদর
লক্ষীপুর	রায়পুর
শরিয়তপুর	ভেদরগঞ্জ

সারণী ৭: KIIs এবং পরামর্শ সভার স্থান

KIIs এবং পরামর্শ সভা (স্থান: আঞ্চলিক আইসিটি ল্যাব)	**KIIs এবং পরামর্শ সভা (কৃষক পর্যায়ে)**
১. ঢাকা হেড কোয়ার্টার	১. সোনারগাঁ
২. রাজশাহী	২. গাজীপুর সদর
৩. রংপুর	৩. কুষ্টিয়া সদর
৪. সিলেট	৪. পাবনা সদর
৫. চট্রগ্রাম	৫. পিরোজপুর সদর
৬. রাঙ্গামাটি	৬. রাজনগর
৭. খুলনা	৭. কক্সবাজার সদর
৮. বরিশাল	৮. নড়াইল সদর
৯. কুমিল্লা	৯. সেনবাগ
১০. ময়মনসিংহ	১০. নীলফামারী সদর

২.৭ নমুনা উত্তরদাতাদের ধরন

এ সমীক্ষার মূল উত্তরদাতা ছিল:

- প্রকল্প এলাকা এবং কন্ট্রোল এলাকার কৃষক: প্রকল্প এলাকার নির্বাচিত কৃষকগণ (AICC আওতাভুক্ত) এবং প্রকল্প সেবার বহির্ভুত এলাকার কৃষকদের (কন্ট্রোল কৃষক) উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এখানে প্রতিটি কৃষক নিজের পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে।
- FGD অংশগ্রহণকারী: প্রকল্প এলাকার (AICC আওতাভুক্ত) সুবিধাভোগী কৃষকগণ এফজিডির জন্যে নির্বাচিত করা হয়েছে, যারা এআইসিসি পরিচালনা এবং এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট;
- মাঠ পর্যায়ে KII: আঞ্চলিক আইসিটি ল্যাব, এআইসিসি ব্যবস্থাপনা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, আইপিএম বা আইসিএম ক্লাব / সিআইজি ইত্যাদির সংশ্লিষ্ট সদস্য হিসেবে নির্বাচিত উত্তরদাতাবৃন্দ।
- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে KII: কেন্দ্রীয় স্তরে কী ইনফরমেন্ট হল এআইএস (হেড অফিস) এবং প্রকল্প পরিচালকসহ পরামর্শমূলক মিটিংয়ের সাক্ষাত্কারকৃত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

২.৮ নমুনার আকার

সব শ্রেণীর উত্তরদাতাদের নমুনা আকার নির্ধারিত করা হয়েছে, যাতে সমীক্ষার ফলাফল ক্ষুদ্র নমুনার কারণে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রকল্প এলাকার প্রতিটি নমুনা জেলার কৃষক উত্তরদাতাদের নমুনার আকার ন্যূনতম রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং এটি ≥৩০ এর আকারে সীমিত রাখা হয়েছে। কন্ট্রোল এলাকার কৃষক উত্তরদাতাদের আকার ১০০ এ স্থির করা হয়েছিল। অন্যান্য সাব-ক্যাটাগরির উত্তরদাতাদের গবেষণার আওতায় আনার জন্য তাদের প্রাপ্যতা এবং সময় বিবেচনা করে নির্বাচিত করা হয়েছে। মোট নমুনার আকার ১৪২৫ জন। এর মধ্যে প্রকল্প এলাকার ১০৫০ জন উপকারভোগী (কৃষক) এবং কন্ট্রোল এলাকার ১০০ জন কৃষকের সরাসরি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। ১০০ জন কৃষকের সাথে এফজিডি (FGD) এবং ৬৮ জন কৃষক প্রতিনিধির (IPM, CIG Club, FFS, Food Security গ্রুপ) সাথে KII পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও ১০৭ জন বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, যেমন- সংশ্লিষ্ট এইআইসিসি, আইসিটি ল্যাব, জেলা অফিস, এআইএস ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা, এফএফএস, কৃষক ক্লাবের

প্রতিনিধিবৃন্দকে নমুনা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে নমুনা আকারের একটি ছক দেয়া হল(**সারণী ৮**): বিশদ বিবরণ রয়েছে সংযুক্তি ৫ এ।

সারণী ৮: নমুনার আকার

জেলা	উপজেলা	উত্তরদাতা নমুনার আকার বণ্টন					
		উপকারভোগী (কৃষক)	কন্ট্রোল এরিয়া (কৃষক)	কৃষক প্রতিনিধি KIIs (IPMClub, CIG,FFS)	বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা	FGD অংশগ্রহনকারী	সর্বমোট
৩৪	**৬৮**	**১০৫০**	**১০০**	**৬৮**	**১০৭**	**১০০**	**১৪২৫**

২.৯ উপাত্ত সংগ্রহের ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরী

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সমীক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রশ্ন, চেকলিস্ট এবং নির্দেশিকাগুলো তৈরী করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ আইএমইডির টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির পরামর্শ মোতাবেক প্রশ্নপত্র পর্যালোচনা উন্নয়ন ও চূড়ান্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে এগুলোর কার্যকারিতা নিরূপন করার জন্য গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় প্রি-টেস্ট করা হয়েছে। এর পর প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র **সংযুক্তি ৫**-এ প্রদান করা হয়েছে।

নির্দেশিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এসব প্রশ্নপত্র ও চেকলিষ্ট নিম্নরূপ:

- কৃষক পরিবারের জরিপ প্রশ্নাবলী
- কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII) এর চেকলিস্ট
- এফজিডি (FGD) এর চেকলিস্ট
- পরামর্শক সভার চেকলিস্ট
- ক্রয়সংক্রান্ত চেকলিস্ট

২.১০ মাঠ তথ্যসংগ্রহকারী নিয়োগ, পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ

নিয়োগ: ক্রিয়েটিভ কনসালটেন্টস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (সিসিআইএল) গবেষণা এবং তথ্য সংগ্রহে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্নাতক বা মাস্টার ডিগ্রিধারী ১৬ জন মাঠতথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করে। তাদের ৮টি উপদলে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের কার্যক্রম পরিচালনা ও সুপারভাইস করার জন্য একজনকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়।

ওরিয়েন্টেশন এবং প্রশিক্ষণ: আইএমইডি থেকে গবেষণা কাজটির পরিচালনা করার অনুমোদন প্রাপ্তির পর CCIL মাঠ পর্যায়ে কর্মীগণ কর্তক কাঙ্খিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে দক্ষ করে তোলার জন্য দু'দিন ব্যাপী (১৭ ও ১৮ মার্চ ২০১৮) প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করে। সমীক্ষা দলের বিশেষজ্ঞগণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির রিসোর্স পার্সন ছিলেন। বিশেষজ্ঞগণশ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা ছাড়াও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। কিভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার নিতে হয়, এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন। আইএমইডি পরিচালক ও যুগ্মসচিব জনাব তাজকেরা খাতুন ও জনাব মো: ওয়াহিদ হোসেন, সহকারী পরিচালক, আইএমইডি ট্রেনিং সেশনে উপস্থিত থেকে মাঠকর্মীদের উদ্দ্যেশে তাদের মূল্যবান নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.১১ তথ্য সংগ্রহ

২.১১.১ কৃষকের খানা জরিপ

কৃষক জরিপের জন্য সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরন করা হয়। ২১টি জেলায় ৪৬টি নির্বাচিত উপজেলা থেকে ১১৫০ জন সরাসরি উপকারভোগী (কৃষক) ও চারটি কন্ট্রোল উপজেলা হতে ১০০ জন কৃষক নির্বাচন করা হয়। মাঠ কর্মীদের মাঠ জরিপের আগে প্রতিটি উপ-দলকে আইএমইডি মহাপরিচালকের দেওয়া চিঠির একটি কপি প্রদান করা হয়। এতে তিনি প্রভাব মূল্যায়ন কর্মকান্ডের তথ্য সংগ্রহ পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান। প্রতিটি মাঠ কর্মীদের একটি করে ছবি সম্বলিত পরিচয়পত্রও প্রদান করা হয়। তাদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশ্নাবলী এবং নির্দেশিকাসহ সমস্ত প্রশ্নপত্র, চেকলিস্ট, নির্বাচিত জেলা পর্যায়ের অফিস, এআইসিসি ও আইসিটি ল্যাব এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তালিকা ও ফোন নম্বর দেয়া হয়। মাঠ কর্মীদের তাদের কর্ম পরিকল্পনা এবং একটি অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যাওয়ার সময়সূচি দেওয়া হয়েছিল।

২.১১.২ দলগত আলোচনা (FGD)

এই মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় ১০ টি নির্বাচিত উপজেলায় ১০টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) পরিচালিত হয়। FGD পরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষক, AICC সদস্য, সাধারণ মানুষ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, কর্মকর্তা ও সমাজের অন্যান্য সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করা। প্রতিটি FGD তে ৮-১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এফজিডি সদস্যের সাথে আলোচনার প্রধান বিষয়টি ছিল এআইসিসি সেবা এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের মতামত ও সেবা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা। এআইসিসির সেবা এবং এর কার্যক্রম নিয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়। শেষে তাদের ধারণা এবং মতামত চাওয়া হয়। FGD- এর অধিকাংশ সদস্যই AICC এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। FGD থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও মতামতগুলি অনুচ্ছেদ ৪.৭.১ এ আলোচনা করা হয়েছে।

২.১১.৩ মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (KII)

দশটি আঞ্চলিক আইসিটি ল্যাব থেকে স্থানীয়ভাবে ১০টি KII পরিচালনা করা হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় যাচাইপত্র/নির্দেশাবলী প্রস্তুত করা হয়েছিল। প্রতিটি বিভাজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোড ব্যবহার করে এসব যাচাইপত্র ও নির্দেশাবলী প্রস্তুত করা হয়েছিল **(ফরম-গ ও ঘ, পরিশিষ্ট-১)**। KII থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও মতামতগুলি ৪.৮.১ এ আলোচনা করা হয়েছে।

২.১১.৪ প্রাথমিক মাঠ পরিদর্শন

প্রকল্প এবং অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে বোঝার জন্য মূল্যায়ন দল ক্রিয়েটিভ কনসালট্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এর কারিগরি প্রস্তাবনা, ডিপিপি এবং আইএমইডি প্রদত্ত প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেন এবং প্রকল্পের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করেন। প্রকল্পের ধারণা আরো স্পষ্ট করে বোঝার জন্য মাঠ পরিদর্শনের আগে টিম লিডারসহ দলের সদস্যরা এআইএসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রথমবারের মতো সাক্ষাৎ করেন। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন খামার বাড়ি, ঢাকায় অবস্থিত কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন। পরিদর্শক দল প্রকল্পের পরিচালক ড. রাধেশ্যাম সরকারের সাথে বিভিন্ন সময় এআইসিসি, আইসিটি ল্যাব ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহসহ প্রকল্পের বিভিন্ন দিক এবং বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। মাঠ পরিদর্শনের জন্য এ দল তাদের দলপতি বা টিমলিডারের নেতৃত্বে

গাজীপুরের কাপাসিয়ায় একটি প্রকল্প এলাকা এবং এআইসিসি পরিদর্শন করেছেন এবং সেখানে প্রকল্পের উপকারভোগীদের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা করেছেন। বিশেষজ্ঞ দল দ্বারা আভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ ছাড়াও, আইএমইডি এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যসহ তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম মনিটরের উদ্দেশ্যে কিছু প্রকল্প এলাকা (সাভার ও নবাবগঞ্জ) পরিদর্শন করেন।

২.১১.৫ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মূল্যায়ন কার্যক্রমের অধীনে তথ্য সংগ্রহের পর অবিলম্বে ২২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে শ্রীমংগলে এক দিনের একটি অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন কর্মশালা আয়োজন করে। কর্মশালার উদ্দেশ্য প্রকল্পের প্রভাব, বিশেষ করে AICC এর বর্তমান অবস্থা, কৃষক অংশগ্রহণ এবং প্রকল্পের শক্তি, দুর্বলতা এবং প্রকল্পের সুযোগ এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রকল্প প্রস্তাবনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে স্টেকহোল্ডাদের সাথে সরাসরি আলোচনা করেন। আইএমইডি এর সাথে পরামর্শ করে স্থানটি নির্বাচন করা হয়েছিল। কর্মশালা সিসিআইএল কর্তৃক আয়োজিত এবং পরামর্শদাতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। আইএমইডি পরিচালক ও যুগ্মসচিব জনাব তাজকেরা খাতুন উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত থেকে কৃষক ও স্টেকহোল্ডাদের সাথে প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরাসরি মতবিনিময় করেন। পর্যালোচনা ও ফলাফল অনুচ্ছেদ ৪.৯.১ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

২.১২ ডাটা প্রসেসিং এবং বিশ্লেষণ

পরিসংখ্যানবিদ এবং ডেটা বিশ্লেষক তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও তথ্য বিশ্লেষনে প্রধান ভূমিকা এবং দায়িত্ব পালন করেন। ডাটা প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণে প্রশ্নাবলী নিবন্ধন, সম্পাদনা এবং কোডিং, কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রি, ডাটা যাচাইকরণ, ডাটা প্রসেসিং এবং পরিশেষে ডেটা বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয় আউটপুট তৈরী এ কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। ডেটা প্রসেসিং পর্যায়ে প্রশ্নাবলি রেজিষ্ট্রেশন, সংরক্ষণ, পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ পরিসংখ্যানবিদ ও ডেটা বিশ্লেষক দ্বারা পরিচালিত হয়। গবেষণার উদ্দেশ্য বিবেচনায় SPSS প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণগুলি সম্পন্ন করা হয়। বিশেষজ্ঞ কর্তৃক পরিকল্পনা (প্রয়োজনীয় সারণীর খসড়া/ক্রস সারণী, ইত্যাদি) মোতাবেক আউটপুট প্রদান করা হয়। গবেষণার ফল বিশ্লেষণ করার জন্য সহজবোধ্য সারণীর শতকরা হার ব্যবহার করা হয়েছে। বার চার্ট, পাই-চার্ট, ইত্যাদি প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে।

২.১৩ সমীক্ষার প্রতিবেদন

প্রতিবেদন তৈরিতে মানসম্পন্ন ফরম্যাট (বিন্যাস) ব্যবহার করা হয়েছে যাতে করে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ফলাফল সহজেই প্রকল্পের **বর্তমান সূচক** ও **পূর্বের সূচকের** সাথে তুলনা করা যায়। মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক পূর্বের এবং বর্তমান সূচক গ্রাফ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রতিবেদন তৈরীর বিভিন্ন পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি ও ফলাফল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। প্রতিটি প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটি থেকে প্রাপ্ত মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

২.১৩.১ খসড়া প্রতিবেদন

মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক ফাইনডিংস ও সুপারিশসহ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদন তৈরীর পর তা যাচাই ও অনুমোদনের জন্য টেকনিক্যাল কমিটি (১৭ মে ২০১৮) ও স্টিয়ারিং কমিটি (২৬ মে ২০১৮) বরাবরে পেশ করা হয়। টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির মতামত প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনটি জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.১৩.২ চূড়ান্ত প্রতিবেদন

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এবং কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অন্তর্ভুক্ত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ৬০ কপি (২০ কপি বাংলায় এবং ৪০ কপি ইংরেজিতে) মহাপরিচালক, মূল্যায়ন শাখা, আইএমইডি বরাবরে পেশ করা হবে। চুক্তির সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বে চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সফ্ট কপি দাখিল করা হবে।

২.১৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নঃ	কার্যকলাপ	বৎসর: ২০১৮															
		ফেব্রুয়ারী ২০১৮				মার্চ ২০১৮				এপ্রিল ২০১৮				মে ২০১৮			
		১	২	৪	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	সেকেন্ডারী তথ্য (ডিপিপি, পিসিআর, অগ্রগতি প্রতিবেদন) পর্যালোচনা																
২	প্রশ্নপত্র এবং চেকলিস্টগুলি তৈরী																
৪	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমা।																
৫	মাঠকর্মী নিয়োগ																
৬	খসড়া প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট তৈরী																
৭	টেকনিক্যাল কমিটির সাথে সভা																
	স্টিয়ারিং কমিটির সাথে সভা																
৮	মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণের আয়োজন																
	প্রশ্নপত্র এবং চেকলিস্টগুলি তৈরী চূড়ান্তকরণ																
৯	ফিল্ড টেস্টের আয়োজন																
১০	পরিপূর্ণ এবং গঠনমূলক প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্টের মাধ্যমে ফিল্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ																
১১	FGD, KII এবং পরামর্শমূলক সভা																
১২	নিরীক্ষার জন্য পেশাদার কর্মীদের দ্বারা মাঠ পরিদর্শন																
১৩	স্থানীয় কর্মশালা আয়োজন																
১৪	ডেটা প্রসেসিং, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতি																
১৫	সংক্ষিপ্ত সারণী তৈরী ও পরিসংখ্যানগত তথ্য বিশ্লেষণ, SWOT analysis																
১৬	খসড়া প্রতিবেদন দাখিল																
১৭	টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা (২ দিন)																
১৮	জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন (জুন ৪, ২০১৮)																
১৯	চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা (জুন ১০, ২০১৮)																

অধ্যায় ৩: প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা ছিল এই প্রভাব মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ আইসিটি সামগ্রী এবং পণ্য কেনার ক্ষেত্রে যে নিয়ম ও পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করেছে তা সরকারের ক্রয়সংক্রান্ত আইন বা বিধিমালা পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসারে সঠিকভাবে ক্রয় করা হয়েছে কিনা এবং পণ্য ও সেবা সরবরাহকারী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অফিসে সঠিকভাবে বিতরণ করেছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পরামর্শক দল প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরবরাহকৃত ক্রয়সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে। নথিপত্রে উপজেলা পর্যায়ে ১৫০টি AICC, জেলা পর্যায়ে ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও ১০টি আইসিটি ল্যাবের জন্য আইসিটি সরঞ্জাম, মালপত্র এবং আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে, যার তালিকা পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত আইসিটি সরঞ্জাম, এক্সেসরিজ, এবং আসবাবপত্র ক্রয় করেছে এবং তা কৃষি তথ্য সার্ভিস (হেড অফিস), ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয়, ১০টি আইসিটি ল্যাব এবং উপজেলা পর্যায়ে ১৫০টি এআইসিসিতে সরবরাহ করেছে।

সারণী ৯: আইসিটি সরঞ্জাম, এক্সসেসরিজ এবং আসবাবপত্রের তালিকা

ক্রম	পণ্যের নাম	পরিমাণ
০১	ডিজিটাল স্টীল ক্যামেরা	১৬২
০২	ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরা	১
০৩	ডিজিটাল এইচডিডি হ্যান্ডি ক্যামেরা	১১
০৪	ভিডিও ক্যামেরা (প্রফেশনাল এইচডি উইথ এক্সেসরিজ)	৩
০৫	সাউন্ড সিস্টেম	১৭১
০৬	ল্যামিনেটিং মেশিন	১৫০
০৭	ফটোকপিয়ার	১২
০৮	স্ক্রীনসহ মাল্টিমিডিয় প্রজেক্টর	১৭১
০৯	স্পাইরাল মেশিন	১৫০
১০	ডিজিটাল ফটো ফ্রেম	২
১১	ডিভিওক্যাম ক্যাসেট ১৮৪ মি.	৫০
১২	মিনি ডিভিক্যাম ক্যাসেট ৬০মি.	৩০০
১৩	সলভেন্ট মেশিন	১
১৪	অন্যান্য যন্ত্রপাতিসমূহ	থোক
১৬	সিডি	১০০০
১৭	ডিভিডি	২০০০
১৮	ডেস্কটপ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	৪১৫
১৯	ল্যাপটপ	১৭৫
২০	স্ক্যানার	১৭১
২১	মডেম উইথ কানেকটিভিটি	১৭৩
২২	প্রিন্টার (কালার)	১৫১
২৩	প্রিন্টার (ব্ল্যাক)	২৩
২৪	ওয়েব ক্যামেরা	২১২
২৫	প্লটার মেশিন (লার্জ ফরমেট)	১
২৬	নেটওয়ার্কিং রাউটার	১০
২৭	ডিভিডি মাল্টিকপিয়ার	১
২৮	সেন্ট্রাল ডিজিটাল এগ্রিকালচার নলেজ ব্যাংক	১
২৯	ডিজিটাল এগ্রি ইনফরমেশন ব্যাংক	১০
৩০	ফ্যাক্স মেশিন	১১
৩১	টেলিফোন	১৩

ক্রম	পণ্যের নাম	পরিমাণ
৩২	মোবাইল ফোন	১৫০
৩৩	ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্ট/এক্সেসরিজ	থোক
৩৪	জেনারেটর	১৭০
৩৫	এলসিডি প্রজেকশন টিভি	২
৩৬	অনলাইন আইপিএস	১১
৩৭	আইপিএস	১১
৩৮	এয়ারকুলার	২২
যানবাহন		
০১	মোবাইল সিনেমা ভ্যান	১
০২	মোটর সাইকেল	২৩
০৩	রিপোর্টিং স্মল ভ্যান	১০
০৪	ডাবল কেবিন পিকআপ	১
আসবাবপত্র		
০১	কম্পিউটার চেয়ার	৪১৫
০২	কম্পিউটার টেবিল	৪১৫
০৩	সেক্রেটারিয়াল টেবিল (ছোট সাইজ)	২০
০৪	কম্পিউটার এক্সিকিউটিভ চেয়ার	২৪

পণ্যসামগ্রী সর্বমোট ১২টি প্যাকেজে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। আইএমইডি কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি নিয়ে প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালকের সাথে পরামর্শক দল সাক্ষাৎ করেন এবং তার সাথে ক্রয় সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পণ্যসামগ্রীগুলো ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সংবাদপত্রগুলোতে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। নিম্নে বিজ্ঞপ্তিগুলোর বর্ণনা ও পর্যবেক্ষন তুলে ধরা হলোঃ

সারণী ১০: আইসিটি সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র কেনার জন্য প্রযোজ্য পদ্ধতি অনুসরণ

দরপত্রের প্যাকেজ নং	বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কাজের ধরণ	পত্রিকার নাম ও প্রকাশের তারিখ	মতামত
05 of FY 2012-13	৫০টি এআইসিসি, ৫টি আঞ্চলিক আইসিটি ল্যাব, ৫টি জেলা অফিসের আসবাবপত্র সরবরাহ ও ইনস্টলেশন। (কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার, এক্সিকিউটিভ টেবিল এবং সাইড র‍্যাক, এক্সিকিউটিভ চেয়ার, এক্সিকিউটিভ ছোট টেবিল, গেস্ট চেয়ার, আলমারী, ফাইল ক্যাবিনেট ইত্যাদি)	ডেইলি স্টার (৫-২-২০১৩) দৈনিক সংবাদ (৫-২-২০১৩) সিপিটিইউ (২০-০১-২০১৩)	সরবরাহরে তথ্য যাচাইকরণের মাধ্যমে জানা যায়, দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সংবাদপত্রগুলোতে প্রচারিত হয়। ওপেন টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।
07 of FY 2013-14	১০০ টি এআইসিসি এবং ৫টি আঞ্চলিক আইসিটি ল্যাবসমূহের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ ও ইনস্টলেশন	ডেইলি স্টার (১১-২-২০১৪)	যাচাইকরণের মাধ্যমে জানা গেছে, দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি একটি সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। ওপেন টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।
04 of FY 2012-13	৫০টি এআইসিসি এবং ৫টি আইসিটি ল্যাব ও ৫টি জেলা অফিসের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ	দৈনিক সংবাদ (৫-১-২০১৩)	যাচাইকরণের মাধ্যমে জানা গেছে, দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি একটি সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়।

			ওপেন টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।
05 of FY 2013-14	১০টি আঞ্চলিক আইসিটি ল্যাবের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ইনস্টলেশন। (ডেস্কটপ কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ, ল্যাপটপ, সাউন্ড সিস্টেম, মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং স্ক্রীন, প্রিন্টার (ব্লাক), ওয়েবক্যাম, মডেম এবং সংযোগ, রাউটার, স্ক্যানার, এয়ারকুলার, অনলাইন আইপিএস ও জেনারেটর ইত্যাদি)	দৈনিক সংবাদ (৬-১১-২০১৩) ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেস (৬-১১-২০১৩)	যাচাইকরণের মাধ্যমে জানা গেছে, দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি দু'টি সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। ওপেন টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।
04 of FY 2013-14	১০০টি এআইসিসির জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ ও ইনস্টলেশন। (ডেস্কটপ কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ, ল্যাপটপ, ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা, সাউন্ড সিস্টেম, মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং স্ক্রীন, প্রিন্টার (কালার), ওয়েবক্যাম, মডেম এবং সংযোগ, রাউটার, স্ক্যানার, লেমিনেটিং মেশিন, স্পাইরাল মেশিন, জেনারেটর ইত্যাদি)	দৈনিক সংবাদ (২৪-১১-২০১৩) সিপিটিইউ (৩১-১০-২০১৩) ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেস (২৪-১০-২০১৩)	যাচাইকরণের মাধ্যমে জানা গেছে, দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দু'টি সংবাদপত্র ও সিপিটিউতে প্রচারিত হয়। ওপেন টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।
07 of FY 2012-13	যানবাহন সরবরাহ: ১. মোবাইল সিনেমা ভ্যান সরবরাহ ২. ছোট আকারের রিপোর্টিং ভ্যান সরবরাহ	দৈনিক সংবাদ (৩-৩-২০১৩) দৈনিক ইনডিপেনডেন্ট (১১-৩-২০১৩) সিপিটিইউ (১৪-৩-২০১৩)	যাচাইকরণের মাধ্যমে জানা গেছে, দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দু'টি সংবাদপত্র ও সিপিটিউতে প্রচারিত হয়। ওপেন টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।
02 of FY 2014-15	ডিজিটাল কেন্দ্রীয় নলেজ ব্যাংক ও এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন ব্যাংক যানবাহন সরবরাহ:	দৈনিক সংবাদ (২-১০-২০১৪) ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেস (২-১০-২০১৪)	যাচাইকরণের মাধ্যমে জানা গেছে, দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দু'টি সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। ওপেন টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- উপরোক্ত মালামাল ক্রয়ের জন্য পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এবং অর্থবিভাগের 'আর্থিক ক্ষমতা অপর্ণ বিধি প্রতিপালনপূর্বক OTM এবং RFQ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে ।

- দরপত্র আহবানের পূর্বে পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭ ও তফসিল ২ অনুসরণ করে কারিগরি সাব কমিটি, দরপত্র উম্মুক্তকরণ কমিটি ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। কারিগরি সাব-কমিটি ডিপিপি এর আইটেম অনুযায়ী বিভিন্ন ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদি, যানবাহন ও আসবাবপত্রের Specification প্রস্তুত করে এবং HOPE এর অনুমোদন নেয়া হয়।

- তফসিল-২ এর বিধি ১৬(১১) অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিপিটিউ'র ওয়েবসাইট এবং কমপক্ষে দু'টি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

- দরপত্র যাচাইয়ের জন্য পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭ ও তফসিল ২ অনুসরণ করে প্রথমে দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি, কারিগরী সাব কমিটি এবং দরপত্র যাচাইয়ের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করেছে।

- প্যাকেজ 07 of FY 2013-14 ও প্যাকেজটি 07 of FY 2012-13 ক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি মাত্র পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি পকাশ করা হয়েছিল। এতে পিপিআর ২০০৮ অনুসরন করা হয়নি। কমপক্ষে তিনটি পত্রিকায় প্রকাশ করা উচিৎ ছিল। ওপেন টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পরামর্শক দল মনে করে যে প্যাকেজ 07 of FY 2013-14 ও প্যাকেজটি 07 of FY 2012-13 ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ পুরোপুরি অনুসরন করা হয়নি।

- প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর গত ২১/০২/২০১৫ তারিখের নং ১৬৯/ ও এন্ড /অ: অনু:/২০১২-২০১৪/৩০৫ নং স্মারকমূলে এবং ০৮/০২/২০১৬ তারিখের ২৭৫/ ও এডি-৪/ নি: গ্র:/২০১৪-২০১৫/৪৫৮ নং স্মারকমূলে ২০১২-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের অর্থাৎ প্রকল্পের সকল অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।

অধ্যায় ৪: প্রকল্প সমীক্ষার ফলাফল

আইসিটি (ICT) ল্যাব, জেলা অফিস এবং এআইসিসি (AICC) এর বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পরামর্শক দল সরেজমিনে পরিদর্শণ ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করেন। তাছাড়া KIIs, FGDs ও আঞ্চলিক কর্মশালার মাধ্যমেও এ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন নিম্নে আলোচনা করা হলঃ।

৪.১ আঞ্চলিক আইসিটি ল্যাব

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি ও আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রচার ও বিস্তারলাভ ঘটানোর জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত AIS এর ১০টি আঞ্চলিক অফিসে (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, চট্রগাম, রাঙামাটি, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা এবং বরিশাল) ১০টি আইসিটি (ICT) ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, প্রকল্প চলাকালীন সময়ে এআইসিটি ল্যাবগুলো কার্যকর ছিল এবং এআইসিসিগুলোতে যথাযথ তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ সেবা দিয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির পর লোকবল না থাকার কারণে আইসিটি ল্যাবগুলো সেবা প্রদান অব্যাহত রাখতে পারেনি। প্রকল্প সম্পাপ্তির পর এধরনের সেবা দেয়ার কোন পরিকল্পনাও প্রকল্প কর্তৃপক্ষের ছিল না। আইসিটি ল্যাবের প্রভাব ও বর্তমান অবস্থা নিম্নে উল্ল্যেখ করা হয়েছে।

৪.১.১ আইসিটি ল্যাবের ভৌত কাঠামোগত অবস্থা

সমীক্ষার আওতায় পরিচালিত জরিপের তথ্য ও গবেষণা দল কর্তৃক আইসিটি ল্যাবসমূহ পরিদর্শণ ও পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে ১০টি আইসিটি ল্যাবই ভৌত কাঠামোগত দিক দিয়ে (৯০%) বর্তমান রয়েছে। নিম্নে সারণী-১১ তে ১০টি আইসিটি ল্যাবের যন্ত্রপাতির সংখ্যা, কার্যকর ও অকার্যকর যন্ত্রপাতির শতকরা (%) দেয়া হল:

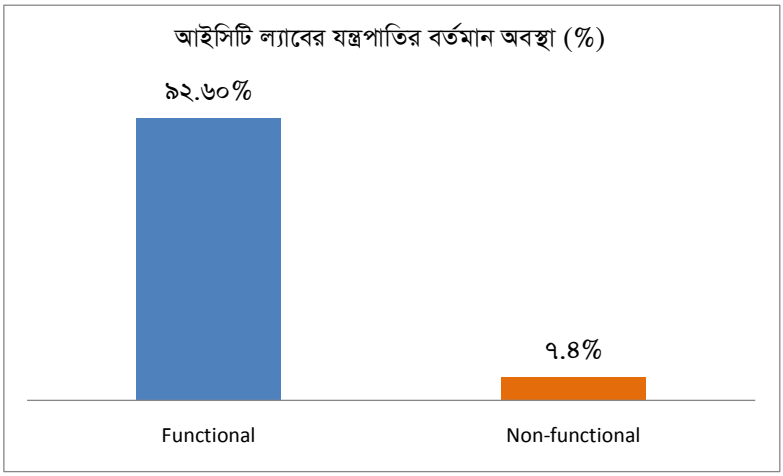

চিত্র ২: আইসিটি ল্যাবের যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থা

সারণী ১১: ১০টি আইসিটি ল্যাবের যন্ত্রপাতির সংখ্যা ও বর্তমান অবস্থা

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির ও আসবাবপত্রের নাম	মোট সংখ্যা	কার্যকর	অ-কার্যকর	কার্যকর (%)	অ-কার্যকর (%)
১	ডেস্কটপ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	২৫০	২২৫	২৫	৯০	১০
২	ল্যাপটপ	১০	১০	০	১০০	০
৩	মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্ক্রীন	১০	১০	০	১০০	০
৪	স্ক্যানার	১০	১০	০	১০০	০
৫	প্রিন্টার (কালার)	১০	৬	৪	৬০	৪০
৬	সাউন্ড সিস্টেম	১০	১০	০	১০০	০
৭	মডেম কানেকটিভিটি সহ	১০	৭	৩	৭০	৩০
৮	ওয়েব ক্যামেরা	৫৯	৫৪	৫	৯১.৫৩	৮.৪৭
৯	নেটওয়ার্কিং রাউটার	১০	৮	২	৮০	২০
১০	জেনারেটর	১০	৯	১	৯০	১০
১১	অনলাইন আইপিএস	১০	৫	৫	৫০	৫০
১২	এয়ারকুলার	২০	১৮	২	৯০	১০
১৩	কম্পিউটার চেয়ার	২৫০	২৩৯	১১	৯৫.৬০	৪.৪
১৪	কম্পিউটার টেবিল	২৫০	২৩৮	১২	৯৫.২০	৪.৮
১৫	সেক্রেটারিয়াল টেবিল (ছোট সাইজ)	১৬	১৫	১	৯৩.৭৫	০
১৬	এক্সিকিউটিভ চেয়ার	১৮	১৮	০	১০০	০
১৭	Others	৬	৬	০	১০০	০

উপরোক্ত পর্যালোচনা ও সারণী থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, এআইসিটি ল্যাবগুলো functional না থাকলেও এর অনেক সরঞ্জামাদি এখনো সার্ভিস প্রদান বা ব্যবহারের উপযোগী রয়েছে। কিন্তু, প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট sustainable plan না থাকায় লোকবল বা অর্থের অভাবে আইসিটি ল্যাবের যন্ত্রপাতিগুলো অব্যবহৃত পড়ে আছে এবং এগুলোর কার্যকর ব্যবহারের কোন উদ্যোগ বা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। যেহেতু সরকার অর্থ ব্যয় করে এসমস্ত সরঞ্জাদি ক্রয় ও সরাবরাহ করেছে তাই এর সঠিক ব্যবহার করার জন্য কৃষি মন্ত্রলায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ বলে পরামর্শক দল মনে করেন।

৪.১.২ আইসিটি ল্যাবের সেবার (service delivery) বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন

আইসিটি ল্যাবগুলো ভৌত কাঠামোগত দিক দিয়ে সক্রিয় থাকলেও এই ল্যাবগুলো সার্ভিস প্রদান করতে পারছে না। কেবল মাত্র কৃষি তথ্য সার্ভিস ও ডিএই-এর বিভিন্ন বিভাগের লোক নিয়োগ ও প্রমোশনের জন্য আয়োজিত নির্বাচনী পরীক্ষার জন্য প্রধানত: ঢাকার আইসিটি ল্যাবটি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত আঞ্চলিক আইসিটি ল্যাবগুলির ক্ষেত্রে সেই সুযোগ নেই। কৃষি তথ্য সার্ভিস এর আঞ্চলিক অফিসে অবস্থিত বিভিন্ন

আইসিটি ল্যাব চট্রগ্রাম

জেলা পর্যায়ে ৯টি আইসিটি ল্যাব পরিচালনা জন্য কোন লোকবল নেই এবং আইসিটি ল্যাবগুলো থেকে কোন সেবাও এআইসিসিগুলোতে দিতে পারছে না। সেজন্য বর্তমানে এআইসিসিগুলোর ৯০% non-functional ১০% functionl দেখা গেছে (চিত্র ৩)। কারণ, প্রকল্প পরবর্তী সময়ে সরবরাহকৃত আইসিটি সরঞ্জাম মেরামত বা পরিচালনার জন্য কোন অর্থ ও লোকবলের ব্যবস্থা ছিল না, যার কারণে অনেক যন্ত্রপাতি নষ্ট ও অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে। কোন কোন আঞ্চলিক আইসিটি ল্যাবের কিছু কিছু যন্ত্রপাতি কৃষি তথ্য সার্ভিস -এর আঞ্চলিক অফিসের কর্মীরা ব্যবহার করছে বলে সমীক্ষায় দেখা গেছে।

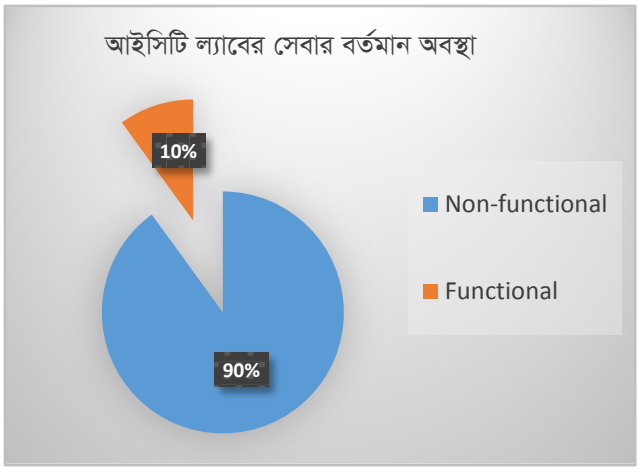

চিত্র ৩: আইসিটি ল্যাবের সেবার বর্তমান অবস্থা

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা প্রেক্ষিতে এটা পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী আঞ্চলিক আইসিটি ল্যাবসমূহ এআইসিসি তথা কৃষকদেরকে প্রকল্প শেষ হওয়ার পর আর কোন তথ্য সেবা প্রদান করতে পারছেনা এবং কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে কোন অবদান রাখতে পারছে না।

৪.২ জেলা অফিস পরিদর্শন ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য জেলা পর্যায়ে (ঢাকা, বগুড়া, দিনাজপুর, মৌলভীবাজার, কক্সবাজার, বান্দরবন, কুষ্টিয়া, গোপালগঞ্জ, চাঁদপুর ও শেরপুর) প্রয়োজনীয় আইসিটি সরঞ্জামসহ মোট ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু সমীক্ষায় জানা যায়, প্রকল্প শেষের সাথে সাথেই জেলা কার্যালয়গুলো বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং যাবতীয় সরঞ্জামাদি কৃষি তথ্য সার্ভিসে-এর আঞ্চলিক অফিসে হস্তান্তর করা হয়। সুতরাং প্রকল্প সমাপ্তির সাথে সাথেই জেলা পর্যায়ের মনিটরিং কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে প্রকল্প যে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শুরু হয়েছিল তা প্রকল্প পরবর্তী সময়ে স্থায়ী হয়নি। টেকসই পরিকল্পনা ও মনিটরিং ব্যবস্থা থাকলে কৃষি উৎপাদন ও কৃষকের জীবনমান উন্নয়নের উপর প্রভাব আরও বৃদ্ধি পেত। কাজগুলো টেকসই না হওয়াতে এআইসিসি ও এর সাথে সাথে কৃষকরাও সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৪.৩ এআইসিসি (AICC) পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

কৃষকের দোরগোঁড়ায় কৃষি তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রকল্পটি তৃণমূল পর্যায়ে কৃষকদের দ্বারা পরিচালিত ১৫০টি আইসিটিভিত্তিক তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) প্রতিষ্ঠা করেছিল। মূল্যায়ন দল ৬৮টি এআআইসিসি পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করেছে। এর বর্তমান অবস্থা এবং আইসিটি সরঞ্জাম ও সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা করেছে। এআআইসিসির বর্তমান অবস্থা নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করার জন্য একটি পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছিল। চেকলিস্ট অনুযায়ী আইসিটি সরঞ্জাম এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির সংখ্যা এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়।

৪.৩.১ এআইসিসির বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন

এআইসিসির মোট যন্ত্রাংশের ৯০% সম্পূর্ণ কার্যকরী এবং বাকি ১০% কার্যকরী নয়। এআইসিসিগুলো ভৌতকাঠামোগত দিক দিয়ে কার্যকর থাকলেও তা AICC এর ব্যানারে/নামে নয় এবং কৃষক বা সাধারণ জনগণ এটাকে ক্লাব/সমিতি/সংগঠন হিসাবে জানেন। (যেমন **বাড়ীয়াটেক শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ** একটি উদাহরণ যেখানে টিমলিডার ও আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন)।

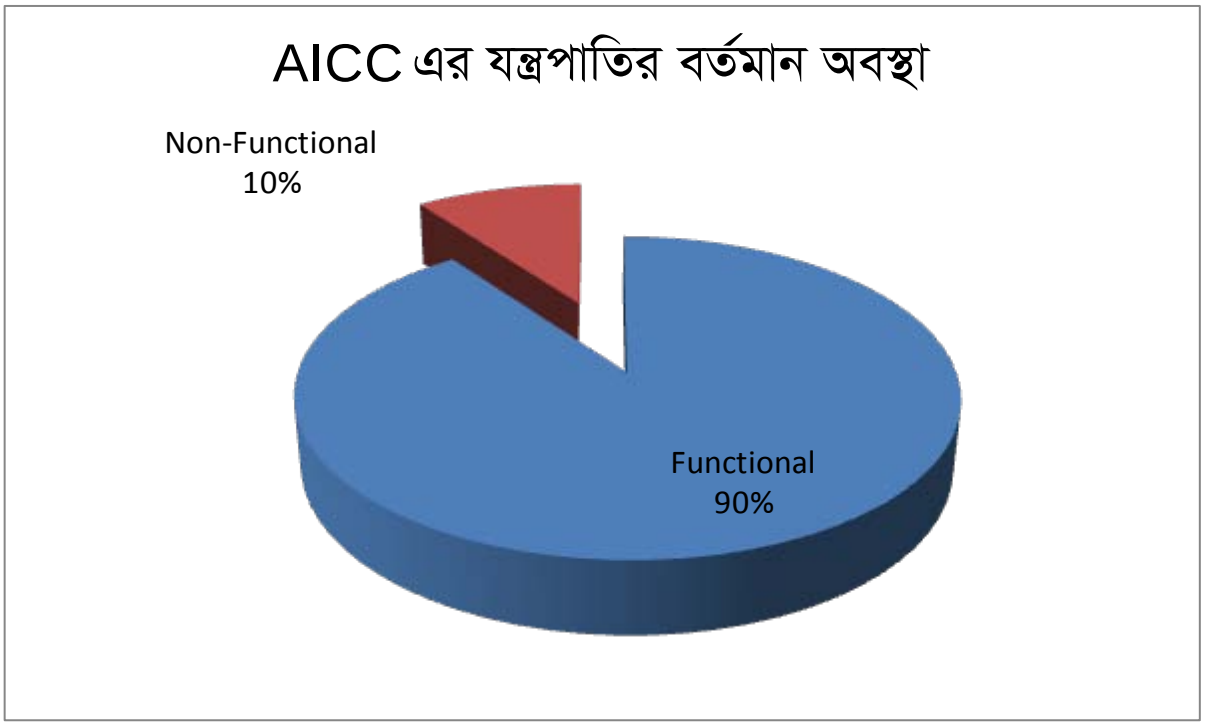

চিত্র ৪: এআইসিসির যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থা

পোস্টার, ব্যানার AICC-তে পাওয় যায়নি। এছাড়াও, এআইসিসিগুলো প্রত্যন্ত গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যথাযথভাবে সংগঠিত হয়নি এবং দৃশ্যমানও নয়। আবার বেশকিছু এআইসিসি মনে হয়েছে নতুন করে সাজানো হয়েছে। প্রকল্প থেকে অনেক লিফলেট, পোস্টার এবং যোগাযোগ সামগ্রী মুদ্রিত এবং সরবরাহ করা হয়েছে বলে পিসিআর-এ বলা আছে। কিন্তু সমীক্ষায় এগুলো AICC এর প্রাঙ্গনে তেমন একটা পাওয়া যায়নি। প্রকল্প চলাকালে AICC এর কার্যক্রম জোরদার ছিল, কিন্ত প্রকল্প সমাপ্তির পর কিছুদিনের মধ্যেই এর কার্যক্রম ধীরে ধীরে প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। AICC সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তহবিলের অভাবে এবং সরঞ্জাম সরবরাহের বিক্রয়োত্তর সেবা না পেয়ে খুবই হতাশ। শ্রীমঙ্গলে অনুষ্ঠিত স্থানীয় কর্মশালায় উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়, হঠাৎ অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় তারাও হতাশ। এ অবস্থায় তারা আর বেশি দিন AICC কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে না বলে জানান। ৬৮টি নমুনা AICCs পরিদর্শন করে দেখা গেছে, তাদের ৬৮টি রঙিন প্রিন্টার আছে। কিন্তু যথোপযুক্ত টোনার কার্টিজের অভাবের কারণে তাদের বেশিরভাগই কার্যকরী হয়নি। এআইসিসির ব্যবস্থাপকগণও হতাশা প্রকাশ করেছেন; কারণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল টোনার কার্টিজ ক্রয় করার মতো যথেষ্ট ফান্ড তারা যোগাড় করতে অপারগ। বেশকিছু প্রিন্টারে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেও সেগুলো অকেজো হয়ে গেছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বিক্রেতার কাছ থেকে প্রত্যাশিত এবং সময়মত ওয়ারেন্টি সেবা পায়নি। আইসিটি সরঞ্জাম যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়নি। নিম্নে ৬৮টি এআইসিসির সরঞ্জামাদির বর্তমান অবস্থার (কার্যকর ও অকার্যকর) অনুপাত সারণী (১২)-এ প্রদর্শন করা হল।

সারণী ১২: ৬৮টি এআইসিসির যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থা

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির ও আসবাবপত্রের নাম	মোট সংখ্যা	কার্যকরী	অকার্যকর
১	ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা	৬৮	৫৯	৯
২	সাউন্ড সিস্টেম	৬৮	৬৪	৪
৩	মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্ক্রীন	৬৮	৬৩	৫
৪	স্পাইরাল মেশিন	৬৮	৬৩	৫
৫	লেমিনেটিং মেশিন	৬৮	৬৪	৪
৬	ডেস্কটপ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	৬৮	৬৪	৪
৭	ল্যাপটপ	৬৮	৬৪	৪
৮	প্রিন্টার (কালার)	৬৮	৩১	৩৭
৯	মডেম উইথ কানেকটিভিটি	৬৮	৫৭	১১
১০	ওয়েবক্যামেরা	৬৮	৬৪	৪
১১	মোবাইল ফোন	৬৮	৪৪	২৪
১২	স্ক্যানার	৬৮	৫৮	১০
১৩	জেনারেটর	৬৮	৬২	৬
১৪	চেয়ার	৩৫৭	৩৫৩	৪
১৫	টেবিল	১১১	১০৭	৪
১৬	অন্যান্য	৩১	২৮	৩

এই এআইসিসিগুলোর অপারেটরবৃন্দ আইসিটি ল্যাব থেকে তিন (৩) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ লাভ করেছিল, যা এআইসিসির অপারেটদের কেন্দ্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খুবই অপ্রতুল ছিল। অর্থাৎ অর্জিত দক্ষতা দিয়ে এআইসিসি পরিচালনা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। কৃষি তথ্য সার্ভিস যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ডিএই-এর বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় গঠিত আইপিএম ক্লাব, আইসিজিএম, এফএফএস, প্রভৃতি কৃষক সংগঠনকে প্রদান করে এবং কৃষক সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটির কাছে এআইসিসিগুলোতে প্রদত্ত আইসিটি সরঞ্জামাদির দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। এআইসিসিগুলো পরিচালনা করবে বলে কৃষক সংগঠনের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু প্রকল্প পরবর্তী সময়ে কোন অর্থ ও লোকবলের ব্যবস্থা না থাকায় কৃষক সংগঠনগুলো আর এআইসিসি মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি সমস্যা ও প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট তথ্য, প্রযুক্তি ও পরামর্শ সেবা প্রদানে সক্ষম হয়নি বা সেবা প্রদান অব্যাহত রাখতে পারেনি। এক্ষেত্রে এআইসিসি কেন্দ্র ভাড়া বহন করা ও অধিকাংশ এআইসিসির অভ্যন্তরের দলীয় কোন্দলের ফলে প্রকল্প পরবর্তী ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে অধিকাংশ এআইসিসির সেবা বন্ধ হয়ে যায়। কিছু এআইসসিগুলো চললেও সেখানে কৃষি সেবার চেয়ে অন্যান্য লাভজনক সেবা, যেমন কম্পিউটার কম্পোজ, ছবি তোলা, ইন্টারনেট ব্রাউজিং ইত্যাদি করা হয়ে থাকে।

৪.৩.২ এআইসিসির সেবা (service delivery) বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এআইসিসি পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত কৃষক সংগঠনের সদস্য, বিশেষত সভাপতি অপারেটর হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, যারা অধিকাংশই স্বল্প শিক্ষিত এবং এআইসিসির অপারেটর হিসেবে কাজ করার জন্য উপযুক্ত ছিল না। সেকারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সভাপতির ছেলে, ভাই বা আত্নীয়-স্বজন মূলত: এআইসিসির অপারেটর হিসেবে কাজ করেছে, যাদের আইসিটি যন্ত্রপাতি (মূলত: কম্পিউটার ও ক্যামেরা) পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছুটা দক্ষতা থাকলেও কৃষি বিষয়ে অধিকাংশের কোন জ্ঞান ছিল না। একারণে এআইসিসিগুলো কৃষকদেরকে তথ্য ও প্রযুক্তির সেবা প্রদানে সক্ষম হয়নি।

এআইসিসির উদ্দেশ্যই ছিল প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী কৃষকদের কৃষি তথ্যও প্রযুক্তি সেবা প্রদান করা। যেমন, কৃষি পরামর্শ গ্রহীতাদের অনলাইনে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা, প্রান্তিক জনগণের মাঝে তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা, এআইসিসির মাধ্যমে নতুন উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তির তথ্য ছাপানো এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে সরবরাহ করা । কৃষকরা সরাসরি এআইসিসি কেন্দ্রে এসেও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে (উন্নত চাষাবাদ প্রযুক্তি, ফসলের সমন্বিত চাষাবাদ প্রযুক্তি, রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ, প্রভৃতি) পরার্মশ গ্রহণ করত।

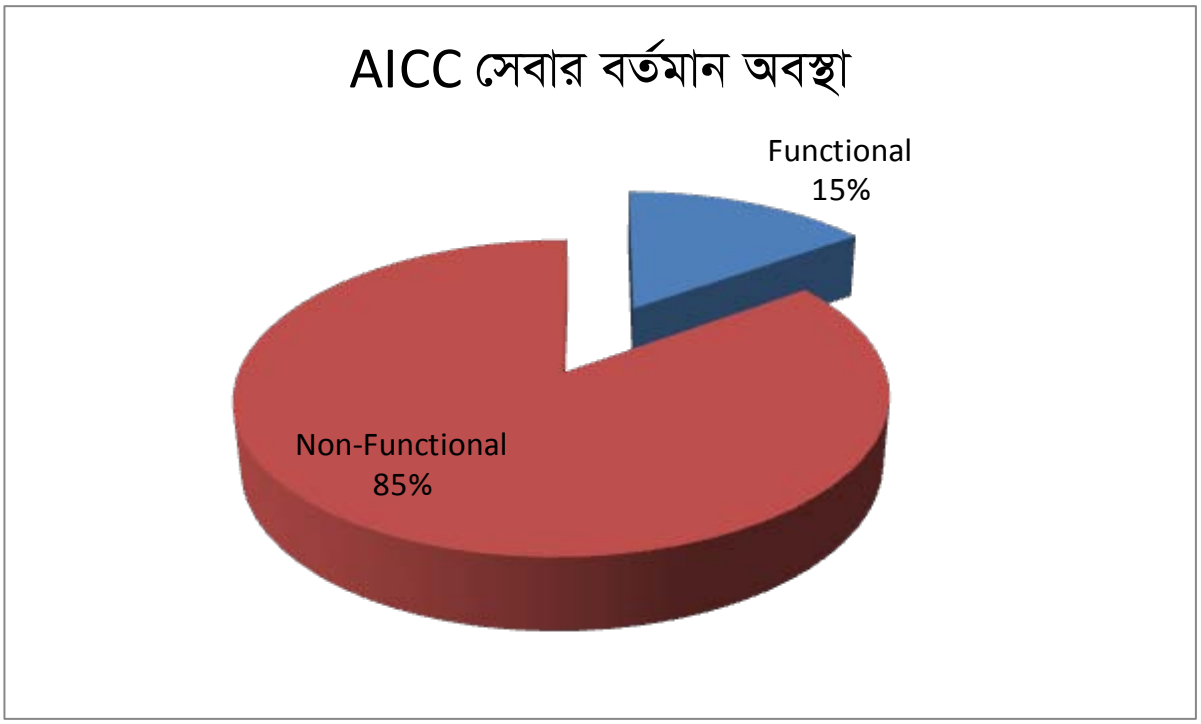

চিত্র ৫: এআইসিসির সেবার বর্তমান অবস্থা

সীমাবদ্ধতা ও অর্থের সংস্থানের অভাবে এবং সুনির্দিষ্ট susstainble plan না থাকার কারণে প্রকল্প পরবর্তী অল্প সময়ের মধ্যেই অধিকাংশ (৮৫-৯০%) এআইসিসিগুলোর সেবা অ-কার্যকর (non-functional) হয়ে পড়ে। তবে (১০-১৫%) এআইসিসি, যেগুলোর অবস্থান বাজার এলাকায় বা গ্রাম থেকে বাজারে স্থানান্তরিত হয়েছে, সেগুলো কিছুটা functional থাকলেও কেবল বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হয়েছে। যেমন, কম্পোজ করা, প্রিন্ট করা, ফটো তোলা, ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো কৃষকদের প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী যে তথ্য প্রযুক্তি সেবা দেয়ার কথা ছিল তা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এলাকার কোন কৃষক যদি কোন সমস্যা নিয়ে আসেন বা এলাকায় দেখা হলে সমস্যার কথা জানান, সেক্ষেত্রে এআইসিসির সভাপতিবৃন্দ কৃষকদের পরামর্শ সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন বলে জানা গেছে। কিন্তু এলাকার খুব কম কৃষকই এআইসিসিতে সেবা গ্রহণের জন্য এসে থাকেন। মাসে চার-পাঁচ জন, এমনকি বছরে ১৫-২০জন কৃষক কৃষি তথ্য সেবার জন্য এসে থাকেন বলে কোন কোন আলোচনা থেকে জানা গিয়েছে।

৪.৩.৩ এআইসিসির সংঙ্গে কৃষকের সম্পৃক্ততা

এআইসিসির সম্পর্কে কৃষক কী জানে সে বিষয়টি জানার জন্য নির্বাচিত এআইসিসি এলাকাতে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ (৮৮.৯.০০%) কৃষক কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে জানতেন ও মাত্র ১১.১০% কৃষক কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে জানতেন না। বেশিরভাগ কৃষকই প্রায় চার বছর আগে এআইসিসি সম্পর্কে জানতেন এবং কিছু কৃষক মাত্র ছয় মাস আগে জানতে পেরেছেন। তাদের অধিকাংশই

বিভিন্ন উৎস থেকে কেন্দ্র সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তাদের মধ্যে, ৭৩% তাদের প্রতিবেশী, বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে কেন্দ্র সম্পর্কে জানতে পেরেছেন; স্থানীয় কৃষকদের সংগঠন থেকে ৭৭.৫%; ৬৭% কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবা (উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা); ৩৪% কৃষক মাইকিং থেকে; প্রায় ১৪% মোবাইল ফোনের বার্তা এবং অন্য ০.৩% (৪ জন) অন্যান্য বিভিন্ন উৎস থেকে জানতে পেরেছেন। সুতরাং, আলোচনার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয় যে, অধিকাংশ কৃষক তাদের প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব, আইপিএম/আইসিএম/সিআইজি/এফএফএস এর মাধ্যমে এআইসিসির সম্পর্কে জেনেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এআইসিসি প্রকল্পের প্রচার মাধ্যম অনেক দূর্বল ছিল যার কারণে এআইসিসি-ও সেবার বিষয়টি কৃষকের দোড়গোড়াঁয় আশানুরূপভাবে পৌঁছাতে পারে নাই।

৪.৩.৪ এআইসিসি সেবা সম্পর্কে কৃষকের মতামত

এআইসিসির সেবা সম্পর্কে কৃষকদের কাছে জানতে চাইলে জানান যে, তারা এআইসিতে গিয়েছেন এবং তারা এআইসির বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সেবা পেয়েছেন । এর মধ্যে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সংক্রান্ত লিফলেট, ফোল্ডার, ভিডিও ও সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা তথ্যসেবা পেয়েছেন। জরিপে জানা যায়, অধিকাংশ কৃষক (৮৫.৮৯%) বিভিন্ন সেবার জন্য AICC কেন্দ্রে গিয়েছিলেন। কিন্তু, প্রায় ৯.৫২% কৃষক প্রশ্নটির উত্তর দেননি। কিন্তু, এটি দলীয় আলোচনা (এফজিডি) থেকে জানা গেছে যে প্রকল্প চলাকালে এআইসিসির তথ্যসেবা প্রসংনীয় ছিল। কিন্তু, প্রকল্প সমাপ্তির পর, এআইসিসিরর যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদানের দায়ীত্ব কৃষকদের সংগঠনগুলোর উপর সম্পুর্ণরুপে বর্তায়। যেহেতু প্রকল্প বা অন্য কোন উৎস থেকে কোন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ছিল না, তাই বাস্তবায়নটি গুরুতরভাবে ব্যহত হয়েছে। স্থানীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে মতবিরোধ, কোন পর্যবেক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তার না থাকার জন্যও এর সেবা ধারাবাহিকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।

সর্বাধিক সংখ্যক কৃষক ৮৯৭ (প্রায় ৭৫%) কৃষি সেবা ও কৃষি বিষয়ে আলোচনার জন্য সংস্থার বিভিন্ন সভায় যোগদান করেছেন, আর সবচেয়ে কম সংখ্যক কৃষক অন্যান্য কাজে ১৬ (১.৩%) কেন্দ্রে গিয়েছিলেন। অধিকন্তু, ৮৩৪ জন (৬৯.৬%) কৃষক কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য এসএএও (SAAO) -এর মাধ্যমে সহায়তা পেয়েছেন। অন্যদিকে, ৭৯৯ (৬৬.৭%) আধুনিক কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বই, লিফলেট, ফোল্ডার সংগ্রহ করে সহায়তা পেয়েছেন; ৭৯০ (৬৫.৯%) কৃষির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার উপর (যেমন রোগ, কীটপতঙ্গের আক্রমণ, উন্নত চাষ পদ্ধতি, সমন্বিত চাষ কৌশল ইত্যাদি) ভিডিও, সিনেমা দেখার মাধ্যমে সেবা পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষক আবহাওয়ার তথ্য কেন্দ্রগুলো হতে জানতে পেরেছেন। এ তথ্যগুলো নিচের সারণী ১৩ তে প্রদান করা হলো:

সারণী ১৩: এআইসসির মাধ্যমে প্রদান করা কৃষক সেবার ধরন

সেবার ধরন	কৃষকের সংখ্যা	%
বই, সংবাদপত্র, ফোল্ডার, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সংগ্রহ	৭৯৯	৬৬.৭
কৃষি প্রযুক্তির উপর কৃষকদের সংগঠন সভা	৮৯৭	৭৪.৯
কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান	৮৩৪	৬৯.৬
মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সমাধান	৪৭২	৩৯.৪
ভিডিও অথবা সিনেমা প্রদর্শনের মাধ্যমে	৭৯০	৬৫.৯
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	৫৪৬	৪৫.৬
আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য	১৬২	১৩.৫
অন্যান্য	১৬	১.৩
মোট	১১৯৮	১০০.০

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, বেশির ভাগ কৃষকই বিভিন্ন সেবার জন্য প্রকল্প চলাকালে AICC- তে গিয়েছিলেন, যেমন কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বই, ফোল্ডার, লিফলেট সংগ্রহ করার জন্য; কৃষি তথ্য ও আধুনিক প্রযুক্তি জানতে কৃষকদের সাথে মিলিত হবার জন্য, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে জানার জন্য, কৃষি সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান, ভাল মানের বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা। কখনও কখনও কৃষকেরা নিজেরা উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও আবহাওয়ার তথ্য জানতে AICC পরিদর্শন করেছিলেন বলে যানা যায়।

৪.৩.৫ এআইসিসির সেবার মানের উপর সন্তুষ্টি

মূল্যায়নের ফলাফলে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক কৃষক (৫৬.৪%) এআইসিসি জনগণের আন্তরিক সেবা সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, প্রায় ৩৩% বেশি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং ১১% তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সেবায় সন্তুষ্ট ছিলেন না বলে মত প্রকাশ করেন। মূলত: প্রকল্প চলাকালীন সেবার চিত্রই এটা। চিত্র ৬ -এ কৃষকদের আন্তরিক ও নিয়মিত পরিষেবার সন্তুষ্টির স্তর দেখানো হলঃ।

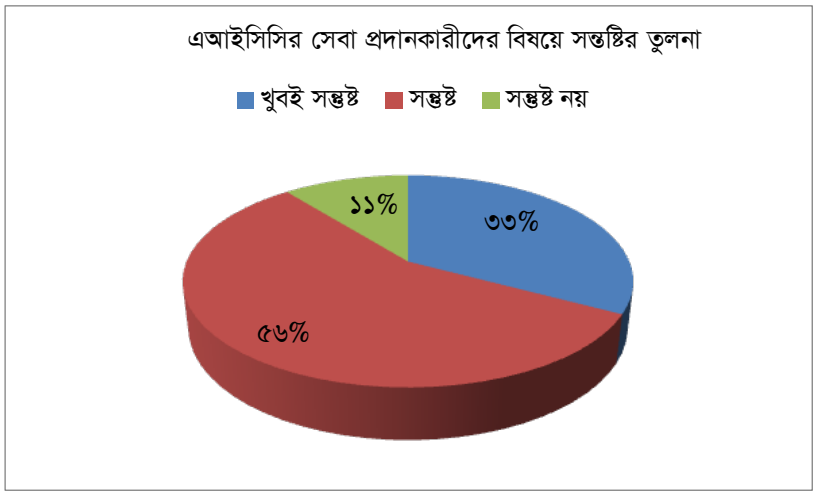

চিত্র ৬: এআইসিসির সেবার ব্যপারে কৃষকের সন্তুষ্টি

৪.৩.৬ এআইসিসি হতে প্রদত্ত তথ্যের গুণমান

বেশিরভাগ কৃষকই বলেছিলেন যে, AICC এর পরিষেবা গুণমানের জ্ঞান, দক্ষতা ও তথ্য অন্যান্য উৎসের চেয়ে ভাল। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় উপকারভোগী কৃষদের মতে এআইসিসি হতে প্রাপ্ত তথ্য সেবা তুলনামূলকভাবে ভাল। অন্যান্য উৎসের তুলনায় এই কেন্দ্রগুলি থেকে ভিডিও ও সিনেমার জ্ঞান সহজে বোধগম্য এবং আকর্ষণীয়, পুস্তিকা-বুলেটিনে প্রকাশিত প্রযুক্তি সহজে ব্যবহারযোগ্য ছিল, যা প্রকল্প সমাপ্তির পর আর অব্যাহত থাকেনি।

৪.৩.৭ এআইসিসি-ও অপারেটরদের কৃষি বিষয়ে জ্ঞান এবং তথ্যের ব্যবহার

জরিপে প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যায় প্রকল্প চলাকালে এআইসিসি (AICC) থেকে কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্য ব্যবহারের ফলে কৃষকরা কৃষিতে উৎপাদন, রোগ ও কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংগ্রহ ও উত্তম বিপণন এবং তাদের ফসলের যথাযথ মূল্য পাওয়ায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এটি FGD এবং KII থেকে পাওয়া তথ্যের সাথে ব্যাপকভাবে গরমিল ছিল (অনুচ্ছেদ ৪.৭ এবং ৪.৮)। অভিযোগ উত্থাপিত হয যে, তারা কোনো বিপণন বা মার্কেটিং লিঙ্ক থেকে সহায়তা আশানুরূপ পায়নি এবং তারা তাদের উৎপাদনের দর-দামের তথ্যও আশানুরূপ পায়নি। ফলে পণ্যেও ন্যায্যমূল্য থেকে বরাবরই বঞ্চিত হয়েছে।

৪.৩.৮ কৃষকের মোবাইল ফোনের ব্যবহার

কৃষকরা কি ধরণের মোবাইল ফোন সেট ব্যবহার করে তা জানার জন্য তথ্যসংগ্রহকারী দল কৃষকদের ব্যবহৃত ফোন সেট ব্যবহারের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। এই জরিপে কৃষকদের ৮৭২ (৭৩%) কৃষক সাধারণ ফোন ব্যবহার করে এবং ২৭৫ কৃষক (২৩%) স্মার্টফোন ব্যবহার করে । বাকী কৃষকরা (৪.৩%) কোনো ফোন সেট ব্যবহার করেন না।

চিত্র ৭: কৃষকের মোবাইল ফোন ব্যবহার

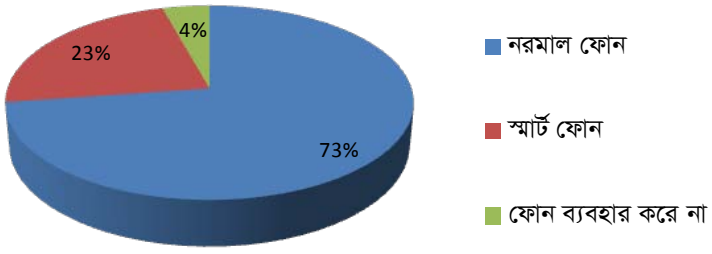

সমীক্ষা ফলাফলে দেখা যায়, বেশীর ভাগ কৃষক ৭০৯ (৫৯%) যারা AICC- এর দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিদের কাছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যে কোনো কৃষি সমস্যার প্রতিকার বিষয়ে তথ্য বা সমাধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে সমাধান পেয়েছিলেন। শতকরা ৫৯ ভাগের বেশি কৃষকরা জানান, তারা AICC এর দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ পেয়েছেন। কিন্তু প্রায় ৪১% কৃষক জানান যে, এআইসিসির দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিরা তাদের সমস্যার সমাধান তাৎক্ষনিক দিতে না পারার কারণে বিশেষজ্ঞের ফোন নম্বর দিয়ে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছেন। তারা পরামর্শ মোতাবেক যোগাযোগ করে সমাধান পেয়েছেন। প্রায় ৩৭% কৃষক তাদের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে যোগাযোগ করার জন্য AICC থেকে কেন্দ্রীয় কল সেন্টারের নম্বর দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছে। অন্যদিকে ২৯% কৃষক জানান, তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য কখনও কখনও এক দিন পরে যোগাযোগ করতে বলা হয় এবং সেঅনুযায়ী যোগাযোগ করে সমাধান পেয়েছেন

৪.৪ কৃষি ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব

আলোচ্য সমীক্ষায় প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমুহের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সেবা প্রদানের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের ফসলের সুরক্ষা, ফলন, বাজার সুবিধা ও আয়, ইত্যাদি দিকগুলোতে কি পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তা বের করে প্রকল্পের প্রভাব হিসাবে দেখানো হয়েছে। এখানে সমীক্ষার নমুনায়িত প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকার পূর্বাপর পরিবর্তন হারের পার্থক্যকে তুল্যমান হিসেবে প্রকল্প প্রভাব রূপে সরলিকৃতভাবে গণ্য করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকদের মাঝে উন্নত কৃষি প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা ছড়িয়ে দেয়। এছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং তার প্রভাবও রয়েছে কৃষি উন্নয়ণ ও কৃষকদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে। তাই সর্বত্র কৃষকের ফলন ও আয় কম-বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য নমুনায়িত প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকায় এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। এর সঙ্গে নমুনা কৃষকদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা এখানে আলোচনা করা হলো।

৪.৪.১ ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ, সুরক্ষা এবং বাজারে প্রবেশাধিকার বিষয়ক পরিবর্তন

কৃষকদেরকে কিছু নির্বাচিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এসব প্রশ্নের মধ্যে ছিল: এআইসিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য জ্ঞান ব্যবহারের ফলে পাঁচ বছর আগের তুলনায় রোগ-বালাই হতে মাঠে ফসল রক্ষা, ফসল কর্তন বা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকালীন ক্ষতি, সংরক্ষণকালীন ক্ষতি এবং কৃষিপণ্য বাজারজাত করণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁদের কি কি পরিবর্তন হয়েছে। উত্তরে ৯১% উত্তরদাতা জানান যে, উন্নত ফসল সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে

তথ্য জ্ঞান জোরদারভাবে ব্যবহার করে তাঁরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন (সারণী ১৫)। আগে, তারা বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের ফসল রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত এবং সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এখন, তারা আইপিএম/ আইসিএম পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং রোগ-বালাই হতে সহনীয় পর্যায়ে ক্ষতির সীমা (৫% এর নীচে) নামিয়ে এনেছেন। ৮৯% উত্তরদাতা উন্নত ফসল সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কে তথ্য জ্ঞান ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছেন এবং ক্ষতির সীমা ২% এর নীচে নামিয়ে আনতে পেরেছেন। এ জন্য তাঁরা উপযুক্ত সময়ে ফসল কর্তন/সংগ্রহ করেন এবং প্যাডেল বা যন্ত্রচালিত থ্রেশার/ব্লোয়ার ব্যবহার করে প্রক্রিয়াজাত করেন। একইভাবে, ৮৩% উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁরা দানাদার শস্য যথোপযুক্ত পর্যায়ে শুকিয়ে এবং বায়ুশুণ্য পাত্র বা কন্টেইনারের মধ্যে আটকে রাখার কারণে ২% এর নীচে ক্ষতির সীমা কমিয়ে আনতে পেরেছেন। প্রায় ৭০% কৃষক জানান, তাঁরা যথাক্রমে উপকরণ ও কৃষিপণ্য ক্রয় এবং বিক্রয় করার জন্য তুলনামূলকভাবে উন্নত বাজার তথ্য/সংযোগ ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছেন।

সারণী ১৪: এআইসিসির তথ্য ব্যবহারের সুবিধা সম্পর্কে কৃষকের মতামত

সুবিধা	উত্তরদাতা		এস.ডি	উপকার সম্পর্কে কৃষকের উপলব্ধি
	সংখ্যা	%		
উন্নত ফসলের সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তথ্য ব্যবহার করে উপকৃত হন	৯৯৫	৯১	২৭.৫	রোগ-বালাই হতে ক্ষতির সীমা সহনীয় পর্যায়ে (৫% এর নীচে) রাখতে পারেন। ফসল রক্ষা করতে কৃষক আইপিএম/ আইসিএম পদ্ধতি অনুসরণ করেন।
ফসল সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কে তথ্য ব্যবহার করে কৃষকরা উপকার লাভ করেছেন।	৯৬৭	৮৯	২৫.৬	ক্ষতির সীমা ২% এর নীচে কমানো সম্ভব। কৃষকরা ধানের জন্য প্যাডেল বা যন্ত্রচালিত থ্রেশার ব্যবহার করেন। ফসল চাষে সঠিক সময় অনুসরণ করেন।
উন্নত স্টোরেজ তথ্য সম্পর্কে তথ্য ব্যবহার করে কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন।	৯০৭	৮৩	২৪.৮	২% এর নীচে ক্ষতি সীমা কমানো সম্ভব কৃষকরা যথোপযুক্ত পর্যায়ে তাদের ফসল শুকিয়ে ফেলেন এবং বায়ু আঁটযুক্ত কন্টেইনারের মধ্যে স্টোর করেন।
যথাক্রমে উপকরণ ও উৎপাদিত পন্য ক্রয় এবং বিক্রয় করার জন্য ভাল বাজারের তথ্য/ সংযোগ ব্যবহার করে কৃষকরা উপকৃত হন	৭৫৭	৬৯	২১.৯	যুক্তিসঙ্গত বাজারমূল্যে কিনতে ও বিক্রি করতে পারে।
মোট উত্তর দাতা	১০৯২			

৪.৬.২ নির্বাচিত ফসল ফলনের প্রভাব

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল এআইসির সেবার দ্বারা ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। সুতরাং উৎপাদনশীলতায় পরিবর্তন বের করার জন্য কিছু নির্বাচিত উৎপাদিত ফসলের উপর প্রকল্প এবং কন্ট্রোল এলাকায় জরিপের অনুসন্ধান করা হয়েছে। এখানে, সামগ্রিকভাবে ধান, গম, ভুট্টা ও সবজি চাষের রিপোর্ট পাওয়া যায়। **সারণী-১৬ এ** প্রকল্প শুরুর আগে এবং পরে অবস্থা অনুযায়ী ধান, গম, ভুট্টা ও সবজি উৎপাদনে শতকরা (%) পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। এই পরিবর্তন যথাক্রমে ১০.৮%, ৮.৫%, ১৭.১২% এবং ১৬.৫৯% এবং একইভাবে কন্ট্রোল এলাকায় এটি ৮.২৯%, ৫.৪৫%, ১৫.০৪% এবং ১৪.৪৩% ছিল। ফলাফলে দেখা যায়, প্রকল্প এলাকায় উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করার কারণে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কন্ট্রোল এলাকার তুলনায় প্রকল্প এলাকার উৎপাদনশীলতা বেশী অর্থাৎ ধানের জন্য ২.৫১, গমের জন্য ২.৭, ভুট্টার জন্য ২.০৮ এবং সবজির জন্য ৩.৮৯ শতাংশ।

সারণী-১৫: প্রকল্প এবং কন্ট্রোল এলাকায় নির্বাচিত ফসলের ফলনের পার্থক্য

ফসল	গময়	প্রকল্প এলাকা (টন/হে:)	কন্ট্রোল এলাকা (টন/হে:)	প্রকল্প এলাকায় ফলনের পরিবর্তন (%)	কন্ট্রোল এলাকায় ফলনের পরিবর্তন (%)	প্রকল্প এলাকায় আপেক্ষিক তুল্যমান
ধান	৫ বছর আগে	৫.০১	৪.৯	১০.৮০%	৮.২৯%	২.৫১
	বর্তমানে	৫.৬১	৫.৩			
গম	৫ বছর আগে	২.৮৫	২.৬	৮.১৫%	৫.৪৫%	২.৭০
	বর্তমানে	৩.১০	২.৭			
ভুট্টা	৫ বছর আগে	৬.১৭	৬.১	১৭.১২%	১৫.০৪%	২.০৮
	বর্তমানে	৭.৪৫	৭.১			
শাক-সবজি	৫ বছর আগে	৩০.৫৭	২৯.৮	১৬.৫৯%	১৪.৪৩%	৩.৮৯
	বর্তমানে	৩৫.৬১	৩৪.১	-	-	-

Note: Dry weight has been considered for paddy, wheat and maize,

৪.৬.৩ পরিবারের বার্ষিক কৃষি আয়ের প্রভাব

কৃষকের পারিবারিক আয় পরিবারের জীবন-জীবিকা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। প্রকল্প কার্যক্রমের প্রভাবের ক্ষেত্রে তাই আয় একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। **সারণী-১৭ তে** দেখা যায়, বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় কৃষক পরিবারের মোট গড় আয় বছরে ২,৩০,০২৩ টাকা এবং কন্ট্রোল এলাকায় এটি বছরে ২,১২,৬২৯ টাকা। পাঁচ বছর আগে, প্রকল্প এলাকায় এ আয় ছিল বছওে ২,০২,২২০ টাকা এবং কন্ট্রোল এলাকায় ছিল বছওে ১,৯৪,৮৩০ টাকা। হিসাবে দেখা যায়, বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় মাথাপিছু পরিবারের সদস্য প্রতি মাসিক আয় ৩,৩০৫ টাকা ও কন্ট্রোল এলাকায় ২,৯০৬ টাকা। অন্যদিকে পাঁচ বছর পূর্বে এই আয় ছিল যথক্রমে ৩,০৫৬ টাকা ও ২,৭৯৯ টাকা ।

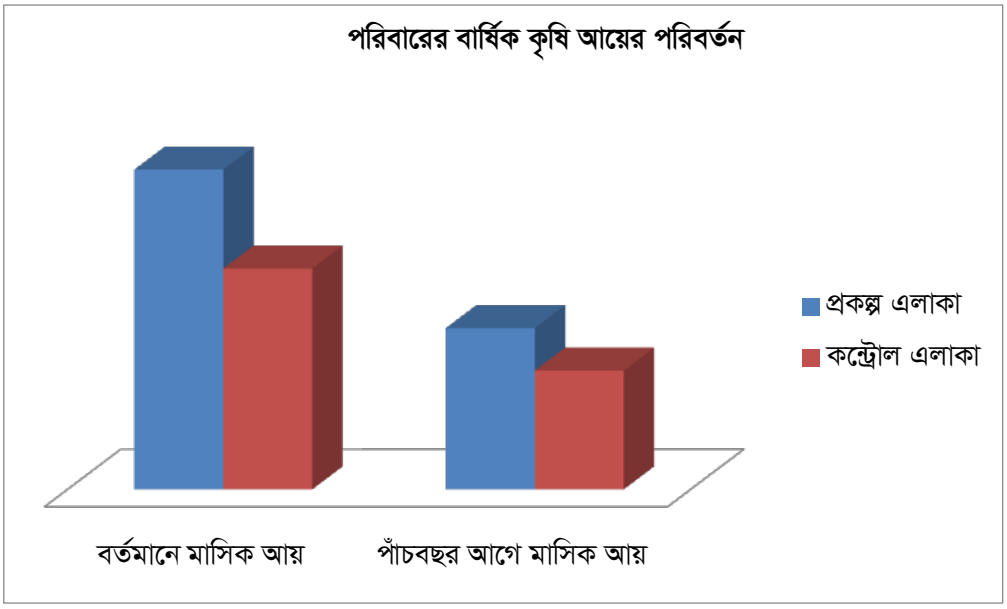

চিত্র ৮: কৃষকের পরিবারের বার্ষিক আয়ের পরিবর্তন

তুলনামূলকভাবে, মোট আয়ের বেলায় শতকরা হারে এই পরিবর্তন প্রকল্প এলাকায় ১৩.৭% ও কন্ট্রোল এলাকায় ছিল ৯.২%। প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পের প্রভাব হিসেবে এ দুই এলাকার পরিবর্তনের পার্থক্যকে বিবেচনা করলে তূল্যমান দাড়ায় শতকরা ৪.৬ যা উৎসাহব্যাঞ্জক। মোট আয়ের মধ্যে কৃষি ফসলের আয় যথাক্রমে প্রকল্প এলাকায় ১,১৬,৪৮৮ টাকা এবং কন্ট্রোল এলাকায় ১১,১১৫ টাকা যা পাঁচ বছর আগের তুলনায় যথাক্রমে প্রকল্প এলাকার জন্য ২.৫% এবং কন্ট্রোল এলাকায় ০.৮% বেড়েছে। এখানে প্রকল্পের প্রভাব হিসাবে তুল্যমান দাঁড়ায় শতকরা ১.৬ যা কম মনে হলেও হতাশাজনক নয়। চলতি বছরে প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্য হতে পারিবারিক আয় প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকায় যথাক্রমে ৬৪,৪৩২ টাকা ও জন্য ৫৫,২৩৩ টাকা। প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকার পূর্বাপর পরিবর্তনের হার যথাক্রমে শতকরা ২৯.৯ এবং এবং শতকরা ১৭.৮ এবং প্রকল্পের প্রভাব হিসাবে তুল্যমান দাড়ায় শতকরা ১২ যা ফসলের তুলনায় পাঁচ গুণের মত। এর প্রধান কারণ অনেকটা সুবিদিত যার মধ্যে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়া, কৃষি জমি হ্রাস, উৎপাদন খরচের তুলনায় কৃষি ফসলের কম বাজার মূল্য, কম খরচে লাভজনকভাবে উৎপাদন প্রযুক্তির প্রাপ্তি/ব্যবহারের অভাব ইত্যাদি। প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকার অ-কৃষি থেকে আয় যথাক্রমে ৪৯,১০৩ টাকা এবং ৪৬,৩০৯ টাকা। এ উৎসের শতাংশের পরিবর্তন পাঁচ বছর আগের তুলনায় যথাক্রমে প্রকল্প এলাকায় ২৬.১ এবং কন্ট্রোল এলাকায় ২২.৮ শতাংশ এখানে প্রভাব দাড়ায় শতকরা ৩.২। কৃষি তথ্য পরিসেবাসমূহের কারণে খামার পরিবারের আয়ের উপর প্রভাব সামান্য হলেও পড়েছে বলা যায়।

সারণী ১৬: প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকার প্রধান উৎস থেকে আয় পার্থক্য

আয়ের উৎস	আয়ের সময়	প্রকল্প এলাকার কৃষক (টাকা/বছর)	কন্ট্রোল এলাকার কৃষক (টাকা/বছর)	প্রকল্প এলাকায় আয়ের পরিবর্তন (%)	কন্ট্রোল এলাকার আয়ের পরিবর্তন (%)	আপেক্ষিক পরিবর্তন (%)
কৃষি ফসল	৫ বছর আগে	১১৬৪৮৮	১১১১৫৬	২.৫%	০.৮%	১.৬
	বর্তমানে	১১৩৬৮৮	১১০২৫৮			
গবাদি পশু ও মৎস	৫ বছর আগে	৬৪৪৩২	৫৫২৩৩	২৯.৯%	১৭.৮%	১২.০
	বর্তমানে	৪৯৬১৫	৪৬৮৭৫			
অ-কৃষি	৫ বছর আগে	৪৯১০৩	৪৬৩০৯	২৬.১%	২২.৮%	৩.২
	বর্তমানে	৩৮৯৪৫	৩৭৬৯৭			
কৃষি মোট	৫ বছর আগে	২৩০০২৩	২১২৬৯৮	১৩.৭%	৯.২%	৪.৬
	বর্তমানে	২০২২৪৮	১৯৪৮৩০			

অন্যভাবে দেখলে, চলতি বছর বিভিন্ন উৎস হতে আয়ের অংশ হিসেবে প্রকল্প ও কন্ট্রোল এলাকায় যথাক্রমে প্রায় ৫০.৬% এবং ৫২.৩% আয় আসে। বিশেষত, কৃষি ফসল উপখাত থেকে যা ৫ বছর আগে ছিল যথাক্রমে ৫৬.২% এবং ৫৬.৬%। (সারণী - ১৮)। অতএব শতকরা ভাগের পরিবর্তন -১.৩ শতাংশ যার মানে ফসল হতে আয়ের অবদান ১.৩ শতাংশ কমে গিয়েছে। একইখাতে অ-কৃষি আয়ের প্রভাব (-০.২%) কমেছে যখন এটি পশু ও মৎস্য আয়ের (১.৫%) জন্য ইতিবাচক ছিল। এটা প্রকল্পের উদ্দেশ্যেও সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

সারণী ১৭: বিভিন্ন উৎস থেকে পরিবারের শতকরা আয় পার্থক্য

আয়ের উৎস	আয়ের সময়	প্রকল্প এলাকা (মোট আয়ের শতকার % ভাগ)	কন্ট্রোল এলাকা (মোট আয়ের শতকার % ভাগ)	প্রকল্প এলাকা (পরিবর্তন শতকার % ভাগ)	কন্ট্রোল এলাকার (পরিবর্তন শতকার % ভাগ)	আপেক্ষিক পরিবর্তন
কৃষি ফসল	৫ বছর আগে	৫০.৬	৫২.৩	-৫.৬	-৪.৩	-১.৩
	বর্তমানে	৫৬.২	৫৬.৬			
গবাদি পশু ও মৎস	৫ বছর আগে	২৮.০	২৬.০	৩.৫	২	১.৫
	বর্তমানে	২৪.৫	২৪.০			
অ-কৃষি	৫ বছর আগে	২১.৪	২১.৭	২.১	২.৩	-০.২
	বর্তমানে	১৯.৩	১৯.৪			
কৃষি ফসল	৫ বছর আগে	১০০.০	১০০.০	-	-	-
	বর্তমানে	১০০.০	১০০.০	-	-	-

৪.৭ ফোকাস গ্রুপ আলোচনার (FGD) তথ্য পর্যালোচনা

এই মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় ১০টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGDs) পরিচালিত হয়। FGD পরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষক, AICC সদস্য, সাধারণ মানুষ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, কর্মকর্তা ও সমাজের অন্যান্য সদস্যদের প্রকল্পের কাজ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করা। প্রতিটি FGD তে ৮-১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিল। প্রকল্পের ১০ টি নির্বাচিত জেলার দশটি নির্বাচিত উপজেলায় এই এফজিডি পরিচালিত হয়। এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সাথে আলোচনার প্রধান বিষয়টি ছিল এআইসিসির সেবা এবং এর কার্যক্রম। এআইসিসি সেবা এবং এর কার্যক্রম নিয়ে উপস্থিত সদস্যদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়। শেষে তাদের ধারণা এবং মতামত চাওয়া হয়। FGD- এর অধিকাংশ সদস্যই AICC এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। FGD থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও মতামতগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল। (আর্থ-সামাজিক প্রভাব আলোচনায় ও FGD ও KII এর তথ্য যথাসম্ভব Triangulation করা হয়েছে)ঃ

- কৃষকরা প্রকল্প চলাকালীন সময়ে চাষাবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বই লিফলেট পেয়েছে; ভিডিও এর মাধ্যমে ফসলের রোগ-বালাই দমন, মাছ/হাঁস-মুরগী/গাভী পালন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে পেরেছে;
- আগের তুলনায় এখন ফসলের ফলন কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সংরক্ষণ করা ও বাজারজাত করা যায় না;
- কৃষক জানায় যে তারা বিষমুক্তভাবে পোকা দমন বিষয়ে জানতে পেরেছে, যা চাষাবাদের ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক হয়েছে;
- ICT ল্যাব থেকে কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছে যা ৩ দিনের ছিল এবং তাতে তেমন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ ছিল না;
- ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ, পোকামাকড় দমন ও সংরক্ষণের ফলে ফসলহানি কমেছে, ফলে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বাজারজাতকরণের বিশেষ কোন ব্যবস্থা না থাকায় ফসলের প্রকৃত মূল্য পাচ্ছে না;
- AICC এর মাধ্যমে অনেক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে বলে কৃষক জানায়; যেমন বালাই নাশক ব্যবহারের ঝুঁকি হ্রাস, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, টি-পদ্ধতি, পুকুর প্রস্তুতির

পদক্ষেপসমূহ, সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা, বিষটোপ ফাঁদ ব্যবহার, হাতজাল দিয়ে পোকা ধরা, কীটনাশক প্রয়োগের পদ্ধতি, জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানচাষ পদ্ধতি, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদি;

- AICC ও ICT ল্যাব থেকে প্রাপ্ত কৃষি তথ্য ও কৃষি প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে আগের তুলনায় আর্থিক লাভবান হয়েছে।
- ডিজিটাল কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে জানার কারণে ফসল উৎপাদন অনেক পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ফটোকপি, ছবি তোলা, কৃষি সমস্যার জন্য ঢাকায় বিশেষজ্ঞদের সাথে ই-মেইল এর মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায় AICC এর মাধ্যমে;
- আগে ইউরিয়া ব্যবহার করা হত। গুটি সারের ব্যবহার শেখা হয়েছে। ফলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সার ব্যবহারের পরিমাণ কমেছে;
- নতুন কোন প্রযুক্তি আসলে কৃষকরা জানতে পারে।
- উন্নত জাতের ফসলে চাষাবাদ ও দ্রুত সমস্যা সমাধানের কারণে ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাখির মাধ্যমে পোকামাকড় দমন, IPM এর ব্যবহার উন্নত মানের ফসল সংরক্ষণের ফলে ফসলহানি কমেছে; এআইসিসি থেকে তথ্য পেয়ে ঘরোয়াভাবে আগের থেকে আরও ভালভাবে ফসল সংরক্ষণ করতে পারে;
- উন্নত প্রযুক্তি বাস্তবায়নে উদ্যোগী কৃষক তৈরী করা দরকার বলে কৃষকরা জানিয়েছে;
- কৃষকরা জানায় যে তারা সেবা গ্রহণের ফলে কৃষি চাষাবাদের সমস্যা সমাধান করতে পারে। তাই AICC কৃষি সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে;
- AICC প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে কৃষি সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কৃষি অফিস অথবা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ এবং গ্রাম পর্যায়ে IPM, ICM ও AICC প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সাধারণ কৃষক হাতের নাগালে কৃষি তথ্য সেবা পায়;
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ এবং কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ এবং AICC কে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা এর সেবার মান অত্যন্ত ভালো করতে সহায়ক হবে;
- কৃষকরা একটি বাড়ি একটি খামার পদ্ধতি সম্পর্কে জানে এবং সমন্বিত কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে জানে;
- প্রান্তিক কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কৃষি প্রযুক্তি ই-কৃষি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার।
- এআইসিসির কর্মকর্তাদের কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে আরো বেশী জ্ঞান থাকা দরকার। অনেক সময় তারা প্রয়োজনীয় সমাধান দিতে পারে না।

বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

পরামর্শক দল এফজিডির তথ্য পর্যালোচনা করে এটা বুঝতে পেরেছে যে কৃষকরা এআইসিসির কার্যক্রমকে গুরুত্ব সহকারে দেখেছে। এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে কৃষকরা এআইসিসি থেকে তথ্য পেয়ে লাভবান হয়েছে। এআইসিসির সেবার মান আরো ভাল হওয়া প্রয়োজন এবং এআইসিসির কর্মকর্তাদের কৃষি বিষয়ে আরোও দক্ষ হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন। যাতে তারা দ্রুত সেবা দিতে পারে। স্থানীয় স্কুল, কলেজ এবং কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ এবং AICC কে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা এবং এর সেবার মান অত্যন্ত ভালো করা প্রয়োজন। সেজন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাটি দীর্ঘমেয়াদী ও শক্তিশালী হওয়া উচিৎ ছিল বলে মতামত প্রদান করেন। বর্তমানে মনিটরিং ও সহায়তার অভাবে এআইসিসিগুলো ব্যক্তিগত ব্যবসায় ব্যবহার হচ্ছে যা এআইসিসির মূল উদ্দেশ্য ও সেবা কার্যক্রমকে ব্যহত করছে। সুতরাং প্রকল্পটির প্রকৃত কার্যক্রমকে টিকিয়ে রাখতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জরুরীভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া দরকার বলে পরামর্শক দল মনে করেন।

৪.৮ কেআইআই (KII) এবং consultative meeting এর তথ্য পর্যালোচনা

দশটি আঞ্চলিক আইসিটি ল্যাবের প্রকল্প সময়কালীন ও বর্তমান কার্যক্রম জানার জন্য স্থানীয়ভাবে ১০টি KII পরিচালনা করা হয়েছিল। প্রতিটি KII-এ ১জন রেসপনডেন্ট ছিল। তবে consultative meeting-এ ৩-৫ জন সদস্য ছিল। এজন্য প্রয়োজনীয় যাচাইপত্র/নির্দেশাবলী প্রস্তুত করা হয়েছিল। এসব যাচাইপত্র ও নির্দেশাবলী **পরিশিষ্ট-১ (ফরম-গ ও ঘ)** তে সংযুক্ত করা হয়েছে। KIIs এবং consultative meeting থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও মতামতগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ইতিবাচক দিক

Consultative meeting থেকে বেশ কিছু ইতিবাচক পাওয়া গিয়েছে যা নিম্নে দেয়া হলো:

- আগ্রহী কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ ও ধারণা দেওয়ার ফলে উৎপাদন খরচ কমে গিয়েছে যার ফলে কৃষক লাভবান হচ্ছে;
- কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তি কৃষককে দেখানোর ফলে তারা সেসকল প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে ফলে কৃষিক্ষেত্রে তার অবদান পড়ছে;
- কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে কৃষকরা বিভিন্ন বিষয়ে নিজেরাই অন্য কৃষককে পরামর্শ দিচ্ছে;
- বিভিন্ন নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারছে;
- এআইসিসিগুলো তেমন কার্যকর না থাকলেও এআইসিসি (ক্লাবগুলো) আধুনিক যন্ত্রসজ্জিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রকল্প এলাকার কৃষকরা জানে এবং সেবার ব্যাপারে আগ্রহীও বটে;
- প্রকল্পটির সৃষ্ট সেবা টেকসইকরণের ব্যাপারে কৃষকরা মতামত দিয়েছে।

নেতিবাচক দিক

Consultative meeting থেকে বেশ কিছু নেতিবাচক তথ্য বেরিয়ে এসেছে যা নিম্নে দেয়া হলো:

- যন্ত্রপাতির উপযুক্ত ব্যবহার না হওয়ার ফলে অকার্যকর হয়ে পড়েছে;
- এআইসিসি এর কার্যক্রম সীমিত সময়ের জন্য ছিল অর্থাৎ প্রকল্প চলাকালে চালু ছিল এবং সেবা টেকসইকরণের বিষয়ে মতামত দিয়েছে;
- এআইসিসি এর ভৌত অবকাঠামোগত যুগোপযোগী করা প্রয়োজন;
- নেটওয়ার্ক ও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেবা প্রদানে অসুবিধা হয়;
- বর্তমানে কিছু কিছু এআইসিসি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চালু রয়েছে;
- মাঠ পর্যায়ে তদারকি নেই;
- অনেক যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে যথাযথ সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না;
- এআইসিসি এর সাথে সরাসরি ডিএই কে সম্পৃক্ত করা হয়নি;
- এআইসিসি এর দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকদের দক্ষতা উন্নয়নে মনিটরিং এর মাধ্যমে আরও প্রশিক্ষণ দিয়ে মোটিভেশন বাড়াতে হবে;
- কেন্দ্র অপারেটররা তেমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়;
- প্রত্যন্ত এলাকায় ইন্টারনেট এর ধীর গতি। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে;
- আইসিটি জ্ঞান কম থাকার কারণে কৃষকদের যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে;
- এআইসিসিগুলোতে লিফলেট, ব্যানার ইত্যাদির ঘাটতি রয়েছে।

পরামর্শক দল পর্যালোচনা করে এটা বুঝতে পেরেছে যে কৃষক সংগঠন নির্বাচন, সংগঠন চলমান রাখাসহ ডিএই এর মাধ্যমে এআইসিসি এর কাজগুলি (আইপিএম, আইসিএম, সিআইজি ক্লাবগুলোর মধ্যে ভালো ক্লাব নির্বাচন) বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন ছিল। এআইসিসির প্রদত্ত মালামালের সঠিক ব্যবহার ও যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে কিনা তা তদারকির করা করার জন্য মনিটরিং এর ব্যবস্থা থাকা উচিৎ ছিল। আইপিএম ক্লাব হতে ডিএই এর তত্ত্বধানে এআইসিসি নির্বাচন করা এবং মনিটরিং এর ব্যবস্থা করে কৃষক সংগঠনকে উৎসাহিত করা উচিৎ ছিল। কৃষি তথ্য সার্ভিসের মাধ্যমে এআইসিসি চালু হলেও ডিএই এর উপজেলা অফিসার ও মাঠ পর্যায়ের কৃষি অফিসারের সহযোগিতা ও তদারকিতে এআইসিসি চালু রাখার বিষয়ে চিন্তা করা উচিৎ ছিল। সংগঠনের অর্থ নিজেরা ব্যবহার না করে, সংগঠনের কাজে ব্যবহার সুনিশ্চিত করে নিজেদের জীবনের মান উন্নয়ন করা, দলগঠন, দল গঠনে সহায়তা প্রদান, আধুনিক স্বনির্ভরতামূখী প্রশিক্ষণ প্রদান, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানোর জন্য উন্নয়ন মেলা, তথ্য মেলা, ডিজিটাল মেলার আয়োজনের ব্যপারে পদক্ষেপ থাকা উচিৎ ছিল। পরামর্শক দল আলোচনা থেকে আরো বুঝতে পেরেছে যে, প্রকল্প হতে সৃষ্ট সেবা টেকসইকরণের জন্য প্রকল্প পরবর্তী টেকসই (সাস্‌টেইনেবল্‌) পরিকল্পনা থাকা ও বাস্তবায়ন জরুরী ছিল।

৪.৯ আঞ্চলিক কর্মশালার তথ্য বিশ্লেষণ

প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট এআইসিসি কর্মকর্তা, উপকারভোগী কৃষক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, এলাকার প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ২২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে শ্রীমংগলে এক দিনের একটি অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছিল। কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের প্রভাব, বিশেষ করে AICC এর বর্তমান অবস্থা, কৃষক অংশগ্রহণ এবং প্রকল্পের শক্তি, দূর্বলতা এবং প্রকল্পের সুযোগ, এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রকল্প প্রস্তাবনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে স্টেকহোল্ডারের সাথে সরাসরি আলোচনা করা। আইএমইডি এর সাথে পরামর্শ করে স্থানটি নির্বাচন করা হয়েছিল। কর্মশালা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত এবং পরামর্শকদাতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। আইএমইডি পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব তাজকেরা খাতুন উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত থেকে কৃষক ও স্টেকহোল্ডারের সাথে প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরাসরি মতবিনিময় করেন।

কর্মশালা থেকে জানা যায় যে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে এআইসিসির কার্যক্রম ভাল ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা স্থবির হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয় মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নাই। যন্ত্রপাতি আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তা মেরামতের ব্যবস্থা নাই। ভাতা না থাকায় এআইসিসি কর্মকর্তা কাজ করতে আগ্রহী নয় বলে জানান। কিন্তু কৃষকের মধ্যে এআইসিরি কার্যক্রম বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। আঞ্চলিক কর্মশালা থেকে বক্তব্য উঠে আসে যে প্রয়োজনীয় ভাতা ও সাস্‌টেইনেবল্‌ পরিকল্পনা না থাকার জন্য এআইসিসির কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে; যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অন্তরায়।

৪.১০ ছাপানো এবং ডিজিটাল তথ্য সেবা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে ডকুমেন্টারী ফিল্ম বা ভিডিও দেখানো এ প্রকল্পের অধীনে আইসিটি ল্যাবের অগ্রাধিকারমূলক কাজ। প্রকল্প সময়কালে প্রায়ই মোবাইল ভ্যানে এই ধরনের ডকুমেন্টারী চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হত। অনেক মানুষ এই কৃষি বিষয়ে চলচ্চিত্রগুলো উপভোগ করত। কৃষি সমস্যার বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নত পদ্ধতি এবং কৌশল শিখার সুযোগ ছিল। দলীয় আলোচনা (FGD) এবং কেআইআই (KII) -এর বেশির ভাগ অংশগ্রহণকারী পরামর্শকদের নিকট তথ্যপ্রাপ্তি কার্যকর ছিল বলে মতামত জানায়। ৬৯১ (৯.৬৩%) কৃষক জানায় যে প্রকল্প চলাকালে তারা ডকুমেন্টারী/ভিডিও চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির পর তারা আর তা দেখেনি। মোবাইল ভ্যানের ডকুমেন্টারি / ভিডিও শো দেখে, বেশিরভাগ কৃষক ৯৭৬ (৮৯%) উপকৃত হয়েছে এবং জরিপের ফলাফলগুলিতে পাওয়া যায় যে, মোবাইল ভ্যান শো থেকে কৃষি বিষয়ক নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিখেছে। কিন্তু প্রকল্পটি বন্ধের পর, মোবাইল ভ্যান চলচ্চিত্রের অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। গত দুই বছরে কৃষকদের কোনও কৃষি বিষয়ক ডকুমেন্টারি ফিল্ম/ভিডিও দেখানো হয়নি। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং আইসিটির মাধ্যমে কৃষি তথ্য ছড়িয়ে দেয়ার কাজ জোরদার, নিবিড় ও আধুনিকায়ন নিশ্চিত করার জন্য ১০টি আঞ্চলিক তথ্য ভান্ডার, ১৮টি ভিডিও ডকুমেন্টারী, সেই সাথে বিভিন্ন ধরণের ছাপানো তথ্য প্রদান করা হয়েছিল। এই ডিজিটাল তথ্যকেন্দ্রগুলিতে যন্ত্রপাতিসজ্জিত ১টি মোবাইল ভ্যান, ১০টি রিপোর্টিং ভ্যান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

সুতরাং উপরোল্লিখিত পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে এটা পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী আঞ্চলিক আইসিটি ল্যাব এবং এআইসিসিমূহ থেকে কৃষকদের যে ছাপানো ও ডিজিটাল তথ্য সেবা (যেমন ভিডিও ডকুমেন্টারী দেখানো, কৃষি বিষয়ক ছাপানো তথ্য) ইত্যাদি সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল তা প্রকল্প শেষ হওয়ার পর আর দেয়া হয়নি। সুতরাং কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে এআইসিসি পরিকল্পিত অবদান রাখতে পারছে না।

৪.১১ প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডের আওতায় এআইসিসি সদস্যদের তিন দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যেন তারা দক্ষতার সাথে তথ্য সেবা দিতে পারেন। এই তিন দিনের প্রশিক্ষণ AICC- এর সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন যথেষ্ট ছিল না। FGDs এবং KII এর সকল অংশগ্রহণকারীরা বিষয়টি নিশ্চিত করেন। কিন্তু জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, AICC এর সদস্যদের জ্ঞান এবং দক্ষতা তুলনামূলকভাবে ভাল পাওয়া যায়। জরিপে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যক (৩৭%) কৃষক কৃষি বিষয়ে খুব দক্ষ, ৩৫% মাঝারি দক্ষ, ১৯% কোনরকমভাবে দক্ষ এবং বাকীরা দক্ষ নয় বলে মতামত দিয়েছেন। চিত্র ৯ তে এআইসিসির অপারেটরসদের দক্ষতার তুলনামূলক একটি চিত্র দেয়া হয়েছে।

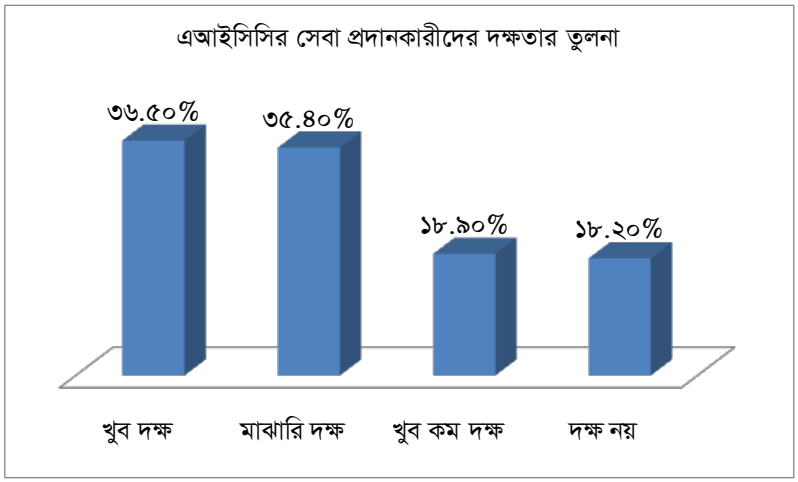

চিত্র ৯: এআইসিসির সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতার তুলনা

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন মোট ৪৫,০০০ কৃষককে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছে বলে উল্লেখ আছে। পরামর্শক দল ৬৮টি উপজেলায় ১০৯২ জন কৃষকের সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তথ্য জেনেছেন যে ৩৮.১% কৃষক বিভিন্ন বিষয়ে (যেমন কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট, বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি) ট্রেনিং পেয়েছেন এবং ৬১.৯% কৃষক কোন প্রশিক্ষণ পাননি। নিম্নে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ও ধরণ সারণী ২০ এ দেয়া হলঃ

সারণী ১৮: আইসিটি ল্যাব হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা

প্রশিক্ষণ	কৃষকের সংখ্যা	শতকরা হার
প্রশিক্ষণ পেয়েছে	৪১৬	৩৮.১
প্রশিক্ষণ পায়নি	৬৭৬	৬১.৯
মোট	১০৯২	

প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে জানতে চাইলে মাত্র ১৩৪ জন (১২%) উত্তরদাতা প্রশিক্ষণ মানসম্পন্ন ছিল বলে জানায় এবং ৯৫৮ জন (৮৭.৭%) উত্তর দাতা জানায় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাটি মানসম্পন্ন ছিল না। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা প্রশিক্ষণের মেয়াদ অত্যন্ত অল্প (৩ দিন) বলে জানায়। তারা আরো জানায় যে, প্রশিক্ষণ আরোও তথ্যবহূল হওয়া প্রয়োজন ছিল। নিম্নে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা সারণী ১৯ এ দেয়া হলঃ

সারণী ১৯: প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকদের মতামত

উত্তরের ধরণ (হ্যাঁ/না)	কৃষকের সংখ্যা	শতকরা হার
প্রশিক্ষণের মান ভাল	১৩৪	১২.৩
প্রশিক্ষণের মান ভাল না	৯৫৮	৮৭.৭
মোট	১০৯২	

পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পে লক্ষমাত্রা অনুযায়ী কৃষকদের (২৫টি ব্যাচ) এবং সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের (১২টি ব্যাচ)-এর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের আওতায়: (ক) আইসিটি ইন এগ্রিকালচার (১৩টি ব্যাচ), (খ) ইনকাম জেনারেশন থ্রু ই-এগ্রিকালচার (৪টি ব্যাচ), (গ) ই-কৃষি ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (৪টি ব্যাচ), এবং (ঘ) আইসিটি ফর সাসটেইনেবল এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (৪টি ব্যাচ) প্রশিক্ষণ দেয়া হয় । ১২ টি ওযার্কশপ/সেমিনার যেখানে ব্যক্তিবর্গ, বিজ্ঞানী, ডিজিটাল বিশেষজ্ঞগণসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জরিপে প্রকল্প সমাপ্তির পরে এ ধরণের কোন প্রশিক্ষণ অথবা কোন ওযার্কশপ/সেমিনারের তথ্য পাওয়া যায় নাই। প্রকল্প চলাকালীন যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তার মেয়াদও ছিল খুব অল্প (৩দিন) এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা খুব একটা দক্ষ হতে পারে নাই। ফলে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তারা প্রকৃতপক্ষে কর্মক্ষেত্রে কাঙ্খিত তেমন কোন অবদান রাখতে পারে নাই। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি যথোপযুক্ত ছিল না। ফলে প্রক্ষিণের মাধ্যমে দক্ষ কৃষক জনগোষ্ঠী তৈরী করা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ফলপ্রসু হয় নাই।

৪.১২ ডিজিটাল নলেজ ব্যাংকের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় একটি কেন্দ্রীয় নলেজ ব্যাংক এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে ১০ ডিজিটাল নলেজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই নলেজ ব্যাংকগুলো প্রকল্প চলাকালীন সময়ে অনলাইনে ছিল কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির পর বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অনলাইনে কৃষকদের কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে ডিজিটাল তথ্য সরবরাহ করার পরিকল্পনাটি ফলপ্রসু হয় নাই বলে পরামর্শক দল মনে করেন।

৪.১৩ ক্রয়কৃত যানবাহনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের অনুকূলে ১ টি মোবাইল সিনেমা ভ্যান, ১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ভ্যান, ১টি স্মল রিপোর্টিং ভ্যান, ২৩ টি মটর সাইকেল ক্রয় করা হয় যা প্রকল্প শেষ হওয়ার পর বর্তমানে কৃষি তথ্য সার্ভিস এর সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক অফিসে সরকারী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। নিম্নে সারণী ২২ এ বিস্তারিত দেয়া হলঃ

সারণী ২০: ক্রয়কৃত যানবাহনের বর্তমান অবস্থা

ক্রমিক নং	যানবাহনের ধরন	সংখ্যা	বর্তমানে ব্যবহারকারী অফিসের নাম	কি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ?
১	মোবাইল সিনেমা ভ্যান	০১ টি	কৃষি তথ্য সার্ভিস, সদর দপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।	মাঠ পর্যায়ে কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন ডকুমেন্টরী, ফ্লিম, ফিলার, কৃষি সিনেমা ইত্যাদি প্রর্দশনে ব্যবহার করা হচ্ছে।
২	ডাবল কেবিন পিক আপ	০১টি	কৃষি তথ্য সার্ভিস, সদর দপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।	কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।
৩.	স্মল রিপোর্টিং ভ্যান	১০ টি	১. কৃষি তথ্য সার্ভিস, সদর দপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। ২. আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসারের কর্যালয়, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খুলনা। ৩. আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসারের কার্যালয়, কৃষি তথ্য সার্ভিস, চট্টগ্রাম। ৪. আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসারের কার্যালয়, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর। ৫. আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসারের কার্যালয়, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাজশাহী।	অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন সংস্থা থেকে কৃষি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ, নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, এআইসিসি পরির্দশন ও মনিটরিং, কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালার সংবাদ সংগ্রহ, কৃষি ও কৃষি প্রযুক্তি মেলা আয়োজনসহ সরকারী প্রচার ও প্রকাশনা কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

			৬. আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসারের কার্যালয়, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বরিশাল। ৭. আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসারের কার্যালয়, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লা। ৮. আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসারের কার্যালয়, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাঙ্গামাটি। ৯. আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসারের কর্যালয়, কৃষি তথ্য সার্ভিস, সিলেট। ১০. সহকারী কৃষি তথ্য অফিসারের কার্যালয়, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ময়মনসিংহ। **মোট = ১০ টি**	
৪	মোটর সাইকেল	২৩ টি	কৃষি তথ্য সার্ভিসের ১০ টি আঞ্চলিক অফিসে ১০ টি এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে ০৩ টি। **মোট=২৩ টি**	ঐ

৪.১৪ প্রকল্পের কেইস স্টাডি

কেইস স্টাডি - ১

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্যাদি

নাম	:	মো: আব্দুল মান্নান, সভাপতি
মোবাইল	:	০১৯৩৭০৪৩৬২৬
ক্লাবের/এআইসিসির নাম	:	হাড়িয়া চৌধুরীপাড়া আইপিএম ক্লাব
গ্রামের নাম	:	হাড়িয়া চৌধুরীপাড়া
উপজেলা	:	সোনারগাঁও
জেলা	:	নারায়নগঞ্জ

মো: আব্দুল মান্নান, একজন সফল উপকারভোগী কৃষক ও সভাপতি হাড়িয়া চৌধুরীপাড়া আইপিএম ক্লাব, সোনারগাঁও

মো: আব্দুল মান্নান, সোনারগাঁও উপজেলার, হাড়িয়া চৌধুরীপাড়া গ্রামের একজন কৃষক। তিনি হাড়িয়া চৌধুরীপাড়া আইপিএম ক্লাবের সভাপতি। তিনি এআইসিসির কার্যক্রমের সাথে শুরু থেকে জড়িত আছেন। তিনি এআইসিসি থেকে নানা ধরণের সুফল ভোগ করেছেন এবং কৃষকের মাঝে তা ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি প্রতি মাসে একবার করে কৃষক সমাবেশের আয়োজন করেন। এসব সমাবেশে গড়ে ১০-১৫ জন কৃষ্ক অংশগ্রহন করে। উক্ত সমাবেশ এলাকার কৃষি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং সবাই মিলে এআইএস হতে প্রাপ্ত পুস্তিকা, বুলেটিন, ফোল্ডার, লিফলেট, ইত্যাদিতে সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে সমাধান দেন। কখনও কখনও সভায় এলাকার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা উপস্থিত থাকেন ও এ ব্যাপারে সহায়ক পরামর্শ দেন। প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যম্যে বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তির উপর ভিডিও দেখান। তিনি মোবাইলের মাধ্যমেও বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে কৃষকের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। হঠাৎ ফসলে কোন পোকা বা রোগের আক্রমণ হলে তিনি মোবাইলের মাধ্যমে কৃষি বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করে তার সমাধান দেন। বিষমুক্ত ফল ও সবজি উৎপাদনের জন্য তিনি কৃষ্কদের উৎসাহিত করেন। অত্র এলাকায় প্রচুর লিচুর চাষ হয়। এই লিচু চাষের প্রয়োজনীয় পরিচর্যার ব্যপারেও তিনি কৃষকদের পরামর্শ দেন। ফসল ও লিচুর ভাল মূল্য পাওয়ার জন্য তিনি মোবাইল ফোনে ঢাকাস্থ কারওয়ান বাজার, বাদামতলী পাইকারী মার্কেটের সাথে যোগাযোগ করে কৃষকদের জানান। কৃষকরা সে দও অনুযায়ী যথাযথ মূল্যে বিক্রি করে অধিক লাভবান হচ্ছেন। এছাড়াও সবজির পাইকারী বাজারের সাথেও মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে সবজি বিক্রি করছেন। এসমস্ত পদ্ধতিগুলো মূলত: এআইসিসি প্রতিষ্ঠার পরই তারা জানতে ও বুঝতে শিখেছে এবং তাদের বাস্তব জীবনে কাজে লাগাচ্ছে। বছরখানেক আগেও একটি ভাড়া করা ঘরে এ কেন্দ্রটি চলত। বর্তমানে সভাপতির ঘরের বারান্দায় কেন্দ্রের কাজকর্ম চালান হয়। কিন্তু হাড়িয়া চৌধুরীপাড়া আইপিএম ক্লাব একটি কৃষি বিষয়ে আলোচনা ও সমস্যা সমাধানের একটা কেন্দ্র হিসেবে সবার কাছে পরিচিতি আছে বলে তিনি জোরালো ভাবে দাবী করেন।

কেইস স্টাডি - ২

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্যাদি

নাম	:	নীতেন্দ্র কুমার দাস, সভাপতি
মোবাইল নং	:	০১৭১৩৮০৮০৫৯
ক্লাবের/এআইসির নাম	:	পাইকপাড়া সিআইজি ক্লাব
উপজেলা	:	শ্রীমঙ্গল
জেলা	:	সিলেট

নীতেন্দ্র কুমার দাস, সভাপতি
উপকারভোগী কৃষক ও সভাপতি
পাইকপাড়া সিআইজি ক্লাব, শ্রীমঙ্গল

নীতেন্দ্র কুমার দাস শ্রীমঙ্গল উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের একজন সফল কৃষক এবং পাইকপাড়া সিআইজি ক্লাবের সভাপতি। তিনি এআইসিসি কার্যক্রমের সাথে শুরু থেকে এখনও জড়িত আছেন। তিনি এআইসিসি থেকে নানা ধরণের সুফল ভোগ করেছেন এবং কৃষকের মাঝে তা ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। তবে বর্তমানে এই এআইসিসিটি কিছুটা নাজুক অবস্থা বিরাজ করছে। এআইসিসির কিছু মালামাল বর্তমানে বাজারের একটি দোতালা ভবনে ব্যবসার খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে যার আয় দিয়ে বর্তমানে এআইসিসিটি চলছে। কিন্তু তা খুবই অপ্রতুল যা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের খরচ বহন করাটা খুবই কঠিন বলে তিনি জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এ ধরণের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই ভাতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় বিনা পারিশ্রমিকে কেউ নিয়মিত কাজ করতে চায় না এবং ফলে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ব্যহত হয়।

এতো প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি কৃষকদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন বলে জানান। বেশ কিছু কৃষকের সাথে আলাপ করে তার সত্যতার প্রমান পাওয়া যায়। বিশেষ করে এলাকার কৃষকরা ধানের বেশ কিছু নতুন প্রযুক্তি শিখেছে যা তাদের ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আরো সহজ করছে। কৃষকরা বলেছে যে আগে তারা ধানের চারা রোপন করত এলোমেলো ভাবে। কিন্ত তারা এআইসিসি থেকে লাইন করে এবং প্রতি গোছায় কম চারা (পূর্বে ৪/৫টি) লাগানোর পদ্ধতি শিখেছে। এই পদ্ধতিটি খুব ভাল এবং ধানের আগাছা পরিস্কার ও যত্ন নেয়া খুব সহজ হয়েছে। তাছাড়াও কৃষকরা এআইসিসির তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ধানের আধুনিক বীজতলা তৈরী করে থাকে। কৃষকরা বলেন যে প্রতিমাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষক এআইসিসিতে কৃষি বিষয়ে সেবা নিতে আসে। এআইসিসি সেন্টার থেকে তারা বিভিন্ন ধরণের লিফলেটেও পেয়েছে। মাঝে মাঝে এআইসিসি মালটিমিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তির ভিডিও দেখানো হয় বলে তিনি জানান। তিনি মোবাইলের মাধ্যমেও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যপারে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। হঠাৎ ফসলের কোন পোকা বা রোগের আক্রমন হলে তিনি মোবাইলের মাধ্যমে কৃষি বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করে তা সমাধানের ব্যাপারে চেষ্টা করেন।

অধ্যায় ৫: প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ

জরিপে নমুনা উত্তরদাতাদের মন্তব্য ও মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের শক্তিশালী, দুর্বল, সুযোগ এবং ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এগুলো বিশ্লেষণ করে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

৫.১ সবল দিক (Strength)

- প্রকল্প কর্মকর্তা, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ এবং জনগণের প্রতিনিধিসহ সকল স্টেকহোল্ডাররা প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জনে সহযোগিতা করেন;
- প্রকল্প সেবা বিষয়ে কৃষকের যথেষ্ট চাহিদা ছিল;
- আর্থিক বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন সময়কালের অর্থ বরাদ্দ ছিল নিয়মিত;
- বাস্তবায়নের সময় জনগণের অংশগ্রহণ ছিল;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য সময়োপযোগী ছিল।

৫.২ দুর্বল দিক (Weekness)

- প্রকল্পের কোন বেসলাইন স্টাডি ছিল না এবং চাহিদা নিরূপণ করা হয়নি;
- প্রকল্প থেকে সৃষ্ট সেবা টেকসইকরণের ব্যবস্থা ছিল না; অর্থাৎ প্রকল্পের sustainable plan ছিল না;
- প্রকল্প প্রস্তাবনায় বাস্তবায়ন কৌশল, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনা ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ ছিল না;
- জেলা বা আঞ্চলিক অফিস ও আইসিটি ল্যাবের স্থায়ী স্থাপনা করার জন্য কোন ভবিষ্যত পরিকল্পনা ছিল না;
- প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত AICC এর মাঠ কর্মীদের সহায়তার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থেও সংস্থান, পরিবীক্ষণ এবং পারিশ্রমিকের কোনো ব্যবস্থা ছিল না;
- ছাপানো তথ্য, যেমন লিফলেট, ফোল্ডার এবং ইলেক্ট্রনিক উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহ ছিল না;
- বিদ্যমান প্রযুক্তি সরঞ্জাম এবং পণ্যের অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ;
- ইন্টারনেটের গতি দূর্বল ছিল। তাছাড়া তথ্যের জন্য অপারেটররা কোন নির্দিষ্ট ও টেকসই ওয়েবসাইট/নলেজ ব্যাংক পায়নি, যেখান থেকে কৃষি তথ্য সার্ভিসের জন্য verified তথ্য পাওয়া যায়;
- ডিজিটাল নলেজ ব্যাংক প্রকল্প চলাকালীন সময়ে কিছুটা অগ্রগতি হলেও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার কারণে প্রকল্প শেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়;
- এআইসিসির জন্য অপারেটরদের প্রশিক্ষণ অপর্যাপ্ত ছিল (মাত্র ৩ দিন);
- এআইসিসির কর্মীদের আইসিটি সরঞ্জাম পরিচালনার জন্যে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে মোটেও সহায়ক ছিল না;
- AICC এর জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে এআইসিসির সম্পর্ক বা ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করা হয়নি;
- ডিএই অফিসার ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্পের কোন পর্যায়ে কোন সমন্বয় বা প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ডিএই-এর কোন সম্পৃক্ততা ছিল না। ডিএই এর SAAO-রাই মাঠ পর্যায়ে কাজ করে। তাদের প্রকল্পে কোন অন্তর্ভূক্তি ছিল না;

- ডিএই-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে AICC প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে, তথা কৃষি তথ্য ও কৃষি প্রযুক্তি সেবার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকদেও জীবন-মানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারতো। যেহেতু ডিএই-এর তৃনমূল পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ কর্মী (SAAO) ও সেবার ব্যবস্থা রয়েছে, যার কোনটা AIS-এর ছিল না;
- প্রকল্পে কোন backstop সেবার ব্যবস্থা ছিল না;
- পরিষেবা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি;
- এআইসিসি পর্যায়ে আইসিটি উপকরণ ব্যবহারকারীর জন্য ট্রাবল শুটিং ব্যবস্থা ছিল না;
- এআইসিসি ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের (সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক) নির্বাচন বা নির্বাচন প্রক্রিয়া খুব দুর্বল ছিল;
- AICC পরিচালনার জন্য কোন গাইডলাইন বা নির্দেশিকা ছিল না;
- প্রকল্প বন্ধ করার পর, প্রতিষ্ঠিত AICC এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের অভাব এই প্রতিষ্ঠানগুলোর নিষ্ক্রিয়তার অন্যতম কারণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৫.৩ সুযোগ (Opportunity)

প্রকল্পটি বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে:

- গুনগত সেবা প্রাপ্তির মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি উৎপাদন কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে;
- AICC- এর মাধ্যমে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার প্রয়াস;
- কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তিতে কৃষকের প্রবেশোধিকা সহজলভ্য করা;
- আধুনিক কৃষি সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করে কৃষকরা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং তাদের পণ্য বিপণন ও খামার আয় বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা;
- কর্মীদের দক্ষতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ
- অফ লাইনের কৃষকদের কৃষি বিষয়ক তথ্য প্রদান করে কৃষকদের কৃষি বিষয়ক সেবা প্রদান করা;
- প্রান্তিক কৃষকদের সাথে কৃষি তথ্য সার্ভিসের (কেন্দ্রীয়) যোগাযোগ স্থাপন করা;
- কৃষি তথ্য দ্রুত কৃষকদের নিকট পৌঁছানো।

৫.৪ ঝুঁকি (Threat)

এখানে পর্যাপ্ত ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা আছে, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম এবং পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এগুলো ছিল:

- সরবরাহকৃত উপকরণ ও পণ্যের নিয়মিত ব্যবহার ও সংরক্ষণ ঝুঁকি;
- উপকরণ এবং পণ্যগুলো যাতে অকার্যকর না হয়ে যায় তার জন্য AICC তে কোন প্রতিস্থাপন ব্যবস্থা নেই;
- প্রকল্পে আওতায় স্থাপিত ICT ল্যাব ও জেলা অফিস নিয়োগকৃত জনবল কর্তৃক প্রকল্প, ICT ল্যাব ও AICC সমূহ পরিচালিত হলেও, প্রকল্প শেষে জনবলের অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া;
- পকল্প শেষে প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাদি অর্থাভাব ও অব্যবস্থাপনার জন্য ভেংগে পড়া;
- বেতন-ভাতা ছাড়া অপারেটর কর্তৃক AICC পরিচালনা করার পরিকল্পনা।

অধ্যায় ৬: উদ্দেশ্য অনুযায়ী ফলাফল পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

উদ্দেশ্য ১ঃ কৃষি তথ্য সার্ভিসের (AIS) পরিচালনায় দেশের নির্বাচিত এলাকায় 'ই-কৃষি' সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৫০টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (AICC) স্থাপন করা।

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী, আইএমইডির প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে প্রকল্প আওতাভুক্ত ৩৪ টি জেলার ১৫০ টি উপজেলায় ১৫০টি আইসিটিভিত্তিক তথ্যসেবা কেন্দ্র (এআইসিসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং উক্ত কেন্দ্রসমূহের আওতাভূক্ত কৃষকগণ কৃষি প্রযুক্তিগত তথ্য প্রকল্প চলাকালে পেয়েছিলেন। আমাদের অত্র প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জরিপে এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় (সমীক্ষার ফলাফলঃ অনুচ্ছেদ ৪.২.২ ও ৪.৫.৩)। এ সমীক্ষার ৪.২.২ অনুচ্ছেদ পর্যবেক্ষনে পাওয়া গেছে যে এআইসিসিগুলো ভৌতগত দিক দিয়ে অধিকাংশই (৯০%) সচল আছে। কিন্তু সমীক্ষার আওতায় পরিচালিত জরিপের তথ্য ও গবেষণা দল কর্তৃক আইসিটি ল্যাবসমূহ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে এর ভৌত কাঠামোগত দিক দিয়ে কার্যকর থাকলেও প্রকল্প বন্ধ হওয়ার কারণে বর্তমানে সেবা প্রদান (service delivery) করতে পারছে না। তার মানে এআইসিসিগুলো ভৌতকাঠামোর দিক দিয়ে কার্যকর থাকলেও সেবার দিক দিয়ে অকার্যকর। এ তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে স্থাপিত এআইসিসিগুলো টেকসই হয়নি এবং কেন্দ্রসমূহের আওতাভূক্ত কৃষকগণ তাদের চহিদামাফিক তথ্যসেবা হতে বর্তমানে বঞ্চিত হচ্ছে। এ কারণে বলা যায় যে সরকার যে উদ্দেশ্যে এ প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে তা সার্থকতা লাভ করতে পারেনি।

উদ্দেশ্য ২ঃ কৃষকের কণ্ঠ (Voice) উন্নিত করা এবং কৃষকের বিভিন্ন দল/ক্লাব (আইপিএম, সিআইজি ক্লাব, এফএফএস, খাদ্য নিরাপত্তা দল) ইত্যাদিকে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

প্রকল্প দলিল ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় ও প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন অনুযায়ী ১০০টি IPM ক্লাব, ১০টি ICM ক্লাব, ২০টি CIG ক্লাবের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ICT সামগ্রী, যেমন কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, মডেম, ক্যামেরা, প্রজেক্টর, স্ক্যানার, জেনারেটর, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। এগুলো কৃষকের প্রতিষ্ঠান এবং এগুলোতে কৃষকগণ প্রশিক্ষণ, মিটিং এবং দলগত আলোচনার পরিকল্পনা ছিল। এর সমর্থন আইএমইডির প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনেও পাওয়া যায়। আমাদের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জরিপে তথ্য সংগ্রহকারীদের পর্যবেক্ষন হতে জানা গেছে যে, অধিকাংশ কেন্দ্রের বৈধ রেজিস্ট্রেশন নেই এবং এগুলো এখনও পূর্বের মত ক্লাবের পরিচয়ে কৃষকের কাছে পরিচিত এবং অনেক ক্লাবের সদস্যের মধ্যে অন্তর্কলহ বিদ্যমান ও পরিচালনা কমিটির নিয়মিত নির্বাচন হয় না। সুতরাং অধিকাংশ (৮৫-৯০%) এআইসিসি মূলত: অকার্যকর এবং কৃষকদের কোন শক্তিশালী সংগঠনে পরিনত হতে পারেনি। ফলে কৃষকদের Voice Raise করার ক্ষেত্রেও কোন কাজে আসেনি। প্রকল্প সুবিধাপ্রাপ্ত প্রায় সব ক্লাবগুলোর এআইসিসির কোন সহিনবোর্ড বা ব্যানার নেই (সমীক্ষার ফলাফলঃ সেকসন ৪.২.২ এবং এফজিডি ও স্থানীয় কর্মশালা হতে প্রাপ্ত তথ্য)। তাছাড়া, বর্তমানে সার্বিকভাবে এগুলোতে প্রকল্প কর্তৃক প্রদানকৃত ICT সরঞ্জামের প্রায় ১১% কার্যক্ষম নেই। অতএব, দেখা যায় যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য মোতাবেক কৃষকের প্রতি জবাবদিহিতামূলক ও দায়িত্বশীল কোন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার তেমন কোন স্বাক্ষর পরিদর্শনকৃত এআইসিসিগুলিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সুবিধাপ্রাপ্ত প্রায় সব ক্লাবগুলো এআইসিসি কার্যক্রম টেকসইভাবে চালিয়ে যেতে সক্ষম নয়।

ফলে বর্তমানে এগুলো হতে কৃষকেরা নিয়মিত তথ্যসেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং একইসাথে অর্জিত উন্নয়ন ধারা ব্যাহত হচ্ছে।

উদ্দেশ্য ৩ঃ প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং আইসিটির মাধ্যমে কৃষি তথ্য ছড়িয়ে দেয়ার কাজ জোরদার, নিবিড় ও আধুনিকায়ন করা।

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে পাওয়া যায় যে, কৃষি তথ্য সেবার প্রয়োজন মিটানোর জন্য ১০টি আঞ্চলিক তথ্য ভান্ডার, ১৮টি ভিডিও ডকুমেন্টারী, সেই সাথে বিভিন্ন ধরণের ছাপানো তথ্য প্রদান করা হয়েছে। হাতে-কলমে শিক্ষার উপকরণ ধারণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং তা ব্যবহার করে মোট ৪৫০০ কৃষক সরাসরি প্রশিক্ষণ নিয়েছে। সেখানে যন্ত্রপাতিসজ্জিত ১টি মোবাইল ভ্যান, ১০টি রিপোর্টিং ভ্যান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে। আমাদের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জরিপে এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় **(সমীক্ষার ফলাফলঃ ৪.৫.৩)**। প্রায় ৬৭% কৃষক আধুনিক কৃষি তথ্য ও বই, লিফলেট, ফোল্ডার পেয়ে প্রযুক্তি সহায়তা পেয়েছেন। এছাড়া, ৬৫.৯% কৃষক কৃষির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার উপর (যেমন রোগ, কীটপতঙ্গ আক্রমণ, উন্নত চাষ পদ্ধতি, সমন্বিত চাষ কৌশল ইত্যাদি) ভিডিও, সিনেমা দেখার মাধ্যমে সেবা পেয়েছেন। তবে, সমীক্ষার পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে বর্তমানে ICT ল্যাব, নলেজ ব্যাংক ও এআইসিসি হতে এসব সেবা পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে, কৃষকেরা এসব তথ্য ও প্রযুক্তি সেবা হতে বর্তমানে বঞ্চিত।

উদ্দেশ্য ৪ঃ জেলা পর্যায়ে দশটি অফিস স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকদের মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের কাজ জোরদার করা।

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে পাওয়া যায় যে, ICT প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রচার আরো বিস্তারলাভ ঘটানোর জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত ১০টি আঞ্চলিক অফিস ১০টি আইসিটি (ICT) ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেখান থেকে কৃষি তথ্য প্রাপ্তিতে এআইসিসি ও সকল শ্রেণীর কৃষকদের মানসম্মত তথ্য সেবা সরবরাহ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা ছিল। আমাদের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জরিপে **অনুচ্ছেদ ৪.২ এবং ৪.৩** এ দেখা যায় যে আইসিটি ল্যাবগুলিতে বর্তমানে প্রকল্প উদ্দেশ্য মোতাবেক কার্যক্রম নেই। এটি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হচ্ছে যা প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় পড়ে না, যেমন প্রশিক্ষণ ভেনু হিসেবে ভাড়া দেয়া হয়, বিভিন্ন অনুষ্ঠান/খেলা দেখার জন্য প্রজেক্টর ভাড়া দেয়া হয় ইত্যাদি। অনদিকে, **১০টি** আঞ্চলিক অফিসের ক্ষেত্রে বর্তমানে কোনটারই অস্তিত্ব নেই। ১০ টি আঞ্চলিক অফিস, ১০ টি ICT ল্যাবকে AICC-কে সহায়তা প্রদানের জন্য স্থাপন করা হয়েছিল। প্রকল্প সমাপ্তির পর পরই আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে স্থাপিত দশটি আঞ্চলিক অফিস এবং **১০টি** আইসিটি ল্যাব এর আওতাভূক্ত কৃষকগণ তাদের চাহিদামাফিক পূর্বের মত তথ্যসেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এ কারণে বলা যায় যে সরকার যে উদ্দেশ্যে প্রকল্প বিনিয়োগ করেছে তা সার্থকতা লাভ করতে পারেনি।

উদ্দেশ্য ৫ঃ সম্প্রসারণ কর্মী, মিডিয়া কর্মী, বিজ্ঞানী এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা।

প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদনে পাওয়া যায় যে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কৃষকদের (২৫টি ব্যাচ) এবং সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের (১২টি ব্যাচ) জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ১২ টি ওয়ার্কসপ/সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে যেখানে কৃষি বিজ্ঞানী, ডিজিটাল বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, উপস্থিত ছিলেন। আমাদের অত্র প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জরিপে প্রকল্প সমাপ্তির পরে এ

ধরণের কোন প্রশিক্ষণ অথবা কোন ওয়ার্কসপ/সেমিনারের আয়োজন হয় তার তথ্য পাওয়া যায়নি। তথ্য ও প্রযুক্তি নিয়মিত পরিবর্তন হচেছ। তাই এধরণের আয়োজন নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য ৬ঃ অধিকতর উৎপাদন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দক্ষতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে কৃষকের সামর্থ্য বৃদ্ধি।

প্রকল্প দলিল ও অগ্রগতি প্রতিবেদন, পিসিআর ও আইএমইডির প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে পাওয়া যায়, ১৫০ টি এ আইসিসি হতে ৪৫০০জন কৃষককে হাতে কলমে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। যাতে অনলাইনে এবং অফলাইনে কৃষক প্রয়োজনীয় কৃষি তথ্য ও কৃষি পৃযুক্তি সেবা নিজেরা প্রদান করতে পারে। যার প্রেক্ষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দারিদ্র দূরীকরণে কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জরিপে এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় **(সমীক্ষার ফলাফলঃ অনুচ্ছেদ ৪.৫.৪, ৪.৬.২, ৪.৬.৩ ও ৪.৬.৪)**। **অনুচ্ছেদ ৪.৬.২** হতে জানা যায় যে কৃষকেরা (প্রায় ৬০%) তাঁদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে এআইসিসি হতে সমস্যার সাধান পেয়েছেন এবং ৩৭% এআইএস (AIS) এর কল সেন্টার হতে সমস্যার সমাধান পেয়েছেন। অনুচ্ছেদ ৪.৬.২ হতে জানা যায় যে এআইসিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান ব্যবহারের ফলে পাঁচ বছর আগের তুলনায় রোগ-বালাই হতে মাঠে ফসল রক্ষা, ফসল কর্তন বা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকালীন ক্ষতি, সংরক্ষণকালীন ক্ষতি এবং কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন। **অনুচ্ছেদ ৪.৬.৩** হতে জানা যায় প্রকল্প এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি ও কৃষি সেবা ব্যবহার করার কারণে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কন্ট্রোল এলাকার তুলনায় প্রকল্প এলাকার ফলনের আপেক্ষিক পরিবর্তন খুবই সামান্য অর্থাৎ ধানে ২.৫১, গমে ২.৭, ভুট্টায় ২.০৮ এবং সবজিতে ৩.৮৯ পারসেন্টেজ পয়েন্ট । অনুচ্ছেদ ৪.৬.৪ হতে জানা যায় যে ফসলের চাষ থেকে বাৎসরিক আয় কন্ট্রোল এলাকার তুলনায় প্রকল্প এলাকায় আপেক্ষিক পরিবর্তন ১.৬% এবং মোট আয়ের হিসাবে এই পরিবর্তন ৪.৬ শতাংশ। এ ফলাফল হতে বুঝা যায় যে, কৃষি তথ্য পরিষেবাসমূহের কারণে খামার পরিবারের উৎপাদন ও আয়ের উপর সামান্য হলেও প্রভাব পড়েছে। তবে এই সফলতা টেকসই হবে কিনা তা সন্দেহাতীত নয়। কারণ, অধিকাংশ কৃষক বর্তমানে কৃষি তথ্য সেবা হতে বঞ্চিত।

কৃষকদেরকে উন্নত ফসল সুরক্ষা ও সংরক্ষনের ব্যাপারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। উত্তরে, ৯১% উত্তরদাতা জানান যে, উন্নত ফসল সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তথ্য জ্ঞান পেয়েছে এবং তা ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছেন (সারণী ১৫)। আগে, তারা তাদের ফসল রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত এবং সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এখন, তারা আইপিএম/আইসিএম পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং রোগ-বালাই হতে সহনীয় পর্যায়ে ক্ষতির সীমা (৫% এর নীচে) নামিয়ে এনেছেন। ৮৯% উত্তরদাতা উন্নত ফসল সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কে তথ্য জ্ঞান ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছেন এবং ক্ষতির সীমা ২% এর নিচে নামিয়ে আনতে পেরেছেন বলে জানান। এ জন্য তাঁরা উপযুক্ত সময়ে ফসল কর্তন/সংগ্রহ করেন এবং প্যাডেল বা যন্ত্রচালিত থ্রেশার/ব্লোয়ার ব্যবহার করে প্রক্রিয়াজাত করেন। ৮৩% উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁরা দানাদার শস্য যথোপযুক্ত পর্যায়ে শুকিয়ে এবং বায়ুশূন্য পাত্র বা কন্টেইনারের মধ্যে আটকে রাখার কারণে ২% এর নীচে ক্ষতির সীমা কমিয়ে আনতে পেরেছেন। প্রায় ৭০% কৃষক জানান, তাঁরা যথাক্রমে উপকরণ ও কৃষিপণ্য ক্রয় এবং বিক্রয় করার জন্য তুলনামূলকভাবে উন্নত বাজার তথ্য/সংযোগ ব্যবহার করে তারা কিছুটা হলেও উপকৃত হয়েছেন।

নিম্নে সারণী-১৭ এ এআইসিসির তথ্য ব্যবহার করে কৃষকের ফসল সুরক্ষা ও সংরক্ষণের সুবিধা সম্পর্কে মতামত দেয়া হলঃ

সারণী **১৯:** ফসল সুরক্ষা ও সংরক্ষণে এআইসিসির তথ্য ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকের মতামত।

প্রশ্নের ধরণ	খুবই সন্তুষ্ট		মোটামুটি সন্তুষ্ট		সন্তুষ্ট নয়	
	উত্তর দাতার সংখ্যা	%	উত্তর দাতার সংখ্যা	%	উত্তর দাতার সংখ্যা	%
কৃষি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে সন্তুষ্টি	৪৮৫	৪৪.৪	৫১৩	৪৭.০	৯৪	৮.৬
রোগ ও পোকামাকড় হতে ফফলের সুরক্ষা বিষয়ে সন্তুষ্টি	৩৩৩	৩০.৫	৬৬০	৬০.৪	৯৯	৯.১
ফসল কর্তৃন, মাড়াই ও শুকানো সম্পর্কে সন্তুষ্টি	২৮২	২৫.৮	৬৩০	৫৭.৭	১৮০	১৬.৫
ফসল সংরক্ষণ সম্পর্কে সন্তুষ্টি	২৩০	২১.১	৬১৯	৫৬.৭	২৪৩	২২.৩

এ ফলাফল হতে বুঝা যায় যে, এআইসিসির কৃষি তথ্য সেবা দ্বারা কৃষকরা ফসল উৎপাদান, সুরক্ষা ও প্রক্রিয়াজাতকরণে উপকৃত হয়েছে। তবে প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কৃষক বর্তমানে এধরণের কৃষি তথ্য সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

অধ্যায় ৭: সাধারণ পর্যবেক্ষণ

এআইসিসিগুলোর যন্ত্রপাতি ৯০% কার্যকরী থাকলেও FGD, KII, আঞ্চলি কর্মশালা ও মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে জানা যায় যে, প্রকল্প চলাকালীস সময়ে এআইসিসির সেবা ভাল থাকলেও প্রকল্প সমাপ্তির পর AICC -এর কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

AICC –এর অপারেটররা বিনা-বেতনে AICC - কে তাদের শ্রম দিতে আগ্রহী নয় বলে জানায়। প্রকল্প সমাপ্তির পর কৃষি তথ্য সার্ভিসের কোন মনিটরিং ব্যবস্থা নেই এবং সরঞ্জামাদির বিক্রয়োত্তর সেবা দিচ্ছে না যার জন্য AICC –এর যন্ত্রপাতিগুলো আস্তে আস্তে অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে। AICC - গুলোকে (১০-১৫%) কোনরকম করে টিকিয়ে রাখতে ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাতে AICC - থেকে যে কৃষি তথ্য সেবা পাওয়ার কথা তা কৃষক পাচ্ছে না।

প্রকল্পের কোন sustainable plan না থাকার কারণে এআইসিসিগুলোর ভবিষ্যত সেবার অনিশ্চিতা হয়ে পরেছে। সুতরাং এআইসিগুলোকে কার্যকর রাখতে ডিএই-এর সঙ্গে যৌথভাবে টেকসই পরিকল্পনা করা উচিৎ। অন্যথায় যে উদ্দেশ্যে সরকার প্রকল্পটি হাতে নিয়েছিল তা সম্পূর্ণভাবে ব্যহত হবে বলে পরামর্শক দল মনে করেন।

ICT ল্যাবগুলো ভৌত কাঠামোগত দিক দিয়ে সক্রিয় থাকলেও এই ল্যাবগুলো সার্ভিস প্রদান করতে পারছে না। কারণ প্রকল্প পরবর্তী সময়ে সরবরাহকৃত আইসিটি সরঞ্জাম মেরামত বা পরিচালনার জন্য কোন অর্থ ও লোকবলের ব্যবস্থা ছিল না, যার কারণে অনেক যন্ত্রপাতি নষ্ট অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে। কোন কোন আঞ্চলিক আইসিটি ল্যাবের কিছু কিছু যন্ত্রপাতি কৃষি তথ্য সার্ভিস -এর আঞ্চলিক অফিসের কর্মীরা ব্যবহার করছে বলে সমীক্ষায় দেখা গেছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী আঞ্চলিক আইসিটি ল্যাবসমূহ এআইসিসি তথা কৃষকদেরকে প্রকল্প শেষ হওয়ার পর আর কোন তথ্য সেবা প্রদান করতে পারছেনা এবং কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে কোন অবদান রাখতে পারছে না। যেহেতু সরকার অর্থ ব্যয় করে এসব সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সরবরাহ করেছে তাই এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কৃষি মন্ত্রনালয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ।

প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সেবা, যেমন ভিডিও/ডকুন্টোরি প্রদর্শণ ভাল ছিল কিন্তু প্রকল্প শেষে তা স্থায়ী হয় নি। ফলে এ বিষয়ে প্রকল্প নেওয়া হলেও কোন কার্যকর পরিবর্তন হয়নি।

প্রকল্প চলাকালীণ যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তার মেয়াদ ছিল খুব অল্প এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা খুব একটা দক্ষ হতে পারে নাই। কারণ কৃষক সংগঠনের সভাপতিবৃন্দ সাধারণত: এআইসিসি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল যারা অধিকাংশই স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যাদের পক্ষে এআইসিসির Operator হিসেবে কাজ করা সম্ভব ছিল না। তাই তাদের পরিবর্তে তাদের ছেলে, ভাই বা আত্নীয়স্বজন দ্বারা AICC পরিচালিত হয়েছিল, যাদের আবার কৃষি বিষয়ে কোন জ্ঞান বা দক্ষতা ছিল না। ফলে প্রশিক্ষিত Operator বৃন্দ বা নিয়োগকৃত Operator বৃন্দ প্রকৃতপক্ষে কর্মক্ষেত্রে কাঙ্খিত কোন অবদান রাখতে পারেনি। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি মোটেও পরিকল্পিত ও যথোপযুক্ত ছিল না। ফলে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কৃষক জনগোষ্ঠি তৈরীর পরিকল্পনাটি ফলপ্রসু হয় নাই।

প্রকল্প সমাপ্তির পর AICC গুলোতে কৃষি সেবার চেয়ে অন্যান্য লাভজনক সেবা, যেমন- কম্পিউটার কম্পোজ, ছবি তোলা ইন্টারনেট ব্রাউজিং ইত্যাদি করা হয়ে থাকে, যা প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় পড়ে না এবং কৃষক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় নলেজব্যাংক ওয়েব পোর্টাল তৈরী করলেও এর কার্যক্রম স্থায়ী হয় নাই। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় নলেজব্যাংক ওয়েব পোর্টাল কমপক্ষে ১০ বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশন করে AIS এর হাতে এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া যেত। কেন্দ্রীয় নলেজব্যাংক ওয়েব পোর্টাল চালু থাকলে প্রকল্প পরবর্তী সময়েও এর ব্যবহার করে কৃষক এবং সাধারণ জনগন কৃষি তথ্য পেয়ে উপকৃত হত।

প্রকল্পটির কার্যক্রমের সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) ইউনিয়ন পর্যায়ের মাঠ কর্মীদের সাথে কোন সর্ম্পৃক্ততা ছিল না। কিন্তু কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রয়েছে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অফিস, জনবল এবং কৃষক সংগঠনের সাথে সুদৃঢ যোগাযোগ এবং তৃণমূল পর্যায়ে সেবা পৌঁছে দেয়ার মতো সাংগঠনিক ভিত্তি। তাই এই প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে ডিএই-এর ঘনিষ্ঠ সর্ম্পৃক্ততা থাকা উচিৎ ছিল। ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সর্ম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে পরামর্শক দল মনে করেন এবং কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের সম্পৃক্ততা ছাড়া এআইএস বা অন্য কোন সংস্থা, যাদেও তৃনমূল পর্যায়ে কোন কর্মী বা সংগাঠনিক ভিত্তি নেই, তাদের এ ধরণের প্রকল্প নেয়া ঠিক নয় ।

একটি প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন তুলনা করতে Base line data খুবই জরুরী। কিন্তু এ প্রকল্পের কোন Base line data ছিল না, যা প্রকল্পের একটি দূর্বল দিক। দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনের জন্য প্রকল্পের একটি সুসংহত সমাপ্তির পরিকল্পনা Sustainable Plan আগে থেকেই করা উচিত। কিন্ত এ প্রকল্পের কোন Sustainable Plan ছিল না। প্রকল্পে Sustainability-র কথা চিন্তা করে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাবনা থাকার প্রযোজনীয়তা ছিল বলে পরামর্শক দল মনে করেন। চাহিদা নিরূপণ ও প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি ছাড়া এ ধরণের প্রকল্প নেয়া ঠিক হয়নি।

অধ্যায় ৮: সুপারিশমালা

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ফলাফল বিশ্লষণ ও পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো দেয়া হল:

১. যেহেতু সরকারের অর্থ ব্যয়ে আইসিটি ল্যাব এবং এআইসিসি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং কৃষকের ডিজিটাল তথ্য সেবার জন্য উন্নত মানের আইসিটি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সুতরাং এগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা ও সেবা অব্যাহত রাখার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. এআইসিসিগুলোকে স্থানীয় কল সেন্টারে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে স্মার্ট ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. এআইএস এর কেন্দ্রীয় সেন্টারের সাথে লিংক স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। কল সেন্টার হিসাবে কার্যকর করার জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ও বিদেশী সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব কল সেন্টার চালু করার উদ্যোগ চলছে তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে।

৪. রেজিস্টার্ড কৃষক দল পরিচালিত এআইসিসি যাদের নিজস্ব ঘর, লোকবল, এবং পরিচালনার সক্ষমতা আছে সেগুলো যাচাই করে নির্দিষ্ট শর্তাবলী সাপেক্ষে নির্বাচন করা যেতে পারে।

৫. এআইসিসির সঠিক কার্যক্রমের পাশাপাশি যেহেতু কল সেন্টার হিসেবে কৃষি প্রযুক্তি ও কৃষি বিপণন বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং যেহেতু কৃষকের বহুমুখী ও সমন্বিত কৃষি প্রযুক্তি সহায়তার চাহিদা রয়েছে, সেহেতু এআইএস-এর এসব কল সেন্টারের সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে যুক্ত করে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই একমাত্র এ প্রকল্প পুনরায় কার্যকর করা যেতে পারে।

৬. ভবিষ্যতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে সহযোগিতামূলক এ ধরনের নতুন প্রকল্প করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রয়েছে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অফিস, জনবল এবং কৃষকদের সংগঠনের সাথে সুদৃঢ় যোগাযোগ। তৃণমূল পর্যায়ে সেবা পৌঁছে দেয়ার মতো সাংগঠনিক ভিত্তি।

৭. নতুন প্রকল্প তৈরীর ক্ষেত্রে অবশ্যই সাসটেইনেবিলিটির কথা চিন্তা করে প্রকল্পের Base line, Sustainable Plan, সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাবনা থাকার প্রযোজনীয়তা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৮. এত বৃহৎ কৃষক জনগোষ্ঠির জন্য ১৫০টি এআইসিসি খুবই অপ্রতুল। একটি পরিপূর্ণ কৃষি তথ্যকেন্দ্র প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে হওয়া উচিৎ। এ ধরনের আইসিটি ভিত্তিক কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি সেবার জন্য প্রকল্প দীর্ঘমেয়াদী (কমপক্ষে পাঁচ বছরের) হওয়া প্রয়োজন বলে বিশেষজ্ঞ দল মনে করেন ।

৯. এ ধরণের তথ্যকেন্দ্রের একটি সুনির্দিষ্ঠ কাঠামো থাকা উচিৎ এবং এমন একটা স্থান নির্বাচন করা উচিৎ যা কৃষক এবং অন্যান্য সেবা গ্রহীতার কাছে দৃশ্যমান হয়। দৃশ্যমানটা এমনই হওয়া উচিৎ যেন কৃষক এবং সাধারণ জনগন চলার পথে তথ্যকেন্দ্রের ব্যানার দেখে বুঝতে পারে যে এখানে কৃষি বিষয়ে তথ্য সেবা দেয়া হয়।

১০. প্রত্যন্ত গ্রামে অস্বাস্থ্যকর এবং অব্যবস্থাপনায় এধরণের সেবা বা তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ নয় বলে পরামর্শক দল মনে করেন।

১১. প্রত্যেকটি এআইসিসিতে উল্লেকযোগ্য সংখ্যক কৃষি প্রযুক্তি লিফলেট, ফোল্ডার, পোস্টার ইত্যাদি রুচিসম্মতভাবে সাজিয়ে রাখা উচিৎ যাতে কৃষকরা এগুলো সংগ্রহ করে উপকৃত হতে পারে ।

১২. তথ্যকেন্দ্রের অপারেটর নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরন করা উচিৎ। অপারেটর শিক্ষিত ও আইসিটি এবং কৃষি বিষয়ে মৌলিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

১৩. তথ্যকেন্দ্রের অপারেটরকে কম্পিউটার এবং কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে কমপক্ষে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিৎ এবং বছলে অন্তত: একবার ৫ দিনের Refresher Training এর ব্যবস্থা থাকা দরকার।

১৪. বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি, কৃষি বিশেষজ্ঞের নাম ও মোবাইল নং, পন্য সরবরাহকারীদের যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল নং ইত্যাদি তথ্যসহ প্রত্যেকটি এআইসিসির জন্য একটি করে গাইডলাইন/ ম্যানুয়াল সরাবরাহ করা উচিৎ।

১৫. কেন্দ্রীয় নলেজ ব্যাংক ওয়েব পোর্টাল (agriculture information hub) তৈরী করা ও তা আইসিটি ল্যাব ও এআইসিসির সাথে লিংক করা।

১৬. প্রকল্প চলাকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় নলেজ ব্যাংক ওয়েব পোর্টাল কমপক্ষে ১০ বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশন করে AIS এর হাতে এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া।

সংযুক্তিসমূহ

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

সহায়তায়: কৃষি মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নে: কৃষি তথ্য সার্ভিস

মাঠ পর্যায়ে ডিজিটাল কৃষি তথ্য সেবার প্রভাব নিরূপণের উদ্দেশ্যে কৃষক সাক্ষাতকারের প্রশ্নমালা

(উত্তরদাতা অবশ্যই প্রধানত: কৃষিজীবি হতে হবে)

সকল শ্রেণীর কৃষকদের জন্য আইসিটিভিত্তিক আধুনিক তথ্য ও কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রনালয়ের অধীনে কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) 'কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি ২০১২-২০১৫ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৫০ টি উপজেলায় অত্যাধুনিক আইসিটি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসজ্জিত কৃষি তথ্য যোগযোগ কেন্দ্র (AICC) ও ১০টি আইসিটি (ICT) ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এইসব কেন্দ্র থেকে কৃষক ও সাধারণ জনগণ কৃষি সেবা নিয়ে উপকৃত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার কৃষকদের মধ্যে প্রকল্পের ফলাফল পরীক্ষা করে দেখার জন্য এবং আপনি আসলে কতটুকু সেবা পাচ্ছেন, কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট চাহিদা মাফিক, সময়োপযোগী তথ্যে (উৎপাদন, সুরক্ষা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, আবহাওয়া) আপনাদের (কৃষকের) প্রবেশাধিকার আছে কিনা তা ক্ষতিয়ে দেখবো। অর্থাৎ এআইসিসির মাধ্যমে আপনি (কৃষক) আপনাদের দোরগোড়ায় গুণগত মানসম্পন্ন সেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন কিনা এবং বাড়তি উৎপাদন, বাজারে অধিকতর প্রবেশাধিকার ও আয় বৃদ্ধিতে তার প্রতিফলন ঘটছে কিনা আপনার দারিদ্র বিমোচনে কতটুকু কার্যকরি ভুমিকা রাখছে এবং প্রকল্পটির দিক ভাল বা খারাপ কিনা তা বের করব। এজন্য আপনার সাথে আমি কিছুক্ষণ আলাপ করব। আশা করি আপনি এইটুকু সময় এবং সঠিক উত্তর দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন। **আপনাকে ধন্যবাদ**।

১.০ উত্তরদাতার (কৃষক) সাধারণ তথ্য বিষয়ক প্রশ্নাবলী:

১.১ উত্তর দাতার নাম _____ লিঙ্গ: _____ ১.পূরুষ ২.মহিলা বয়স _____

১.২ ঠিকানা: গ্রাম _____ ইউনিয়ন _____

উপজেলা _____ জেলা _____

১.৩ মোবাইল নম্বর _____ ১.৪ ফোনের ধরন ১.নরমাল ২ স্মার্ট ফোন _____

১.৫ শিক্ষাগত যোগ্যতা ১. নিরক্ষর ২. স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ৩. পিএসসি ৪. জেএসসি _____
৫. এসএসসি ৬. এইচএসসি ৭. বিএ/বিএসসি ৯. এমএ/এমএসসি

১.৬ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১. পুরুষ সদস্য _____ ২. মহিলা সদস্য _____ ৩. মোট সদস্য _____
৪. অপ্রাপ্ত বয়স্ক সদস্য _____ ৫. উপার্জনশীল সদস্য _____

১.৭ পরিবারের আনুমানিক বাৎসরিক মোট কত আয় হয় (টাকার অংকে) _____

১.৮ মোট আয়ের কত শতাংশ কৃষিজ উৎপাদন ছাড়া অন্যান্য অকৃষি উৎস হতে আসে? _____

১.৯ আপনি কি কোন কৃষক সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন? ১.হাঁ ২.না

১.১০ হ্যাঁ হলে সেটি কি ধরনের কৃষক সংগঠন ? ১.সিআইজি ২. এফএফএস ৩.সমবায় সমিতি? ৪. আইপিএম ক্লাব ৫. অন্যান্য

১.১১ আপনার কৃষক সংগঠনের নাম কি?

১.১২ আপনার সংগঠন কি রেজিষ্ট্রিকৃত? ১.হাঁ ২.না

২.০ কৃষকের কৃষি উৎপাদন বিষয়ক প্রশ্নাবলীঃ

২.১ আবাদি জমির পরিমাণ

জমির ধরন	বর্তমানে আবাদকৃত জমি (শতাংশ)	পাঁচ বছর আগে আবাদকৃত জমি (শতাংশ)
সেচ সুবিধাপূর্ণ জমি		
সেচ সুবিধাবিহীন জমি		
মোট জমি		

২.২ প্রধানত: আপনি কি কি ফসল করে থাকেন? বর্তমানে ঃ

পাঁচ বছর আগেঃ

১.ধান ২.গম ৩.ভুট্টা ৪.পাট ৫.আলু ৬.আখ ৭.সরিষা ৮.ডাল জাতীয় ৯.সবজি
১০.পিয়াজ ১১.মরিচ ১২.আদা/হলুদ ১৩.ফল ১৪.অন্যান্য (উল্লেখ করুন):

২.৩ আপনি কি গবাদি পশু-পাখি প্রতিপালন করেন? ১.হ্যাঁ / ২.না

২.৪ হ্যাঁ হলে, সংখ্যায় বিবরণ দিন

পশু-পাখির ধরন	বর্তমানে প্রতিপালনকৃত পশু-পাখি		পাঁচ বছর আগে প্রতিপালনকৃত পশু-পাখি	
	(সংখ্যা)	বাজার মূল্য (টাকা)	(সংখ্যা)	বাজার মূল্য (টাকা)
১. গরু/বাছুর				
২. মহিষ/ মহিষ-বাছুর				
৩. ছাগল/ভেড়া				
৪. হাঁস/মুরগী				

২.৫ আপনি কি পুকুরে মাছ চাষ করেন বা চাষের অংশিদার? ১.হ্যাঁ / ২.না

২.৬ হ্যাঁ হলে, মাছ চাষে পুকুর বা ঘেরের আকার কতটুকু ও আপনার অংশিদারিত্ব কতটুকু?

চাষের ধরন	**বর্তমানে**		**পাঁচ বছর আগে**	
	আকার (শতাংশ)	**অংশিদারিত্ব (%)**	**আকার (শতাংশ)**	**অংশিদারিত্ব (%)**
১. পুকুর				
২. ঘের				

২.৭ **কৃষিজ প্রধান উপখাতগুলো হতে বছরে আপনার কত আয় হয়ে থাকে?**

উপখাত	বর্তমানে (টাকা)	পাঁচ বছর আগে (টাকা)
১. ফসল হতে আয়		
ক) খাদ্য শস্য /(ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি)		
খ) ডাল জাতীয় ফসল (মুঁগ,মশুর ইত্যাদি)		
গ) তৈল জাতীয় ফসল		
ঘ) মসলা জাতীয় ফসল		
ঙ) আঁশ জাতীয় ফসল		
চ) শাক-সবজি		
ছ) ফল (আম, লীচু, পেয়ারা, বরই ইত্যাদি)		
উপ মোট		
২. গবাদি পশু-পাখি প্রতিপালন ও মৎস চাষ		
ক) গরু/ছাগল ইত্যাদি		
খ) হাঁস-মুরগী ইত্যাদি		
গ) মৎস চাষ		
উপ মোট		
৩. অন্যান্য উৎস		
সর্বমোট		

২.৮ আপনার প্রধান কৃষি সমস্যাগুলো কি কি বলে আপনি মনে করেন? (ক্রমিক সংখ্যা বসান)

১.	উন্নত জাতের মানসম্পন্ন ফসল/সবজি বীজ প্রাপ্তির সমস্যা	
২.	বন্যা/লবন/খরা সহনশীল জাতের বীজ প্রাপ্তিতে সমস্যা	
৩.	বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় ও রোগবালাই সমস্যা	
৪.	মানসম্পন্ন সার, কীটনাশক, রোগ-বালাইনাশক প্রাপ্তির সমস্যা	
৫.	ট্রাক্টর/পাওয়ার টিলার ও সেচযন্ত্র চালানোর জন্য তেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদির অত্যাধিক মূল্য	
৬.	উপযোগী ও আধুনিক খরচ সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তির অভার	
৭.	লাভজনকভাবে কৃষিপন্য বাজারজাতকরণ সমস্যা	
৮.	ফসলের প্রকৃত মূল্য না পাওয়া	
৯.	কৃষিপন্য সংরক্ষণ সমস্যা	
১০.	অতিবৃষ্টি, বন্যা বা খরার আগাম বার্তা পাওয়া যায় না	
১১.	কৃষি ও প্রযুক্তি জ্ঞান পান কিনা?	
১২.	অন্যানা (নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করুন):	

৩.০ কৃষিকাজে প্রযুক্তিগত আধুনিক জ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি এবং ব্যবহার বিষয়ক প্রশ্নাবলী:

৩.১ আপনার এলাকায় স্থাপিত কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন? ১.হ্যাঁ / ২.না

৩.২ হ্যাঁ হলে, এই কেন্দ্র সম্পর্কে কি জানেন? (ক্রমিক সংখ্যা বসান)

১.	এখানে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কিত বই, পুস্তক, ফোল্ডার, লিফলেট ইত্যাদি পাওয়া যায়	
২.	মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কেন্দ্রে যোগাযোগ করলে তাৎক্ষনিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়	
৩.	কেন্দ্রে গিয়ে যে কোন দিন গিয়ে আলাপ করলে সমস্যার সমাধান বা সমাধানের উপায় জানা যায়	
৪.	পূর্বনিদ্ধারিত সময় সূচি মোতাবেক কৃষি সম্প্রসাষণ কর্মী/কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে কৃষকদের পরামর্শ দেন	
৫.	নিয়মিত কেন্দ্রে কৃষক সংগঠনের বৈঠকে/সভায় কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা হয়	
৬.	অন্যান্য(নির্দিষ্ট করুন):----------	

৩.৩ এই কেন্দ্র সম্পর্কে কবে অবগত হয়েছেন? ১. ----- মাস পূর্বে / ২. ---------বছর পূর্বে

৩.৪ কার মাধ্যমে/কিভাবে এই কেন্দ্র সম্পর্কে কবে অবগত হয়েছেন? (ক্রমিক সংখ্যা বসান)

১.	প্রতিবেশী কৃষক/আত্মীয়-স্বজন/বন্ধু-বান্ধব	
২.	স্থানীয় আইপিএম/অইসিএম ক্লাব/সিঅঅইজি এর সদস্য	
৩.	কৃষি সম্প্রসাষণ কমী/এসএএও	
৪.	মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার/লিফলেট	
৫.	মোবাবাইল ফোন বার্তা (মেসেজ)	
৬.	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন):----------	

৩.৫ আপনি কি কখনো সেবা গ্রহণের জন্য গিয়েছেন ১.হ্যাঁ / ২.না

৩.৬ হ্যাঁ হলে, এই কেন্দ্র থেকে কি কি সুবিধা বা সেবা গ্রহন করেছেন? (ক্রমিক সংখ্যা বসান)

১.	আমার পছন্দের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কিত বই, পুস্তক, ফোল্ডার ইত্যাদি সংগ্রহ করি	
২.	নিয়মিত এই কেন্দ্রে কৃষক সংগঠনের বৈঠকে/সভায় কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করি	
৩.	কৃষি সম্প্রসাষণ কমী/কর্মকর্তা উপস্থিত হলে সাক্ষাতে তার নিকট হতে সমস্যার সমাধান নেই	
৪.	মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে অনেক সময় সমস্যার সমাধন করি	
৫.	অনেক সময় কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কিত ভিডিও/সিনেমা প্রদর্শন করলে উপভোগ করি	
৬.	কৃষি সম্প্রসাষণ অধিদপ্তর বা কেন্দ্রের উদ্দোগে আয়োজনে প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করি	
৭.	আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য	
৮.	অন্যান্য(নির্দিষ্ট করুন):----------	

৩.৭ মোবাইল ফোনে বিশেষ কোন সমস্যার সমাধান জানতে চেয়ে কল করলে আপনাকে কি এই কেন্দ্র সংগে সংগে সমাধান দিতে পারে? ১.হ্যাঁ / ২.না

৩.৮ **সংগে সংগে সমাধান না দিতে পারলে আপনাকে কি অন্য কোন পরামর্শ দেয়?** ১.হ্যাঁ / ২.না

৩.৯ হ্যাঁ হলে, আপনাকে কি পরামর্শ দেয়?

১. কারো ফোন নম্বর দিয়ে যোগাযোগ করতে বলে

২.কোন কল সেন্টারের নম্বর দিয়ে যোগাযোগ করতে বলে

৩. সময় নিয়ে পরে উত্তর দেয়

৩.১০ পরামর্শ মোতাবেক যোগাযোগ করে শেষ পর্যন্ত কি আপনার কাজ হয়? ১.হ্যাঁ / ২.না

৩.১১ কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র দায়ীত্বপ্রাপ্ত কর্মী বা ব্যাক্তি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কি রকম দক্ষ বলে আপনার হয়?
১. খুব দক্ষ ২. বেশ দক্ষ ২. মোটামুটি দক্ষ ৩. মোটেই দক্ষ না

৩.১২ কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে দায়ীত্বপ্রাপ্ত কর্মী বা ব্যাক্তির নিষ্ঠা ও নিয়মিত সেবা প্রদানের বিষয়টি আপনার নিকট কতখানি সন্তোষজনক?
১. খুব সন্তোষজনক ২. মোটামুট সন্তোষজনক ৩. মোটেই সন্তোষজনক না

৩.১৩ আপনি অন্য কোন ম্যাধ্যম থেকে তথ্যসেবা পান? ১.হ্যাঁ / ২.না

৩.১৪ যদি হাঁ হয়, কোন কোন উৎস থেকে কৃষি তথ্য সেবা পান বলুন?

১. উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস ২. কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (ফিয়াক) ৩. ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র
৪. টেলিভিশন (টিভি) ৪. কমিউনিটি রেডিও ৫. অন্যান্য----------

৩.১৫ কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপনের পূর্বে বা বর্তমানে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি জ্ঞান অন্য কি ভাবে পেয়ে থাকেন?

(ক্রমিক সংখ্যা বসান)

১. প্রতিবেশী আদর্শ কৃষকের সাথে আলোচনা করে	
২. ইউনিয়ন পরিষদের কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (ফিয়াক) হতে	
৩. কৃষকের মাঠ স্কুল (এফএফএস) হতে	
৪. আইপিএম/আইসিএম ক্লাব হতে	
৫. ডিএই কর্তৃক স্থাপিত প্রদর্শনী প্লট দেখে	
৬. ডিএই কর্তৃক আয়োজিত মাঠ দিবসে অংশগ্রহনের মাধ্যমে	
৭. ডিএই আয়োজিত প্রশিক্ষণ গ্রহন করে	
৮. বিভিন্ন কৃষি প্রদর্শণী দেখে	
৯. অন্যান্য(উল্লেখ করুন):----------	

৩.১৬ আপনি কি মনে করেন ডিজিটাল কৃষি তথ্য কেন্দ্র(AICC) থেকে এখন যে তথ্য সেবা পান সেটা আগের তুলনায় বেশী কার্যকর? ১.হ্যাঁ / ২.না [ ]

৩.১৭ আপনি কি মনে করেন এই কেন্দ্রে প্রাপ্তব্য পুস্তক-পুস্তিকা,ঈত্র-পত্রিকা ও অন্য প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানের সামগ্রি আগের তুলনায় বেশী সহজলভ্য? ১.হ্যাঁ / ২.না [ ]

৩.১৮ আপনি কি মনে করেন এখান হতে প্রপ্তব্য সামগ্রিগুলো আগের তুলনায় বেশী সহজবোধ্য ও আকর্ষনীয়? ১.হ্যাঁ / ২.না [ ]

৩.১৯ কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত তথ্য ও জ্ঞান ব্যবহারের ফলে:

৩.১৯.১ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আপনি কি রকম সন্তুষ্ট? ১. খুব সন্তুষ্ট ২. মোটামুটি সন্তুষ্ট ৩. মোটেও সন্তুষ্ট না [ ]

৩.১৯.২ ফসলের রোগ-বালাই দমন ও প্রতিরোধের ব্যাপারে আপনি কি রকম সন্তুষ্ট? ১. খুব সন্তুষ্ট ২. মোটামুটি সন্তুষ্ট ৩. মোটেও সন্তুষ্ট না [ ]

৩.১৯.৩ ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যাপারে আপনি কি রকম সন্তুষ্ট? ১. খুব সন্তুষ্ট ২. মোটামুটি সন্তুষ্ট ৩. মোটেও সন্তুষ্ট না [ ]

৩.১৯.৪ ফসল সংরক্ষণের ব্যাপারে আপনি কি রকম সন্তুষ্ট? ১. খুব সন্তুষ্ট ২. মোটামুটি সন্তুষ্ট ৩. মোটেও সন্তুষ্ট না [ ]

৩.৩০ নাজ্যমূল্যে উপকরণ ক্রয় এবং ফসল বাজারজাতকরণের বা বিপননের ব্যাপারে আপনি কি রকম সন্তুষ্ট? ১. খুব সন্তুষ্ট ২. মোটামুটি সন্তুষ্ট ৩. মোটেও সন্তুষ্ট না [ ]

৩.২০ কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত তথ্য ও জ্ঞান ব্যবহারের ফলে আপনার:

৩.২০.১ বিঘা প্রতি কি পরিমাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে? [ ] কেজি/বিঘা

১. ধান [ ] ২. গম [ ] ৩. ভুট্টা [ ] ৪. সবজি [ ] ৫.অন্যান্য

৩.২০.২ ফসলের রোগ-বালাই দমন ও প্রতিরোধের কারণে আপনার ধারণা মোতাবেক শতকরা কি পরিমাণ ফসলহানি কমেছে?----------%

৩.২০.৩ যথাযথ বা সন্তোষজনক ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ করায় আপনার ধারণা মোতাবেক শতকরা কি পরিমাণ ফসলহানি কমেছে? ----------%

৩.২০.৪ যথাযথ বা সন্তোষজনক ফসল সংরক্ষণের কারণে আপনার ধারণা মোতাবেক শতকরা কি পরিমাণ ফসলহানি কমেছে? ----------%

৩.২০.৫ নাজ্যমূল্যে উপকরণ ক্রয় করার কারণে আপনার ধারণা মোতাবেক শতকরা কি পরিমাণ উৎপাদন খরচ সাশ্রয় হয়েছে? ----------%

৩.২১ ন্যায্যমূল্যে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন কৃষি উপকরণ বিতরণ সম্পর্কিত তথ্য আপনি এআইসিসি হতে পান কিনা? ১.হ্যাঁ / ২.না [ ]

৪.০ আইসিটি (ICT) ল্যাব বিষয়ক তথ্যঃ

৪.১ আপনি অথবা আপনার পরিবারের কেউ আইসিটি (ICT) ল্যাব বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে জানেন কি না? ১. হাঁ ২. না

৪.১.১ জেনে থাকলে আপনি আইসিটি (ICT) ল্যাব বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে কি ধরণের সেবা বা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?
১. কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট প্রশিক্ষণ ২. বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ
৩. অন্যান্য (উল্ল্যেখ করুন) ----------

৪.১.২ আপনি প্রশিক্ষণ বা তথ্য সেবার জন্য কোন ফি প্রদান করছেন কি? ১. হাঁ ২. না

৪.২ আপনি কি মনে করেন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাটি মানসম্পন্ন ছিল? ১. হাঁ ২. না

৪.২.১ যদি প্রশিক্ষণ মানসম্পন্ন না হয়ে থাকে তাহলে কি করলে এটি মানসম্পন্ন হবে?
১. প্রশিক্ষণ আরো দীর্ঘ করা ২. আরো বেশী তথ্যবহুল করা
৩. অন্যান্য (উল্ল্যেখ করুন:)----------

৪.২.২ প্রশিক্ষক আপনার সাথে কতটা সহযোগীতাপূর্ণ ছিল? ১. খুব ভাল ২. ভাল ৩. খারাপ

৪.২ আপনি কি কখনো মোবাইল ভ্যানে প্রচারিত কৃষি তথ্য বা কৃষি বিষয়ে প্রামান্য অনুষ্ঠান বা ভিডিও দেখেছেন? ১. হাঁ ২. না

৪.৩ আপনি তা থেকে উপকৃত হয়েছেন বা জেনেছেন যা আপনি আগে জানতেন না ১. হাঁ ২. না

৪.৪ যদি হাঁ হয় কি কি বিষয়ে উপকৃত হয়েছেন?

১.	২.
৩.	৪.

৪.৫ কৃষি তথ্য ছাড়া অন্যান্য কি সুবিধা আপনি কৃষি তথ্য কেন্দ্র হতে পেয়ে থাকেন? (ক্রমিক সংখ্যা বসান)

১. ফটোকপি করা
২. ছবি তোলা
৩. চিঠিপত্র টাইপ/কম্পোজ করা
৪. ইন্টানেটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া (পরীক্ষার ফলাফল, চাকুরীর খবর)
৫. অন্যান্য----------

৫. কৃষি তথ্যসেবা এবং কৃষি প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আপনার (কৃষকের) সুচিন্তিত মতামত দিন

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর তারিখ

সুপারভাইজারের স্বাক্ষর তারিখ

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

সহায়তায়: কৃষি মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নে: কৃষি তথ্য সার্ভিস

ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও প্রভাব মূল্যায়ন জরিপ

সকল শ্রেণীর কৃষকদের জন্য আইসিটিভিত্তিক আধুনিক তথ্য ও কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) 'কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি ২০১২-২০১৫ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৫০ টি উপজেলায় অত্যাধুনিক আইসিটি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসজ্জিত কৃষি তথ্য যোগযোগ কেন্দ্র (AICC) ও ১০ জেলায় আইসিটি (ICT) ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এইসব কেন্দ্র থেকে কৃষক ও সাধারণ জনগন উপকৃত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার কৃষকদের মধ্যে প্রকল্পের ফলাফল ও পরীক্ষা করে দেখার জন্য এবং আপনারা আসলে কতটুকু সেবা পাচ্ছেন, কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট চাহিদা মাফিক, সময়োপযোগী তথ্যে (উৎপাদন, সুরক্ষা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, আবহাওয়া) আপনাদের (কৃষকের) প্রবেশাধিকার আছে কিনা তা ক্ষতিয়ে দেখবো। অর্থাৎ এআইসিসির মাধ্যমে আপনারা (কৃষক) আপনাদের দোরগোড়ায় গুণগত মানসম্পন্ন সেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন কিনা এবং বাড়তি উৎপাদন, বাজারে অধিকতর প্রবেশাধিকার ও আয় বৃদ্ধিতে তার প্রতিফলন ঘটছে কিনা আপনাদের দারিদ্র বিমোচনে কতটুকু কার্যকারি ভুমিকা রাখছে এবং প্রকল্পটির দিক ভাল বা খারাপ কিনা তা বের করব। এজন্য আপনাদের সাথে আমি কিছুক্ষণ আলাপ করব। আশা করি আপনারা এইটুকু সময় এবং সঠিক উত্তর দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন। আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

১.০ কৃষক সমাবেশ সাধারণ তথ্য:

১.১	উপজেলার নাম	১.৩ ইউনিয়নের নাম	
১.২	গ্রামের নাম	১.৪ মোট অংশগ্রণনকারী	
১.৫	আপনাদের জানামতে পূর্বে কতগুলো মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে?		

২.০ কৃষি তথ্য কেন্দ্র (AICC) এবং কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক আলোচনা:

২.১ প্রধান কৃষি ফসল কি কি?

১.ধান ২. গম ৩. আলু ৪. ভুট্টা ৫. সরিষা ৬. কলাই ৭. সবজি ৮. আখ ৯. পিয়াজ
১০. আলু ১১. পাট ১২. মরিচ

অন্যান্য যেমন: ১৩. গরু ১৪. ছাগল ১৫. মাছ ১৬. হাঁস ১৭. মুরগী ১৮.অন্যান্য

২.২ আপনাদের প্রধান কৃষি বিষয়ক সমস্যা কি কি?

২.৩ কৃষি তথ্যকেন্দ্র (AICC) থেকে কি ধরণের সেবা পেয়েছেন/পাচ্ছেন?
কি কি কাজে লাগছে?
উক্ত সেবা আপনার কৃষি সমস্যা সমধানের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী ভূমিকা রাখছে?

২.৪ কৃষি তথ্যকেন্দ্র (AICC) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে কৃষি সমস্যা সমধানের ক্ষেত্রে কিভাবে এবং কোথা থেকে সেবা পেতেন এবং সেটা এখনকার চেয়ে কতটা মানসম্পন্ন এবং কার্যকরী ছিল?

২.৫ আইসিটি ল্যাব (ICT) থেকে কি ধরণের সেবা পেয়েছেন/পাচ্ছেন?
কি কি কাজে লাগছে?
উক্ত সেবা আপনার কৃষি সমস্যা সমধানের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী ভুমিকা রাখছে?

২.৬ আইসিটি ল্যাব (ICT) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে কি এ ধরণের সেবা পেয়েছেন?

২.৭ কৃষি তথ্য কেন্দ্রের (AICC) সেবা ও সেবার মান সম্পর্কে বলুন?

২.৮ আইসিটি (ICT) ল্যাব এর সেবা ও সেবার মান সম্পর্কে বলুন?

২.৯ আপনাদের কি কোন 'ফসল উৎপাদন মডেল' (Crop Model) আছে? সেটা কি?

আপনারা কি **'একটি বাড়ী একটি খামার'** পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন?

আপনারা কি **'সমন্বিত কৃষি পদ্ধতি'** সম্পর্কে জানেন।

জেনে থাকলে কোথা থেকে প্রযুক্তি সমন্ধে জেনেছেন?

২.১০ এআইসিসি (AICC) থেকে কি আপনাদের পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি দিয়েছে যা ক্ষতিকারক কীটনাশক ও সারের ব্যবহার কমাবে? সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

২.১১ কৃষি তথ্য কেন্দ্র (AICC) এবং আইসিটি (ICT) ল্যাব প্রতিষ্ঠিত ও সেবার ফলে আপনাদের কি আর্থিক উন্নতি হয়েছে বলুন?

সেটা কিরুপ?

১.উন্নত প্রযুক্তির কিরূপ বেড়েছে?

২.ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে?

৩.ফসলের ক্ষতি আগের তুলনায় কম হয়?

৪.সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করতে পারি

উপস্থিত কৃষকদের নামের তালিকা:

ক্রমিক নং	উপস্থিত কৃষকের নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম
০১			
০২			
০৩			
০৪			
০৫			
০৬			
০৭			
০৮			
০৯			
১০			

মূল্যবান সময়, তথ্য ও আপনাদের সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর _____ তারিখ _____

সুপারভাইজারের স্বাক্ষর _____ তারিখ _____

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

সহায়তায়: কৃষি মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নে: কৃষি তথ্য সার্ভিস

ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও প্রভাব মূল্যায়ণ জরিপ

সকল শ্রেণীর কৃষকদের জন্য আইসিটিভিত্তিক আধুনিক তথ্য ও কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) 'কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি ২০১২-২০১৫ সময় পর্যন্ত বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১০ জেলায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং আনুসাঙ্গিক আসবাবপত্রসজ্জিত ১০ টি আইসিটি (ICT) ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এইসব কেন্দ্র থেকে কৃষক ও সাধারণ জনগণ কৃষিতথ্য ও প্রশিক্ষণ সেবাসহ আরো নানা বিষয়ে উপকৃত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার কৃষকদের মধ্যে প্রকল্পের ফলাফল পরীক্ষা করে দেখার জন্য এবং তারা আসলে কতটুকু সেবা পাচ্ছেন, কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট চাহিদা মাফিক, সময়োপযোগী তথ্যে (উৎপাদন, সুরক্ষা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, আবহাওয়া) বাজারে কৃষকের প্রবেশাধিকার আছে কিনা তা ক্ষতিয়ে দেখা হবে। অর্থাৎ আইসিটি ল্যাবের মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় মানসম্পন্ন সেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন কিনা এবং বাড়তি উৎপাদন, বাজারে অধিকতর প্রবেশাধিকার ও আয় বৃদ্ধিতে তার প্রতিফলন ঘটছে কিনা, দারিদ্র বিমোচনে কতটুকু কার্যকারি ভুমিকা রাখছে এবং প্রকল্পটির দিক ভাল বা খারাপ তা বের করব। এজন্য আপনাদের সাথে আমি কিছুক্ষণ আলাপ করব। আশা করি আপনি এইটুকু সময় দিবেন এবং সঠিক উত্তর দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন। ধন্যবাদ আপনাকে।

১.০ উত্তরদাতার সাধারণ তথ্যঃ

১.১	উত্তর দাতার নাম		১.২	উত্তর দাতার পদবি	
১.৩	জেলার নাম		১.৪	আঞ্চলিক অফিসের নাম	
১.৫	উপজেলার নাম		১.৬	কতসালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে	
১.৭	মোবাইল নাম্বার		১.৮	ফোনের ধরন	১.নরমাল ২.স্মার্ট ফোন

২.১ আপনার **আইসিটি (ICT) ল্যাবে কি যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র আছে তার সংখ্যা এবং বর্তমান অবস্থা উল্লেখ করুন?**

(১) সাউন্ড সিস্টেম	সংখ্যা উল্লেখ করুন	বর্তমানে কয়টি চালু আছে
(২) মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং স্ক্রিন	সংখ্যা উল্লেখ করুন	বর্তমানে কয়টি চালু আছে
(৩) ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং একসেসরিস	সংখ্যা উল্লেখ করুন	বর্তমানে কয়টি চালু আছে
(৪) ল্যাপটপ	সংখ্যা উল্লেখ করুন	বর্তমানে কয়টি চালু আছে
(৫) স্কানার	সংখ্যা উল্লেখ করুন	বর্তমানে কয়টি চালু আছে

(৬) মডেম এবং কানেকটিভিটি	সংখ্যা উল্লেখ করুন		বর্তমানে কয়টি ভাল আছে	
(৭) প্রিন্টার (ব্ল্যাক)	সংখ্যা উল্লেখ করুন		বর্তমানে কয়টি ভাল আছে?	
(৮) ওয়েবক্যাম	সংখ্যা উল্লেখ করুন		বর্তমানে কয়টি ভাল আছে?	
(৯) নেটওয়ার্কিং রাউটার	সংখ্যা উল্লেখ করুন		বর্তমানে চালু আছে?	
(১০) জেনারেটর	সংখ্যা উল্লেখ করুন		বর্তমানে চালু আছে?	
(১১) অনলাইন আইপিএস	সংখ্যা উল্লেখ করুন		বর্তমানে চালু আছে?	
(১২) কম্পিউটার চেয়ার	সংখ্যা উল্লেখ করুন		বর্তমানে কতগুলো ভাল আছে?	
(১৩) কম্পিউটার টেবিল	সংখ্যা উল্লেখ করুন		বর্তমানে কতগুলো ভাল আছে?	
(১৪) হাফ সেক্রেটারী টেবিল	সংখ্যা উল্লেখ করুন		বর্তমানে কতগুলো ভাল আছে?	
(১৫) এক্সিকিউটিভ চেয়ার	সংখ্যা উল্লেখ করুন		বর্তমানে কতগুলো ভাল আছে?	
(১৬) অন্যান্য যদি থাকে	সংখ্যা উল্লেখ করুন		বর্তমানে চালু আছে?	

২.২ আইসিটি (ICT) ল্যাবে কি প্রতিদিন ভিজিটর আসে ১. হাঁ ২. না

২.২.১ যদি হাঁ হয় তবে আনুমানিক কতজন ভিজিটর আসে ১. পাচ থেকে দশজন ২. দশ থেকে বিশজন ৩. বিশ থেকে ত্রিশজন

২.৩ আপনারা কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন উল্লেখ করুন?

২.৩.১	২.৩.২
২.৩.৩	২.৩.৪
২.৩.৫	২.৩.৬

২.৪ প্রশিক্ষণের সময়/মেয়াদ কতদিন? ১. দুই সপ্তাহ ২. তিন সপ্তাহ ৩. চার সপ্তাহ

২.৫ প্রশিক্ষণ প্রদানে কোন ফি নেয়া হয় কি না? ১. হাঁ ২. না

২.৬ প্রশিক্ষণ শেষে কোন সনদ প্রদান করা হয় কি না? ১. হাঁ ২. না

২.৭ আপনার আইসিটি (ICT) ল্যাব থেকে বৎসরে আনুমানিক কতজন প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন? সংখ্যা উল্লেখ করুন

২.৮ আপনার আইসিটি (ICT) ল্যাব থেকে সর্বমোট কতজন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন? ☐

২.৯ আপনার আইসিটি (ICT) ল্যাব আর কি ধরণের সেবা দিয়ে থাকে বলুন?

১. ICT প্রশিক্ষণ ☐

২. কৃষিতথ্য সেবা ☐

৩. ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের সাথে সমস্যা বিষয়ে আলোচনা ও সমাধান ☐

৪. কৃষি বিষয়ক তথ্য ছাপানো ও ডিজিটাল আকারে সরবরাহ করা ☐

৫. আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও এর প্রসারের জন্য মাঠদিবসের আয়োজন করা ☐

৬. রিপোর্টিং ভ্যানের মাধ্যমে তথ্যসেবা ও প্রচার করা ☐

৭. সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে প্রযুক্তি বিষয়ক ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শন করা ☐

৮. সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে প্রযুক্তি বিষয়ক ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শন করা ☐

২.১০ প্রশিক্ষণ পেয়ে সবাই কি উপকৃত হয়েছেন এবং কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারছেন? **১.** হাঁ ২. না ☐

২.১১. ICT ল্যাব থেকে কি কি উপকার বা পাচ্ছে বলুন

১. ICT প্রশিক্ষণ পাচ্ছে

২. কৃষিতথ্য সেবা পাচ্ছে ☐

৩. ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের সাথে সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করে সমাধান পাচ্ছে ☐

৪. কৃষি বিষয়ক তথ্য ছাপানো ও ডিজিটাল আকারে পাচ্ছে ☐

৫. আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও এর প্রসারের ফলে তাদের কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান বারছে ☐

৬. রিপোর্টিং ভ্যানের মাধ্যমে তথ্যসেবা পাচ্ছে ☐

৭. সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে প্রচারিত ভিডিও ডকুমেন্টারী দেখে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে জানতে ও শিক্ষতে পারছে ☐

৮. মাঠদিবস ও সভাসমাবেশ হতে বিভিন্ন কৃষি বিয়য়ে জ্ঞানলাভ করছে ☐

৯. প্রশিক্ষণ জ্ঞান প্রশিক্ষণার্থীর কৃষি কাজে ও বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারছে ☐

১০. অন্যান্য যদি থাবে বলুন ☐

২.১২ ICT ল্যাব থেকে কি কোন অর্থ উপার্জন হচ্ছে ১. হাঁ ২. না

যদি হাঁ হয় তাহলে কিভাবে উপার্জন হচ্ছে

১. কম্পোজ করে
২. ফটোকপি করে
৩. ইন্টানেট ব্রাউজিং করে
৪. যন্ত্রপাতি ভাড়া দিয়ে
৫. অন্যান্য উল্লেখ করুন----------

২.১৩ বর্তমানে এটি কি সম্পূর্ণভাবে চালু আছে?

২.১৪ আমি কি ঘুরে দেখতে পারি
(তথ্য সংগ্রহকারী আইসিটি (ICT) ল্যাব পর্যবেক্ষণ করবে এবং ছবি তুলবে)

২.১৫ কৃষি তথ্যকেন্দ্র একটি ভাল উদ্দ্যোগ বলে আপনি মনে করেন কি? ১. হাঁ ২. না

যদি হাঁ হয় তাহলে তা কতটুকু ১. খুব ভাল ২. ভাল ৩. মোটামুটি ভাল

২.১৬ **আইসিটি** (ICT) সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন যা অনুসরন করে **এর** কার্যক্রম আরো যুগোপযোগী করা যেতে পারে।

আপনার মূল্যবান সময়, তথ্য ও আপনার সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আপনাকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর তারিখ

সুপারভাইজারের স্বাক্ষর তারিখ

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

সহায়তায়: কৃষি মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নে: কৃষি তথ্য সার্ভিস

ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও প্রভাব মূল্যায়ন জরিপ

সকল শ্রেণীর কৃষকদের জন্য আইসিটিভিত্তিক আধুনিক তথ্য ও কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) 'কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি ২০১২-২০১৫ সময় পর্যন্ত বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৫০টি উপজেলায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং আনুসাঙ্গিক আসবাবপত্রসজ্জিত ১৫০ টি আইসিটি (AICC) ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এইসব কেন্দ্র থেকে কৃষক ও সাধারণ জনগন কৃষিতথ্য ও প্রশিক্ষণসহ আরো নানা বিষয়ে উপকৃত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার কৃষকদের মধ্যে প্রকল্পের ফলাফল ও পরীক্ষা করে দেখার জন্য এবং তারা আসলে কতটুকু সেবা পাচ্ছেন, কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট চাহিদা মাফিক, সময়োপযোগী তথ্যে (উৎপাদন, সুরক্ষা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, আবহাওয়া) আপনাদের (কৃষকের) প্রবেশাধিকার আছে কিনা তা ক্ষতিয়ে দেখবো। অর্থাৎ আইসিটি ল্যাবের মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় গুণগত মানসম্পন্ন সেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন কিনা এবং বাড়তি উৎপাদন, বাজারে অধিকতর প্রবেশাধিকার ও আয় বৃদ্ধিতে তার প্রতিফলন ঘটছে কিনা, আপনাদের দারিদ্র বিমোচনে কতটুকু কার্যকারি ভুমিকা রাখছে এবং প্রকল্পটির দিক ভাল বা খারাপ কিনা তা বের করব। এজন্য আপনাদের সাথে আমি কিছুক্ষণ আলাপ করব। আশা করি আপনি এইটুকু সময় এবং সঠিক উত্তর দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন। ধন্যবাদ আপনাকে।

১.০ উত্তরদাতার সাধারণ তথ্যঃ

১.১	উত্তর দাতার নাম		১.২	উত্তর দাতার পদবি	
১.৩	জেলার নাম		১.৪	আঞ্চলিক অফিসের নাম	
১.৫	উপজেলার নাম		১.৬	কতসালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে	
১.৭	মোবাইল নম্বর		১.৮	ফোনের ধরন	১. নরমাল ফোন ২. স্মার্ট ফোন

২.১ আপনার **আইসিটি (ICT) ল্যাবে কি যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র আছে তার সংখ্যা এবং বর্তমান অবস্থা উল্লেখ করুনঃ**

(১) ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা	**সংখ্যা উল্লেখ করুন**		**বর্তমানে কয়টি চালু আছে**	
(২) সাউন্ড সিস্টেম	**সংখ্যা উল্লেখ করুন**		**বর্তমানে কয়টি চালু আছে**	
(৩) মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং স্ক্রিন	**সংখ্যা উল্লেখ করুন**		**বর্তমানে কয়টি চালু আছে**	
(৪) লেমিনেটিং মেশিন	**সংখ্যা উল্লেখ করুন**		**বর্তমানে কয়টি চালু আছে**	
(৫) স্পাইরাল মেশিন	**সংখ্যা উল্লেখ করুন**		**বর্তমানে কয়টি চালু আছে**	

(৬) ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং একসেসরিস	**সংখ্যা উল্লেখ করুন**		**বর্তমানে কয়টি চালু আছে**	
(৭) ল্যাপটপ	**সংখ্যা উল্লেখ করুন**		**বর্তমানে কয়টি চালু আছে**	
(৮) মডেম এবং কানেকটিভিটি	**সংখ্যা উল্লেখ করুন**		**বর্তমানে কয়টি ভাল আছে**	
(৯) প্রিন্টার (কালার)	**সংখ্যা উল্লেখ করুন**		**বর্তমানে কয়টি ভাল আছে**	
(১০) ওয়েবক্যাম	**সংখ্যা উল্লেখ করুন**		**বর্তমানে কয়টি ভাল আছে?**	
(১১) স্কানার	**সংখ্যা উল্লেখ করুন**		**বর্তমানে কয়টি চালু আছে**	
(১২) মোবাইল ফোন (নরমাল/স্মার্টফোন)	**সংখ্যা উল্লেখ করুন**		**বর্তমানে চালু আছে?**	
(১৩) জেনারেটর	**সংখ্যা উল্লেখ করুন**		**বর্তমানে চালু আছে?**	
(১৪) চেয়ার	**সংখ্যা উল্লেখ করুন**		**বর্তমানে কতগুলো ভাল আছে?**	
(১৫) টেবিল	**সংখ্যা উল্লেখ করুন**		**বর্তমানে কতগুলো ভাল আছে?**	
(১৬) অন্যান্য যদি থাবে	**সংখ্যা উল্লেখ করুন**		**বর্তমানে চালু আছে?**	

২.২ এ**আইসিসি (AICC) তে কি প্রতিদিন ভিজিটর আসে?** **১.** হাঁ ২. না

২.২.১ যদি হাঁ হয় তবে **আনুমানিক কতজন ভিজিটর আসে?** **১. পাচ** - দশ জন ২. দশ - বিশ জন ৩. বিশ - ত্রিশ জন

২.৩ আপনার এ**আইসিসি (AICC) কি ধরণের সেবা দিয়ে থাকে বলুন?**

১. কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে তথ্য প্রদান

২. ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ

৩. কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে লিফলেট বিতরণ

৪. কৃষি আবহাওয়া বিষয়ে আগাম বার্তা প্রদান

৫. কৃষি সমস্যা সমাধানে পরামর্শ

৬. মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে ভিডিও দেখানো

৮. মোবাইলে বার্তা পাঠানো

৯. প্রশিক্ষণ প্রদান

১০.নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে তথ্য প্রদান

প্রযুক্তির নাম বলুন

১.	২.
৩.	৪.
৫.	৬.
৭.	৮.
৯.	১০.

২.৪ সেবা **পেয়ে সবাই কি উপকৃত হয়েছেন?** **১.** হাঁ ২. না

কি কি বিষয়ে উপকৃত হচ্ছে বলুন

১. কৃষিতথ্য সেবা পাচ্ছে

২. ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের সাথে সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করে সমাধান পাচ্ছে

৩. কৃষি বিষয়ক তথ্য ছাপানো ও ডিজিটাল আকারে পাচ্ছে

৪. আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও এর প্রসারের ফলে তাদের কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান বারছে

৫. রিপোর্টিং ভ্যানের মাধ্যমে তথ্যসেবা পাচ্ছে

৬. সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে প্রচারিত ভিডিও ডকুমেন্টারী দেখে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে জানতে পারছে

৭. মাঠদিবস ও সভাসমাবেশ হতে বিভিন্ন কৃষি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করছে

৮. প্রশিক্ষণ জ্ঞান প্রশিক্ষণার্থীর কৃষি কাজে ও বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারছে

৯. অন্যান্য যদি থাকে বলুন

২.৫ কৃষি তথ্যকেন্দ্র একটি ভাল উদ্যোগ বলে আপনি মনে করেন কি? **১.** হাঁ ২. না

২.৫.১ যদি হাঁ হয় তাহলে তা কতটুকু ১. খুব ভাল ২. ভাল ৩. মোটামুটি ভাল

২.৬ বর্তমানে এটি কি সম্পূর্ণ চালু আছে? **১.** হাঁ ২. না

২.৭ AICC থেকে কি কোন অর্থ উপার্জন হচ্ছে ১. হাঁ ২. না

যদি হাঁ হয় তাহলে কিভাবে উপার্জন হচ্ছে

১. কম্পোজ করে
২. ফটোকপি করে
৩. ইন্টানেট ব্রাউজিং করে
৪. যন্ত্রপাতি ভাড়া দিয়ে
৫. ছবি তুলে
৬. অন্যান্য উল্লেখ করুন----------

২.৮ আমি কি ঘুরে দেখতে পারি? ১. হাঁ ২. না

(তথ্য সংগ্রহকারী এআইসিসি (AICC) পর্যবেক্ষণ করবে এবং ছবি তুলবে)

২.৯ এ**আইসিসি** (AICC) সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন যা অনুসরন করে এর কার্যক্রম আরো যুগোপযোগী করা যেতে পারে।

আপনার মূল্যবান সময়, তথ্য ও আপনার সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আপনাকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর তারিখ

সুপারভাইজারের স্বাক্ষর তারিখ

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

সহায়তায়: কৃষি মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নে: কৃষি তথ্য সার্ভিস

ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও প্রভাব মূল্যায়ন জরিপ (উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা)

সকল শ্রেণীর কৃষকদের জন্য আইসিটিভিত্তিক আধুনিক তথ্য ও কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) 'কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি ২০১২-২০১৫ সময় পর্যন্ত বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৫০টি উপজেলায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং আনুসাঙ্গিক আসবাবপত্রসজ্জিত ১৫০ টি এআইসিসি (AICC) স্থাপন করা হয়েছে। এইসব কেন্দ্র থেকে কৃষক ও সাধারণ জনগন কৃষিতথ্য ও প্রশিক্ষণসহ আরো নানা বিষয়ে উপকৃত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার কৃষকদের মধ্যে প্রকল্পের ফলাফল ও পরীক্ষা করে দেখার জন্য এবং তারা আসলে কতটুকু সেবা পাচ্ছেন, কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট চাহিদা মাফিক, সময়োপযোগী তথ্যে (উৎপাদন, সুরক্ষা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, আবহাওয়া) আপনাদের (কৃষকের) প্রবেশাধিকার আছে কিনা তা ক্ষতিয়ে দেখবো। অর্থাৎ আইসিটি ল্যাবের মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় গুণগত মানসম্পন্ন সেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন কিনা এবং বাড়তি উৎপাদন, বাজারে অধিকতর প্রবেশাধিকার ও আয় বৃদ্ধিতে তার প্রতিফলন ঘটছে কিনা, আপনাদের দারিদ্র বিমোচনে কতটুকু কার্যকারি ভুমিকা রাখছে এবং প্রকল্পটির দিক ভাল বা খারাপ কিনা তা বের করব। উপজেলা পর্যায়ে কৃষি সম্পসারণ অফিস এআইসিসি কি সহযোগিতা প্রদান করছে এবং কিধরণের সম্পৃক্ততা আছে সে সম্পর্কে জানবো। এজন্য আপনার সাথে আমি কিছুক্ষণ আলাপ করব। আশা করি আপনি এইটুকু সময় এবং সঠিক উত্তর দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন। ধন্যবাদ আপনাকে।

১.০ উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য:

১.১	উত্তর দাতার নাম		১.২ উত্তর দাতার পদবি	
১.৩	জেলার নাম		১.৪ উপজেলার নাম	
১.৫	মোবাইল নম্বর			

২.১ আপনাদের কি এআইসিসি (AICC) এর সাথে কোন সম্পৃক্ততা আছে? ১. হাঁ ২. না

২.২ এআইসিসি (AICC) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় DAE এর কোন ধরনের অংশগ্রহণ ছিল কিনা?

হাঁ হলে, কি ধরনের অংশগ্রহণ, কতটা অংশগ্রহণ ছিল এবং AICC বাস্তবায়নের আপনারা কি ধরণের সহায়তা করেছিলেন?

২.৩ AICC আপনাদের কাছ থেকে কার্যকর কি কি সহোযোগিতা প্রত্যাশা করেছিল? (আপনারা তার কতটুকু করতে পেরেছিলেন বলে মনে করেন?)

২.৪ DAE AICC প্রকল্পের জন্য কি কি ধরণের কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি সহযোগিতা করেছিল? বর্তমানে AICC - এর জন্যে আপনারা কি ধরনের সহায়তা প্রদান করছেন (করে থাকেন)?

২.৫ AICC প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি সেবার মাধ্যমে কৃষকরা কিভাবে উপকৃত হয়েছেন? উপকারের মাত্রাটা কেমন?

২.৬ AICC-র তথ্য ও প্রযুক্তি সহযোগিতা বর্তমানে কতটুকু কার্যকর আছে বলে আপনি জানেন?

২.৭ কার্যকর না থাকলে বা কাঙ্খিত পর্যায়ে কার্যকর না থাকলে কেন নেই বলে মনে করেন?

২.৮ আপনি বলতে পারেন এআইসিসি (AICC) কি ধরণের সেবা দিয়ে থাকে?

১. কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে তথ্য প্রদান ☐

২. ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ☐

৩. কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কীত পুস্তিকা, ফোল্ডার, লিফলেট বিতরণ ☐

৪. কৃষি আবহাওয়া বিষয়ে আগাম বার্তা প্রদান ☐

৫. কৃষি সমস্যা সমাধানে পরামর্শ ☐

৬. মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে ভিডিও দেখানো ☐

৮. মোবাইলে বার্তা পাঠানো ☐

৯. প্রশিক্ষণ প্রদান ☐

১০.নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে তথ্য প্রদান ☐

২.৯ সেবা পেয়ে কৃষক, কৃষিকর্মী কি উপকৃত হয়েছেন? **১.** হাঁ ২. না ☐

২.১০ কৃষি তথ্যকেন্দ্র একটি ভাল উদ্যোগ বলে আপনি মনে করেন কি? ☐ **১.** হাঁ ২. না

২.১০.১ যদি হাঁ হয় তাহলে তা কতটুকু ☐ ১. খুব ভাল ২. ভাল ৩. মোটামুটি ভাল

২.১১ এআইসিসি (AICC) কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের জন্য কি কি চ্যালেঞ্জ রয়েছে? কিভাবে সেটা দূর করা যেতে পারে?

২.১২ এ**আইসিসি** (AICC) কে কার্যকর করার ক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে সহযোগিতা করতে পারেন?

২.১৩ এ**আইসিসি** (AICC) সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন যা অনুসরন করে এর কার্যক্রম আরো যুগোপযোগী করা যেতে পারে।

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর ☐ তারিখ ☐

সুপারভাইজারের স্বাক্ষর ☐ তারিখ ☐

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

সহায়তায়: কৃষি মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নে: কৃষি তথ্য সার্ভিস

ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও প্রভাব মূল্যায়ণ জরিপ

সকল শ্রেণীর কৃষকদের জন্য আইসিটিভিত্তিক আধুনিক তথ্য ও কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) 'কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি ২০১২-২০১৫ সময় পর্যন্ত বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৫০ টি উপজেলায় অত্যাধুনি আইসিটি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসজ্জিত কৃষি তথ্য যোগযোগ কেন্দ্র (AICC) ও ১০ জেলায় আইসিটি (ICT) ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এইসব কেন্দ্র থেকে কৃষক ও সাধারণ জনগণ উপকৃত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার কৃষকদের মধ্যে প্রকল্পের ফলাফল ও পরীক্ষা করে দেখার জন্য এবং আপনারা আসলে কতটুকু সেবা পাচ্ছেন, কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট চাহিদা মাফিক, সময়োপযোগী তথ্যে (উৎপাদন, সুরক্ষা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, আবহাওয়া) আপনাদের (কৃষকের) প্রবেশাধিকার আছে কিনা তা ক্ষতিয়ে দেখবো। অর্থাৎ এআইসিসির মাধ্যমে আপনারা (কৃষক) আপনাদের দোরগোড়ায় গুণগত মানসম্পন্ন সেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন কিনা এবং বাড়তি উৎপাদন, বাজারে অধিকতর প্রবেশাধিকার ও আয় বৃদ্ধিতে তার প্রতিফলন ঘটছে কিনা আপনাদের দারিদ্র বিমোচনে কতটুকু কার্যকারি ভুমিকা রাখছে এবং প্রকল্পটির দিক ভাল বা খারাপ কিনা তা বের করব। এতদসংগে আমরা প্রকল্পটির ক্রয়সংক্রান্ত তথ্য এবং সেটা নির্দিষ্ট গাইডলাইন অনুসরন করা হয়েছিল কিনা তা জানার জন্য আপনার সাথে আমি কিছুক্ষণ আলাপ করব। আশা করি আপনি এইটুকু সময় এবং সঠিক উত্তর দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন। **আপনাকে ধন্যবাদ।**

১.০ উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য:

১.১	উত্তর দাতার নাম		১.২ উত্তর দাতার পদবি	
১.৩	জেলার নাম		১.৪ আঞ্চলিক অফিসের নাম	
১.৫	উপজেলার নাম		১.৬ কতসালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে	
১.৭	মোবাই নাম্বার		১.৮ মোবাইল ন:	

২.১ এআইসিসি (AICC) এবং **আইসিটি (ICT) ল্যাবে কি কি যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে আছে তার সংখ্যা অনুগ্রহ করে বলুন?**

(১) ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(২) ডিজিটাল SLR ক্যামেরা	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৩) ডিজিটাল HDD হ্যান্ডি ক্যামেরা	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৪) ভিডিও ক্যামেরা (HD) ও একসেসরিস	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	

(৫) সাউন্ড সিস্টেম	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৬) লেমিনেটিং মেশিন	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৭) ফটোকপিয়ার	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৮) মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং স্ক্রিন	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৯) স্পাইরাল মেশিন	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(১০) DV ক্যাম ক্যাসেট (১৮৪ মিনিট)	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(১১) মিনি DV ক্যাম ক্যাসেট (৬০ মিনিট)	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(১২) সলভেন্ট মেশিন	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(১৩) ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং একসেসরিস	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(১৪) ল্যাপটপ	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(১৫) স্কানার	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(১৬) মডেম এবং কানেকটিভিটি	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(১৭) প্রিন্টার (কালার)	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(১৮) প্রিন্টার (ব্লাক)	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(১৯) ওয়েবক্যাম	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(২০) প্লোটার মেশিন (Ploter Machine)	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(২১) নেটওয়ার্কিং রাউটার	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(২২) সেন্ট্রাল ডিজিটাল এগ্রিকালচাল নলেজব্যাংক (অনলাইন এবং অপলাইন)	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(২৩) ডিজিটাল এগ্রিকালচাল ইনফরমেশন বাংক (অনলাইন এবং অপলাইন)	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(২৪) ফ্যাক্স মেশিন	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(২৫) টেলিফোন	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	

(২৬) মোবাইল ফোন (নরমাল/স্মাটফোন)	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(২৭) জেনারেটর	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(২৮) এলসিডি প্রজেক্টর টিভি	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(২৯) অনলাইন আইপিএস	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৩০) আইপিএস	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৩১) Air Cooler	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৩২) মোবাইল সিনেমা ভ্যান	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৩৩) মোটরসাইকেল	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৩৪) রিপোর্টিং ভ্যান	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৩৫) ডাবলকেবিন পিকআপ	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৩৬) কম্পিউটার চেয়ার	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৩৭) কম্পিউটার টেবিল	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৩৮) ছোট আকারের সেক্রেটারিয়েল টেবিল	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৩৯) এক্সিউটিব চেয়ার	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	
(৪০) অন্যান্য যদি থাবে	সংখ্যা উল্ল্যেখ করুন	

২.২ উপরোক্ত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও যানবাহন ক্রয় করতে গিয়ে কি যথাযথ ক্রয় বিধিমালা ও নির্দেশনা (পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে?

যদি হয়ে থাকে সেটা কিরুপ বলুন

২.৩ দরপত্র কি সঠিক সময়ে ডাকা হয়েছিল না কোনভাবে বিলম্ব করা হয়েছিল ১. হাঁ ২. না

যদি বিলম্ব হয়ে থাকে সেটা কিজন্য অনুগ্রহ করে বলুন

২.৪ সর্বনিম্ন দরদাতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল কিনা? ১. হা ২. না

সেটা কিভাবে বলুন

২.৫ দরপত্র যাচাইয়ের জন্য কোন যাচাই কমিটি গঠন করা হয়েছিল? ১. হা ২. না

সে সম্পর্কে বলুন

২.৬ সরবাহরকৃত কোম্পানী স্পেসিফিকেশনস অনুযায়ী দ্রবাদি সরবরাহ করেছে? ১. হা ২. না
এবং আপনি কি সন্তুষ্ট ছিলেন?

২.৭ যদি না হয়ে থাকেন আপনি কোন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন কি না? ১. হা ২. না

২.৮ সরবরাহকৃত পন্যের ওয়ারেন্টি এবং Terms and Conditions বা after sales service ঠিকমত অনুসরণ করছে কিনা?

২.৯ পন্যসামগ্রী ক্রয়ের অডিট হয়েছিল?

২.১০ আপনার কোন মতামত থাকলে বলুন

আমাকে মূলবান সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর তারিখ

সংযুক্তি ২: প্রকল্পের যন্ত্রপাতির তালিকা

যানবাহন

Sl No	Description of Item	Quantity Procured
01	Mobile Cenema Van	1
02	Motor Cycle	23
03	Reporting Small Van	10
04	Double Cabin Pickup	1

যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম

Sl No	Description of Item	Quantity Procured
01	Digital Still Camera	162
02	Digital SLR Camera	1
03	Digital HDD Handy Camera	11
04	Video Camera (Professional HD with Accessories)	3
05	Sound System	171
06	Laminating Machine	150
07	Photocopier	12
08	Multimedia Projector with Screen	171
09	Spiral Binding	150
10	DV Cam Cassette (184 min)	50
11	Mini DV Cam Cassett (60 min)	300
12	Solvent Machine	1
13	Decktop Computer and Accessories	415
14	Laptop	175
16	Scanner	171
17	Modem with Connectivity	173
18	Printer (colour)	151
19	Printer (black)	23
20	WebCam	212
21	Plotter Machine (large format)	1
22	Networking Router	10
23	DVD Multicopier	1
24	Central Digital Agricultural Knowledge Bank	1
25	Digital Agricultural Information Bank	10
26	Fax Machine	11
27	Telephone	13
28	Mobile Phone	150
29	Generator	170
30	LCT Projector TV	2
31	Online IPS	11
32	IPS	11
33	Air cooler	22

সযুক্তি ৩: নমুনার আকারের সার-সংক্ষেপ ও বিভাজন

উত্তরদাতার ধরন/নির্বাচন		নমুনা আকারের সংখ্যা
উপকারভোগী বা কৃষক		
সরাসরি সাক্ষাতকার (কৃষক পর্যায়ে)		
২১ টি জেলা এবং প্রতিটি জেলা থেকে কমপক্ষে ২টি করে উপজেলা মোট ৪২টি উপজেলা। প্রতিটি উপজেলার ইউনিয়ন পর্যায় থেকে ২৫ জন উপকারভোগী কৃষক নির্বাচন করা হয়েছে।		১০৫০
কন্ট্রোল এরিয়া (চারটি উপজেলা) প্রতিটি উপজেলা থেকে ২৫ জন কৃষক নির্বাচন করা হয়েছে যারা এআইসিসি এবং আইসিটি ল্যাবের সেবা বর্তমানে পাচ্ছে না।		১০০
FGDs (কৃষক পর্যায়ে)		
১০ টি উপজেলায় ১০ টি FGDs এবং প্রতিটি FGD তে ৮-১২ জন অংশগ্রহণকারী (গড়ে ১০ জন কৃষক) উপস্থিত ছিল।		১০০
KIIs (কৃষক পর্যায়ে)		
৭ টি জেলা থেকে ১২ টি উপজেলায় IPM, CIG Club, FFS, Food Security গ্রুপে প্রতিনিধির সাথে KIIs এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।		৬৮
আঞ্চলিক ICT Lab		
১০ টি আঞ্চলিক ICT Lab - এ ১০ টি KIIs (প্রতিটি ল্যাব থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।		২০
জেলা অফিস পর্যায়ে		
১০ টি জেলা অফিসে ১০ টি KIIs (প্রতিটি অফিস থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি)		১০
রিপোটিং ভ্যান অপারেটর		১
উপজেলা পর্যায়		
কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা		৬৮
কেন্দ্রীয় পর্যায়		
কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন এবং মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা		৫
এআইএস (AIS) এর উর্দ্ধতন কর্মকর্তা		৩
	মোট	১০৭
	সর্বমোট	**১৪২৫**

সংযুক্তি ৪: ৫টি এআইসিসির বর্ননা (প্রোফাইল)

এআইসিসি ১: পাইকপাড়া সিআইজি ক্লাব			
জেলা	মৌলভীবাজার		
উপজেলা	শ্রীমঙ্গল		
গ্রাম	জামসি		
সভাপতি / সেক্রেটারীর নাম	নিতেন্দ্র চন্দ্র দাস		
মোবাইল নং	০১৭১৩৮০৮০৫৯		
সভাপতির পেশা	কৃষি কাজ		
সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির			
যন্ত্রপাতির তালিকা	**সংখ্যা**	**অকার্যকর**	**মন্তব্য**
১. ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা	১	০	
২. সাউন্ড সিস্টেম	১	০	
৩. মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্ক্রীন	১	০	
৪. স্পাইরাল মেশিন	১	০	
৫. লেমিনেটিং মেশিন	১	০	
৬. ডেস্কটপ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	১	০	
৭. ল্যাপটপ	১	০	
৮. প্রিন্টার (কালার)	১	১	
৯. মডেম উইথ কানেকটিভিটি	১	০	
১০. ওয়েবক্যামেরা	১	০	
১১. মোবাইল ফোন	১	০	
১২. স্ক্যানার	১	১	
১৩. জেনারেটর	১	০	
১৪. অন্যান্য	-	-	

মতামত

এআইসির পরিচালক/সভাপতি সাথে এআইসিসির বর্তমান কার্যক্রমের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। বর্তমানে এআইসিসিটি (পাইকপাড়া সিআইজি ক্লাব নামে পরিচিত) চালু আছে। কিন্তু প্রকল্প শেষ হওয়ার পর এর কোন মনিটরিং নাই এবং ভাতার ব্যবস্থা নাই তাই এটা টিকে রাখা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে বলে তিনি জানান। এ ধরণের কার্যক্রম টিকে রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং এআইসিসি অপারেটরের বেতনের ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৭টি আইটেম পেয়েছি এবং একটি ডিজিটাল ফটোমেশিন ও একটি পাওয়ার টিলার পেলে আমার ক্লাবের আয় হত এবং আমাদের ক্লাবের উন্নতি হত। আমরা এই যন্ত্রপাতি নষ্ট হলে ঠিক করার মত কোন ব্যবস্থা নাই। এই ক্লাব চালানোর জন্য ৩দিন প্রশিক্ষণ পেয়েছি যা খুবই অপ্রতুল ছিল। এত অসুবিধা সত্ত্বেও এআইসিসি থেকে কৃষককে নিয়মিত সেবা দিয়ে যাচ্ছি।

এআইসিসি ২: সোনার বাংলা আইসিএম কৃষক ক্লাব, কাপাসিয়া			
জেলা	গাজীপুর		
উপজেলা	কাপাসিয়া		
গ্রাম	খিরাটি বাজার		
সভাপতির/সেক্রেটারী নাম	হুমায়ুন কবির		
মোবাইল নং	০১৭১৬২২৪৩২২		
সভাপতির পেশা	কৃষক		
যন্ত্রপাতির তালিকা	**সংখ্যা**	**অকার্যকর**	**মন্তব্য**
১. ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা	১	০	
২. সাউন্ড সিস্টেম	১	০	
৩. মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্ক্রীন	১	০	
৪. স্পাইরাল মেশিন	১	০	
৫. লেমিনেটিং মেশিন	১	০	
৬. ডেস্কটপ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	১	০	
৭. ল্যাপটপ	১	০	
৮. প্রিন্টার (কালার)	১	০	
৯. মডেম উইথ কানেকটিভিটি	১	০	
১০. ওয়েব ক্যামেরা	১	০	
১১. মোবাইল ফোন	১	০	
১২. স্ক্যানার	১	০	
১৩. জেনারেটর	১	০	
১৪. অন্যান্য		-	

মতামত

এই এআইসিসিটির সবগুলি যন্ত্রপাতি চালু আছে। তবে কার্টিজ বেশি দামের কারণে কালার প্রিন্টার ব্যবহার হয় না। সভাপতির বক্তব্য যে এখানে কৃষি তথ্য সেবা দেয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কার্যক্রম তেমন একটা লক্ষনীয় মনে হয় নাই। এলাকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায় যে এটা মূলত কমার্শিয়াল কাজের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে যা এআইসিসি-কার্যক্রমের আওতায় পরে না। এলাকার লোকজন এটাকে কৃষি অফিস বলে জানে।

এআইসিসি ৩: হাড়িয়া চৌধুরীপাড়া আইপিএম ক্লাব, সোনারগাঁও			
জেলা	নারায়ণগঞ্জ		
উপজেলা	রূপগঞ্জ		
গ্রাম	বানিয়ারটেক		
সভাপতির/সেক্রেটারী নাম	মোঃ আল-আমিন		
মোবাইল নং	০১৯২৩৫২০২৯৮		
সভাপতির পেশা	কৃষক		
যন্ত্রপাতির তালিকা	**সংখ্যা**	**কার্যকর**	**মন্তব্য**
১. ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা	১		
২. সাউন্ড সিস্টেম	১		
৩. মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্ক্রীন	১		
৪. স্পাইরাল মেশিন	১		
৫. লেমিনেটিং মেশিন	১		
৬. ডেস্কটপ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	১		
৭. ল্যাপটপ	১		
৮. প্রিন্টার (কালার)	১		
৯. মডেম উইথ কানেকটিভিটি	১		
১০. ওয়েব ক্যামেরা	১		
১১. মোবাইল ফোন	১		
১২. স্ক্যানার	১		
১৩. জেনারেটর	১		

মতামত

উপজেলা সাব এসিসটেন্ট এগ্রিকালচার অফিসারের কাছ থেকে জানা যায় যে এই এআইসিসি টি (হাড়িয়া চৌধুরীপাড়া আইপিএম ক্লাব) বর্তমানে চালু আছে এবং তিনি বলেন এর কার্যক্রম যথেষ্ঠ ভাল। কিন্ত সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় যে এআইসিসি টি বর্তমানে চালু নাই এবং এর মালামালগুলি একটা দোকানে প্যাকিং অবস্থায় আছে। তবে ব্লক সুপারভাইজার এবং ক্লাবের মেম্বার বলেন যে এআইসিসিটি অন্যত্র স্থানান্তরের জন্য মালামালগুলি প্যাকিং করা হয়েছে। যতদ্রুত তারা এআসিসিটি আবার চালু করবে। তবে এ ধরণের কার্যক্রম টিকে রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদী এআইসিসি অপারেটরের বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

এআইসিসি ৪: দুহুলী আইপিএম কৃষি সমবায় সমিতি লি:			
জেলা	নীলফামারী		
উপজেলা	সদর		
গ্রাম	বারাইপাড়া (বোল্লাকালি)		
সভাপতির নাম	মো: মনতাজ উদ্দিন		
মোবাইল নং	০১৭৬৭-০৭৯৩৯৩		
সভাপতির পেশা	কৃষক		
যন্ত্রপাতির তালিকা	**সংখ্যা**	**কার্যকর**	**মন্তব্য**
14. ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা	১		
15. সাউন্ড সিস্টেম	১		
16. মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্ক্রীন	১		
17. স্পাইরাল মেশিন	১		
18. লেমিনেটিং মেশিন	১		
19. ডেস্কটপ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	১		
20. ল্যাপটপ	১		
21. প্রিন্টার (কালার)	১		
22. মডেম উইথ কানেকটিভিটি	১		
23. ওয়েব ক্যামেরা	১		
24. মোবাইল ফোন	১		
25. স্ক্যানার	১		
26. জেনারেটর	১		
27. অন্যান্য			

মতামত

এআইসিসিটি (দুহুলী আই পি এম কৃষি সমবায় সমিতি) চালু অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এর কার্যক্রমও চলছে বলে সমিতিতির সদস্যরা জানান। তবে প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এর সেবার গতি কমে গিয়েছে বলে জানান।

এআইসিসি ৫: ডুলুছড়ি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র			
জেলা	রাঙ্গামাটি		
উপজেলা	সদর		
গ্রাম	কুতুবছড়ি		
সভাপতির নাম	যুগ সিন্ধু চাকমা		
মোবাইল নং	০১৭৩২৯০৩৩০৮		
সভাপতির পেশা	কৃষক		
যন্ত্রপাতির তালিকা	**সংখ্যা**	**কার্যকর**	**মন্তব্য**
28. ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা	১		
29. সাউন্ড সিস্টেম	১		
30. মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্ক্রীন	১		
31. স্পাইরাল মেশিন	১		
32. লেমিনেটিং মেশিন	১		
33. ডেস্কটপ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	১		
34. ল্যাপটপ	১		
35. প্রিন্টার (কালার)	১		
36. মডেম উইথ কানেকটিভিটি	১		
37. ওয়েব ক্যামেরা	১		
38. মোবাইল ফোন	১		
39. স্ক্যানার	১		
40. জেনারেটর	১		
41. অন্যান্য			

মতামত

এআইসিসির সব যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এর কার্যক্রমও চলছে বলে সমিতিতির সদস্যরা জানান। তবে তারা জানান প্রকল্প বন্ধের পর মনিটরিং ব্যবস্থা নাই এবং তারা কোন সহযোগিতা পাচ্ছেন না। যা চলছে তা ক্লাবের সদস্যদের নিজস্ব উদ্দ্যোগে চলছে। তবে কৃষকের উৎসাহ আছে বলে জানান।

সংযুক্তি ৫: পরিদর্শনকৃত ২টি ডিজিটাল তথ্যকেন্দ্রের বর্ণনা

আইসিটি ল্যাব কুমিল্লা

দায়ীত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃমিল্লা।

মোবাইল : ০১৫৫২৪৩৫৬৯১

জেলা : কুমিল্লা

যন্ত্রপাতি :

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির ও আসবাবপত্রের নাম	মোট সংখ্যা	কার্যকর	অ-কার্যকর
১	ডেস্কটপ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	২৫	২১	৪
২	ল্যাপটপ	১	১	-
৩	মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্ক্রীন	১	১	-
৪	স্ক্যানার	১	১	-
৫	প্রিন্টার (ব্লাক)	১	১	-
৬	সাউন্ড সিস্টেম	১	১	-
৭	মডেম কানেকটিভিটি সহ	১	০	১
৮	ওয়েব ক্যামেরা	২৫	২৫	-
৯	নেটওয়ার্কিং রাউটার	১	১	-
১০	জেনারেটর	১	১	-
১১	অনলাইন আইপিএস	১	১	-
১৩	কম্পিউটার চেয়ার	২৫	২৫	-
১৪	কম্পিউটার টেবিল	২৫	২৫	-
১৫	সেক্রেটারিয়াল টেবিল (ছোট সাইজ)	৩	৩	-
১৬	এক্সিকিউটিভ চেয়ার	৪	৪	-

প্রকল্প চলাকালীন সেবা ও কার্যক্রম :

- বিভিন্ন ধরনের আইসিটি ও কৃষি তথ্য সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান। (২১০০ জনকে)
- ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের সাথে সমস্যা বিষয়ে আলোচনা ও সমাধান
- কৃষি বিষয়ক তথ্য ছাপানো ও ডিজিটাল আকারে সরবরাহ করা
- আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও এর প্রসারের জন্য মাঠদিবসের আয়োজন করা
- রিপোর্টিং ভ্যানের মাধ্যমে তথ্যসেবা ও প্রচার করা
- সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে প্রযুক্তি বিষয়ক ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শন করা

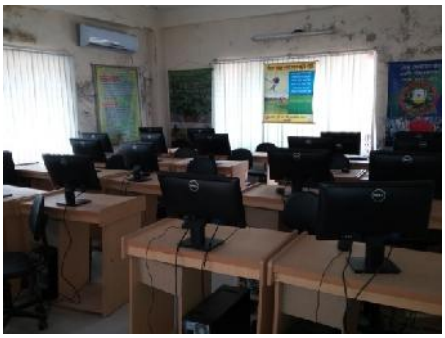

বর্তমান অবস্থা ও কার্যক্রম :

- আইসিটি ল্যাবে বর্তমানে ৪টি ডেস্কটপ কম্পিউটার এন্ড একসেসরিজ অকার্যকর পাওয়া গিয়েছে।
- বর্তমানে এই আইসিটি ল্যাবে কৃষি তথ্য সেবা কার্যক্রম ও কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে না। কিন্ত আইসিটি ল্যাবটি মাঝে মাঝে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আয়োজিত প্রশিক্ষণ ভেন্যু হিসেবে ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহৃত হচ্ছে । যা এআইসিসি প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত নয়।
- আইসিটি ল্যাবের জন্য বরাদ্দকৃত ফান্ড, ইন্টানেট স্পিড, উন্নত প্রশিক্ষক এবং আইসিটি বিশেষজ্ঞের অভাবে বর্তমানে সেবা কার্যক্রম প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

মতামত :

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আইসিটি ল্যাবের সেবার মাধ্যমে কৃষি সেক্টরে তৃনমূল পর্যায়ের কৃষক এবং সম্প্রসারণ কর্মীগণ উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু পর্যাপ্ত ফান্ড, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল না থাকার কারণে বর্তমানে এর কায়ক্রম ব্যহত হচ্ছে। এই আইসিটি ল্যাবটি কার্যকর রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ড ও দক্ষ জনবল একান্ত প্রয়োজন।

আইসিটি চট্রগাম : রাঙ্গামাটি

দায়ীত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাঙ্গামাটি।

মোবাইল : ০১৭১২৮১৬৩৫২

জেলা : রাঙ্গামাটি

যন্ত্রপাতি :

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির ও আসবাবপত্রের নাম	মোট সংখ্যা	কার্যকর	অ-কার্যকর
১	ডেস্কটপ কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	২৫	২০	৫
২	ল্যাপটপ	১	১	-
৩	মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্ক্রীন	১	১	-
৪	স্ক্যানার	১	১	-
৫	প্রিন্টার (ব্লাক)	১	১	-
৬	সাউন্ডসিস্টেম	১	১	-
৭	মডেম কানেকটিভিটি সহ	১	১	-
৮	ওয়েবক্যামেরা	২৫	২৫	-
৯	নেটওয়ার্কিং রাউটার	১	১	-
১০	জেনারেটর	১	১	-
১১	অনলাইন আইপিএস	১	১	-
১৩	কম্পিউটার চেয়ার	২৫	২৫	-
১৪	কম্পিউটার টেবিল	২৫	২৫	-
১৫	সেক্রেটারিয়াল টেবিল (ছোট সাইজ)	৩	৩	-
১৬	এক্সিকিউটিভ চেয়ার	৪	৪	-

প্রকল্প চলাকালীন সেবা ও কার্যক্রম :

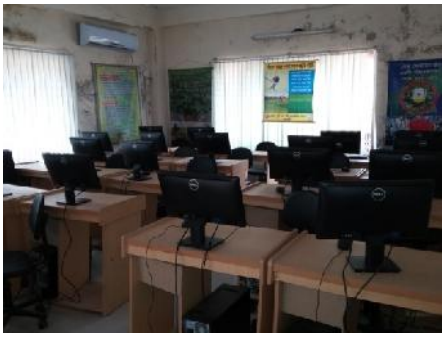

- বিভিন্ন ধরনের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান (MS Word, MS Excel) (২৫০ জনকে)
- কৃষি তথ্য সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
- ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের সাথে সমস্যা বিষয়ে আলোচনা ও সমাধান
- রিপোর্টিং ভ্যানের মাধ্যমে তথ্যসেবা ও প্রচার
- বিভিন্ন এলাকায় সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শন
- কৃষি বিষয়ক তথ্য ছাপানো ও ডিজিটাল আকারে সরবরাহ
- বিভিন্ন সময়ে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রসারের জন্য মাঠদিবসের আয়োজন

বর্তমান অবস্থা ও কার্যক্রম :

- আইসিটি ল্যাবে বর্তমানে ৫টি ডেস্কটপ কম্পিউটার এন্ড একসেসরিজ অকার্যকর পাওয়া গিয়েছে।
- বর্তমানে এই আইসিটি ল্যাবে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না।
- কৃষি তথ্য সেবা কার্যক্রমও প্রদান করা হচ্ছে না।
- আইসিটি ল্যাবের জন্য বরাদ্দকৃত ফান্ড, ইন্টানেট স্পিড, উন্নত প্রশিক্ষক এবং আইসিটি বিশেষজ্ঞের অভাবে বর্তমানে সেবা কার্যক্রম প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

মতামত :

আইসিটি ল্যাবের কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য পর্যাপ্ত ফান্ড, প্রশিক্ষক এবং তদারকির জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল একান্ত প্রয়োজন।

Annex 6:
List of Key Experts and Support Staff

Sl No	Name of Group	Position
Name of Key Expert		
1	Dr. Muhammed Mustafizur Rahman	Team Leader
2	K. M. Sharif-ur-Rahman	ICT Specialist
3	Dr. Md. S. M. Alauddin	Socio-Economic Specialist
4	Md. Abdul Latif	Statistician
Name Field Investigators and Supervisors		
1	Umme Salma Akther	Supervisor
2	Md. Shehabul Ahsan	Enumerator
3	Md. Atiqur Rahman	Supervisor
4	Nilufar Begum	Enumerator
5	Md. Jubayer	Supervisor
6	Md. Iqbal Hossain	Enumerator
7	Julfiqur Ali	Supervisor
8	Mustafizur Rahaman	Enumerator
9	Hasan Mahmud	Supervisor
10	Fazlul Hoque	Enumerator
11	Rasel Khan	Supervisor
12	Jalal Uddin	Enumerator
Survey Coordination		
01	Md. Abdul Mannan	Study Manager
02	Israt Jahan (Fancy)	Survey Coordinator
03	Md. Fazle Rabbe	Study Supervisor and Liaison Officer

Creative
Consultants International Ltd.

ক্রিয়েটিভ কনসালটেন্টস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ

দিপ্তি প্যালেস: ১৫১/১-ডি, আহম্মদসগর, জোনাকী রোড
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
মোবাইল: ০১৭১৫০০৮১৯১ / ০১৬৭৬০৯৯৯৬০
ইমেইল: creativeconsulting.bangladesh@gmail.com
ওযেব: www.creativeconsulting-bd.com

Creative
Consultants International Ltd.

ক্রিয়েটিভ কনসালটেন্টস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ

দিপ্তি প্যালেস: ১৫১/১-ডি, আহম্মদসগর, জোনাকী রোড
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
মোবাইল: ০১৭১৫০০৮১৯১ / ০১৬৭৬০৯৯৯৬০
ইমেইল: creativeconsulting.bangladesh@gmail.com
ওয়েব: www.creativeconsulting-bd.com